কর্ম্মের-সন্ধান

শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেনগুপ্ত।

এইচ, সি, মজুমদার এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২১৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৮

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রকাশক—

এইচ, সি, মজুমদার।

২১৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
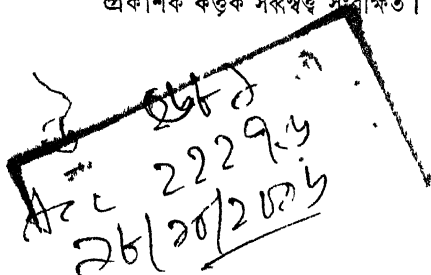
"গাঙ্গুলী-প্রেস"

প্রিণ্টার—শ্যামাপদ গাঙ্গুলী।

১৭।১নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা

আমার

প্রিয় প্রীতি প্রিয়তমা
মার সঙ্গে এর কোথাও পারিনা

শ্রী সত্যা A কে

আমার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ
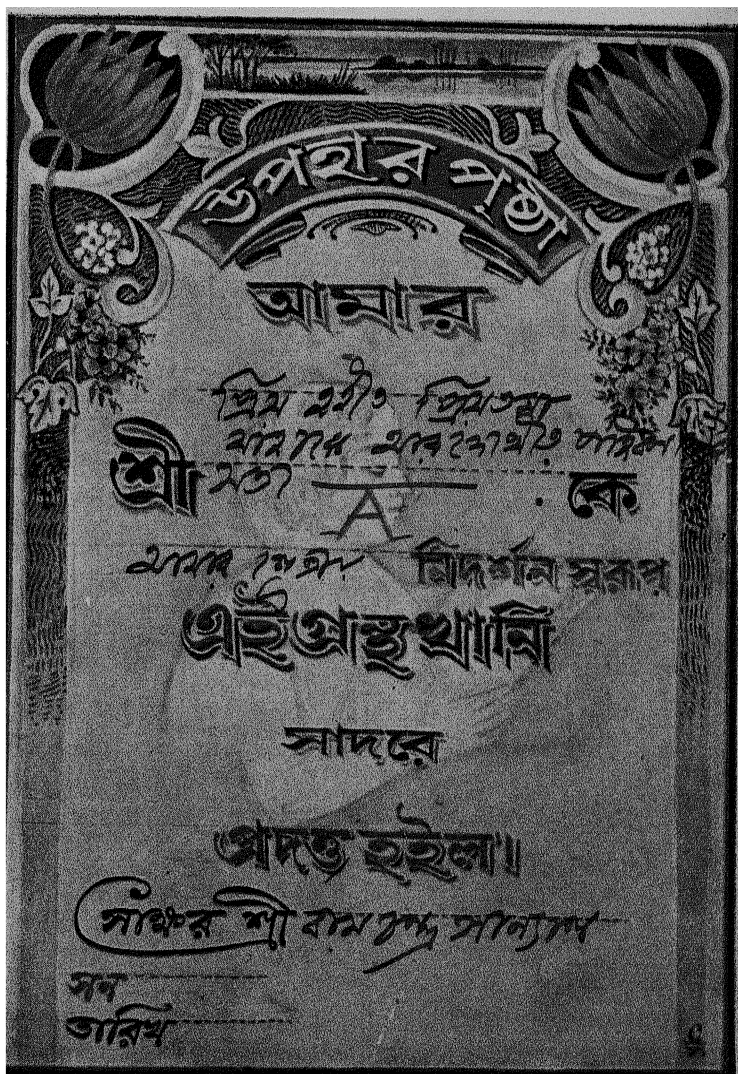
এই গ্রন্থখানি

সাদরে

প্রদত্ত হইল।

স্বাক্ষর শ্রী রামচন্দ্র সান্যাল

সন

তারিখ

নিবেদন।

"জীবনের ভুল" ও "কর্ম্মের-সন্ধান" একই উদ্দেশ্য লইয়া লিখিয়াছিলাম ; সফলকাম হইয়াছি কিনা, কে জানে !

দুই একটী স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, যেমন ১১০ পাতার শেষ লাইন, আর ১১১ পাতার প্রথম লাইনে জায়গা অদল বদল হইয়া গিয়াছে। এ ভুল অবশ্য তাড়াতাড়ির জন্যই হইয়াছে। আশা করি, সুধীজন-সাধারণ আমার অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

১০ই ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল।

শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেনগুপ্ত।

কর্ম্মের-সন্ধান

—◇◇◇—

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমরনাথ পূজার ছুটীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পিসীমায়ের স্নেহের শাসনের মধ্যে থাকায় কলিকাতার গণ্ডি এড়াইয়া আর কোথাও যাওয়া এতাবৎ তাহার হয় নাই, তবে একান্ত সুহৃৎ শরতের নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া অতি কষ্টে পিসীমায়ের সম্মতি আদায় করিয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম অমিয়পথে বাহির হইয়া পড়িল। বেড়ান যে কতখানি হইবে তাহা সে নিজেও জানিত না, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের অনেক স্থানের জিনিষের ফরমাইজ ছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রাতে কাশীর গঙ্গায় স্নান করান মহাপুণ্য—তাই আপাততঃ সেইটুকু লাভ করিতে পিসীমায়ের পরামর্শে কাশী ষ্টেশনের একখানি ইন্টার ক্লাশের টিকিট কিনিয়া পঞ্চমীর দিন সায়াহ্নে অমর কাশী রওনা হইল।

কর্ম্মের-সন্ধান

পূজার ছুটী— গাড়ীতে ভিড় বেশ। ভারতীয় রেল কোম্পানিগুলির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দেশের লোকের স্বভাবটা বেশ বুঝিয়া লইযাছে। এ দেশের লোক সহস্র কষ্ট সহ্য করিযাও তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে না—কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা জানে না। কোম্পানী সুবিধা বুঝিয়া অর্থোপার্জ্জনের দিকে আরও অধিক মনোনিবেশ করে। এক একখানি গাড়ী ছাগল ভেড়ার মত মানুষ বোঝাই না হইয়া যায় না, অথচ গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইতে বলিলে ইহারা ব্যয়বাহুল্যের দোহাই দেয়। অবশ্য এ ব্যবস্থা শুধু এ দেশীয়দের জন্যই, শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীদের জন্য ভারতীয় রেলে রাজোচিত বন্দোবস্ত আছে। নিজেদের দেশে, ঘরের পয়সা খরচ করিযা, এরূপ কর্ম্মভোগ ও কষ্টসহ্য আর কোনও দেশের লোক করে কি ?

অমিয়র কিন্তু সুখভাগ্য ছিল। রাত্রে সে শুইবার স্থানও সংগ্রহ করিয়া লইল। কয়েক ঘণ্টা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইবার পর যখন সে উঠিল তখন সকাল হইয়াছে, প্রভাত অরুণের কনক কিরণ রাশি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী বক্সারে দাঁড়াইযাছে। অমিয় গাড়ী হইতে নামিযা প্ল্যাটফর্ম্মের কলে হাত মুখ ধুইযা এক পেযালা চা পান করিতে করিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। উত্তর দক্ষিণ দুধারে অসীম মাঠ একেবারে আকাশের শেষ সীমায় গিয়া মিশিয়াছে। তাহাতে কোথাও শ্যামল ধান্যের কোথাও বা সুপুষ্ট জোনারের সতেজ চারাগুলি প্রভাত বায়ুর মৃদু হিল্লোলে তালে তালে নাচিতেছিল। এই সময় পিছনে গোলমালের শব্দে অমিয় চাহিয়া দেখিল একখানি কামরার দরজায় দাঁড়াইয়া একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক কত কি অনুনয় করিতেছেন, কিন্ত

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক শ্বেতাঙ্গ যুবক জানালা দিয়া একটী বাক্স ফেলিয়া দিতেছে।

ব্যাপার কি জানিতে অমিয় সেখানে গেল,—দেখিল, গাড়ীর দরজায় ইংরাজিতে লেখা আছে "ইউরোপীয়দের জন্ম মাত্র।" গাড়ীতে আরোহী মাত্র সেই যুবক ও তাহার একটী এদেশীয় সঙ্গী, পরিধানে মিহি কোঁচান দেশী ধুতী, গায়ে সার্ট, কোর্ট, কলার নেকটাই আঁটা, পায়ে মোজা পাম্পসু—ইউরোপ ও ভারতবর্ষের আধুনিকতম সমন্বয়।

ভদ্রলোকটীর সঙ্গে মাত্র একটী কিশোরী কন্যা, এই দুইজন উঠিলে গাড়ীতে স্থানের অকুলান হইবে না ভাবিয়া তিনি জিনিষপত্র উঠাইয়া ছিলেন। সাহেব সেই সময় ছিল না, লোক উঠিবার উপক্রমে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল ও হাতেব ছড়ির দ্বারা কুলীদের পীঠে কযেক দিয়া জানালা দিয়া সমস্ত জিনিশ পত্র ফেলিয়া দিতে লাগিল।

গাড়ীতে উঠিয়া অমিয় সাহেবের হাত হইতে শেষ মোটটি কাড়িয়া লইয়া বলিল "What makes you throw these out ?"

বাঙ্গালীর হাতে বাধা পাইয়া সাহেব মহা ক্রুদ্ধ হইল, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমিযর প্রতি চাহিয়া উত্তর দিল—"Get off your business nigger."

গালি খাইয়া অমিয়ও চটিয়া গেল; রুক্ষস্বরে বলিল—"Try to be well behaved towards gentlemen." বলিয়া দরজা খুলিয়া কুলিদের পুনরায় জিনিশ পত্র উঠাইতে বলিল; কুলিরা একবার

সাহেবের দিকে ও পরক্ষণে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভদ্রলোকটী নিজেও বড় ভরসা পাইলেন না, বলিলেন—"তাইতো বাবা এত গণ্ডগোলের মধ্যে কি করে যাওয়া যায় অথচ অন্য গাড়ীতেও যে একটুকু জায়গা নেই।"

সাহেবের সঙ্গী যুবক এতক্ষণ চুপ করিয়া দেখিতেছিল এইবার বলিল—"উঠবেন না মশায়, দেখছেন না—এটা reserved for ইউরোপীয়ান।

অমিয় বলিল, —"আপনিও বুঝি ইউরোপীয়ান ?"

অমিয়র ঠাট্টায় যুবক উত্তর দিল না সাহেবকে বলিল—"Don't allow them in Sir.

সাহেবও ছাড়িবার ছেলে নয়। বাঙ্গালীর এত খানি ধৃষ্টতায় সে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিল—এবার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"No I won't allow you."

গোলমাল দেখিয়া গার্ড সাহেব ও দুইজন টিকিট কলেক্টর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন গার্ড ও অমিয়তে তর্ক চলিতে লাগিল।

গাড়ী একেই দেড় ঘণ্টা দেরী হইয়া গিয়াছিল আর দেরী করা উচিত নয় দেখিয়া ও সমস্ত ট্রেনখানায় সত্য সত্যই এতটুকুও খালি নাই বুঝিয়া টিকিট কলেক্টরেরা সাহেবকে সেকেণ্ড ক্লাশে সরাইয়া তিনজনকে কামরা খালি করিয়া দিল। জিনিশপত্র উঠাইয়া যখন ভদ্রলোকটী ও তাঁহার কন্যাকে অমিয় গাড়ীতে তুলিয়া দিল তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে যে গাড়ীতে উঠিয়াছিল সেখানি

ইঞ্জিনের নিকট ছিল, তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া যেখান হইতে সে গাড়ীতে উঠিল সেখানটা প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্ত। উঠিয়া অমিয় একবার পিছনে চাহিয়া দেখিল, ভদ্রলোকটি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

— –

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই বিছানা বাঁধিয়া ব্যাগটী লইয়া অমিয় প্রস্তুত হইয়াছিল, গাড়ী থামিতেই বিলম্ব না করিয়া প্ল্যাট-ফর্ম্মে নামিয়া পড়িল। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটী কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কুলিরা জিনিসপত্র নামাইতেছিল, অমিয়কে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন—অমিয় তাঁহার নিকট গেল।

"আপনিও এখানে নামবেন বুঝি? কাশী যাবেন—না?"

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হাঁ"।

"তাহ'লে বেশ হলো, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আপনি না থাক্লে আজ আমাদের আসাও হতো না। সত্যি আপনি আমাদের আজ বড় উপকার করেছেন।"

নিজের প্রশংসায় অমিয় বড়ই লজ্জিত হইল বলিল—"আমি আর কি করেছি।"

"কি করেছি কি? সবই করেছেন। আপনার সাহায্যেই তো এ গাড়ীতে আসা হ'লো। তা'যাক্—এনেছেন, এবার একেবারে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দেবেন।" বলিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন, সে সরল হাসিতে অমিয়র সঙ্কোচ অনেকখানি কমিয়া গেল।

"আপনি আর কাশীতে আসেন নি—না? আমারও আজ অনেক-দিন পরে আসা। এসেছিলাম বারো বচ্ছর আগে—সে কতদিনের

কথা !" শেষের কয়টা কথায় তাঁহার স্বর ভারি হইয়া উঠিল। বোধ হয় অতীতের কোনও দুঃখের স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

কুলিরা জিনিস পত্র মাথায় তুলিয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন- "চলো। ওকি ? আপনার ব্যাগটা আর বিছানার মোটটা এই কুলিটার মাথায় দিন না। না, না, সে কি হয় ? ও ব্যাটা যে খালি যাচ্ছে। পয়সা আদায় কর্ত্তে তো ছাড়্‌বে না। বাস্ এইবার আসুন।"

অগত্যা হাতের ব্যাগটী ও বিছানাটী অমিয়কে কুলির মাথায় দিতে হইল। এই সময় গাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে সে দেখিল বন্ধুবের সেই ইউরোপীয় সভ্যতাপ্রয়াসী যুবকটী তীব্রদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার সহিত দুই একটা কথা বলিবার লোভ অমিয় সম্বরণ করিতে পারিল না, নিকটে গিয়া বলিল—"এই যে মশায় ! সে সময়টায় আপনাকে আমি বিরক্ত করেছিলাম মাফ্ কর্ব্বেন। তা' আপনার গাড়ীতো খালি হয়ে গেল আপনার বন্ধুটীকে ডেকে দেবো নাকি ?"

অমিয়র এইপ্রকার আত্মীয়তায় যুবকটী আপ্যায়িত হইল না, একখানা ইংরাজী নভেল লইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহাই পড়িতে লাগিল।

ভদ্রলোকটী খানিক দূর আগাইয়া গিয়াছিলেন, অমিয়কে না আসিতে দেখিয়া ডাকিলেন, "আসুন মশাই।"

কথার উত্তর না পাইয়া অমিয়ও পুলের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল এইবার নিকটে আসিয়া বলিল "চলুন।"

এই সময় যুবকটী পিছন হইতে ডাকিল—"মশাই ও মশাই ! শুনছেন ?" শুনিয়া দু'জনে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "নমস্কার !"

অমিয় হাত দুইটা যোড় করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কপালে ঠেকাইল, তাহার পর পুলে উঠিতে আরম্ভ করিল।

"বাঁদর"—কিছুদর যাইয়া ভদ্রলোক পুনরায় বলিলেন "কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে ছোক্‌রা বাঙ্গালী।"

কথাটায় অমিয় হাসিয়া ফেলিল, বলিল 'কেন বাঙ্গালীর কি ও রকম হতে নাই?'

"না। আজ যখন জাতির এতদিনকার সুপ্তির ঘোর কেটে এত [illegible] দেখা দিচ্ছে, তখন বাঙ্গালীর ভেতর ওরকম থাক্‌তে পারে ধারণা আমার ছিল না। বাঙ্গালীকে আমি ভারতের মধ্যে প্রধান জাতি বলে মনে করি।"

"বাঙ্গালীর ভেতর ওরকম অনেক আছে" বলিয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিল- "আপনি কি—"

ভদ্রলোটীর কথায় বিহারী টান যথেষ্ট ছিল বলিয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল তিনি বাঙ্গালী কিনা, কথাটা শেষ করিতে পারিল না দেখিয়া ভদ্রলোক নিজেই বলিলেন, "বাঙ্গালী কি না। হা আমি বাঙ্গালী, তবে ছেলে বেলা থেকেই বাংলা ছাড়া।"

কাশীর গাড়ী দাড়াইয়া ছিল--ইহার মধ্যে ভরিয়াও গিয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানে ছোট একখানি কামরা খুঁজিয়া অমিয় জিনিষ পত্র উঠাইয়া তাহাতে তিন জনের বসিবার মত স্থান সংগ্রহ করিয়া লইল।

"দেখ্‌ছেন তো আপনি না থাকলে কি বিপদেই পড়্‌তাম। এই ভিড়ঠেলা কি আমাদের কম্ম? শোভা ভাল করে বস্‌না মা, কষ্ট হচ্ছে?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?" বলিয়া অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের বেঞ্চে একব্যক্তির একটা পুঁটুলি ছিল সেটাকে উপরে তুলিয়া দিয়া সেখানে জায়গা করিয়া বসিয়া পড়িল।

"এই যে বেশ হয়েছে। এইবার সরে বস্ শোভা, ছেলে মানুষ অত লজ্জা কিসের ? আষ্টে পৃষ্ঠে কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘেমে উঠলি যে। খোল খোল।" পিতার কথায় কন্যার লজ্জা কমিল না বরং সে আরও বেশী করিয়া কাপড় মুড়ি দিয়া বসিল। দেখিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া ফেলি-লেন, অমিয়কে বলিলেন "এটী আমার মেয়ে,— পাঁচ বছর বয়সে মা হারা। আজ আট ন বছর আমিই ওকে মানুষ করেছি, আর ও-ও আমায় করেছে; আমার মা কি না।'

ভদ্রলোকের মুখ আবার হাসিতে ভরিয়া উঠিল। এই স্বভাব সুন্দর সরলতায় তাঁহার প্রতি সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ভদ্রলোকটীর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু মুখ হইতে বাল্যের সারল্য ও যৌবনের কমনীয়তা তখনও চলিয়া যায় নাই। অমিয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাই দেখিতেছিল আর এক একজন মানুষ কেমন করিয়া নিতান্ত পরকেও নিজের মধুর স্বভাবের গুণে অতি আপনার করিয়া লয় তাহাই ভাবিতেছিল; সহসা ভদ্রলোক তাহাকে বলিলেন "তাইত এতক্ষণেও ত আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।"

অনেকটা পরিচিত হইয়াও বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হইতে বারংবার 'আপনি' 'আপনি' সম্বোধনে অমিয় বড়ই কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল, এইবার মুখ ফুটিয়া বলিল, "আপনি আমায় 'তুমি' বলেই ডাকবেন।"

"ওঃ, তার জন্য কিছু মনে করো না বাবা। অপরিচিত লোকের মুখ

থেকে তুমি ডাকটা অনেকে পছন্দ করেনা তাই। তা যাক্ তোমার নামটা কি বাবা?"

তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে অমিয় মনে মনে হাসিয়া বলিল "শ্রীঅমিয়-মাধব রায়।"

"রায়? তোমরা?"

"বৈদ্য।"

"বৈদ্য! তুমি তো আমাদের স্বজাতি হে! দেখেছ কেমন ঠিক একজায়গায় মিলে গেছি। তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবা? কিছু মনে করোনা, বড় বেশী বক্‌ছি—তা, ওটা আমার স্বভাব—বড় বদ স্বভাব!"

অমিয় হাসিয়া বলিল—"না--না। প্যাচার মত গুম্ হয়ে বসে থাকাই কি ভাল?"

পার্শ্বে একটী প্রবীন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গম্ভীর হইয়া বসিয়া জানালা দিয়া মাঠের চলন্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন—অমিয়র কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, অমিয় তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিল।

"তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবা?"

"হালিসহর। তবে আমরা কলিকাতাতেই থাকি।"

"হালিসহর? তুমি বিনোদ লাল রায়ের নাম শুনেছ?"

অমিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল—"তিনি তো আমার জ্যেঠামহাশয়।"

সাগ্রহে তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "তবে তো তুমি আমার আপনার লোক হে! আমার নাম বোধ হয় শোননি?

তোমার জ্যেঠামশাই চিন্তে পারেন। আমার নাম শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, আমাদের বাড়ীও হালিসহরেই।"

নাম তাহার অমিয় শোনে নাই, শেষের কয়টা কথাই তাহার কাণে যায় নাই। গাড়ী তখন কাশীর পুলের উপর দিয়া চলিতেছিল। বিশ্বেশ্বরের অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বারাণসীর মনোরম শোভা সকলেরই মনো হরণ করিতেছিল। শোভাও মুগ্ধনেত্রে তাহাই দেখিতেছিল, এই সময় পিতার কথা কাণে যাওয়ায় সে একবার অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। অমিয়ও হঠাৎ চক্ষু ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিতেই দেখিল, যেন সুনিপুণ চিত্রকরের মোহন তুলিকায় চিত্রিত একখানি সজীব ছবি তাহার চক্ষের সমক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে। জীবনে তাহার তুল্য অম্লান সৌন্দর্য্য সে দেখে নাই।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাশী ষ্টেশনে নামিয়া অমিয় দেখিল শরৎ দাঁড়াইয়া আছে। অমিয়কে দেখিয়া সে সত্যই বড় খুসী হইল বলিল,—"এই যে রে অমিয়! সত্যিই তুই দুধের বাটী ছেড়ে পথে বেরুতে পেরেছিস্?"

অমিয় ইঙ্গিতে তাহাকে চুপ্ করিতে বলিল, সে বুঝিল না, আরও উৎসাহের সহিত বলিয়া গেল—"হাঁরে, পিসীমা তাঁর খোকাটীকে কেমন করে ছাড়্লেন বলত? এই কাশী হেন জায়গায়, আমার মত একটা দস্যি ছেলের সঙ্গে যে তোকে ছেড়ে দিলেন, আর যদি হারিয়ে যাস? ওকি-উঃ!"

অমিয়র নিকট হইতে বাহুমূলে একটী সুতীক্ষ্ণ চিম্‌টি খাইয়া শরৎচন্দ্র যে অভিনব ভঙ্গিতে লাফাইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া আশ পাশের অনেকে হাসিয়া উঠিলেন। জগদীশবাবু তখন জিনিষ পত্র মিলাইয়া দেখিতেছিলেন, শোভা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, শরতের রকম দেখিয়া তাহার মুখখানিও প্রচুর হাসিতে প্রোজ্জল হইয়া উঠিল।

অপমানিত হইয়া রাগত স্বরে শরৎ কহিল—"ও রকম বাঁদরের মতো খামচাতে শিখ্‌লি কোত্থেকে?"

বন্ধুর রাগ দেখিয়া অমিয় হাসিতে লাগিল, বলিল—"চুপ্ কর বাঁদর! সঙ্গে ভদ্রলোক রয়েছেন দেখ্‌ছিস্ না?"

শরৎ এবার একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু হাটল না। অমিয়র কাছে

ঘেঁসিয়া নিম্নস্বরে বলিল "ভদ্রলোকের মেয়েটী রয়েছে তাই নাকি ? হাঁরে তুই যে রীতিমত নাইট্ গ্যালেন্ট্ হয়ে উঠ্লি অমিয় ?"

অমিয় বন্ধুর পৃষ্ঠে ছোট একটী কীল বসাইয়া দিয়া বলিল "ঢের হয়েছে। সভ্যতা যে কবে শিখ্বি শরৎ আমি তাই ভাবি।"

"শিখিয়ে দেনা অমিয়।" বলিয়া পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল "কেরে অমিয় ?"

"ট্রেনের আলাপ আমাদেরই স্বজাতি।"

"Bravo অমিয়, কাজ এগিয়ে রেখেছিস্ মাইরি! Luck আছে তোর।"

অমিয় এবার বিরক্ত হইল, বলিল 'থাম্ থাম্, তোর আর বখামো কর্ত্তে হবেনা।"

শোভা বোধ হয় উভয়ের কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিল ; পিতার নিকটে সরিয়া গিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "চলনা বাবা।"

কুলিরা সব জিনিষপত্র উঠাইয়া ছিল, জগদীশ বাবু কন্যার কথায় বলিলেন,—"হাঁ, এইবার চল। এস হে অমিয়!"

শরৎ ও অমিয় গল্প করিতেছিল—জগদীশ বাবু ফিরিতেই শরৎ তাঁহাকে নমস্কার করিল ; অমিয় তাঁহাকে পরিচিত করিতে কহিল—"এ আমার বন্ধু। এর এখানেই আমি উঠ্বো।"

"ও" বলিয়া শরতের দিকে চাহিয়া জগদীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নামটী কি বাবা।

"শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"এখানে কোথায় তোমার বাসা করেছ ?"

"শরৎ বাসার ঠিকানা বলিল।

কুলিরা আগাইয়া যাইতেছিল, অমিয় তাহা দেখিয়া জগদীশ বাবুকে কহিল, "চলুন।

"হাঁ, চল।" বলিয়া চারিজনে ষ্টেশনের বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া, গাড়ী ঠিক করিয়া অমিয় ও শরৎ জগদীশ বাবুর জিনিষ পত্র সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া উঠাইয়া দিল। জগদীশ বাবু ও শোভা উঠিয়া বসিলে বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শরৎ ও অমিয় সরিয়া দাঁড়াইল। জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি? তোমরা এলে না?"

শরৎ ভাবিল অমিয় উত্তর দিবে, অমিয় ভাবিল শরৎ উত্তর দিবে, সুতরাং কাহারও চট্‌ করিয়া উত্তর দেওয়া হইল না। অবশেষে শরৎই উত্তর দিল,—"না থাক্; আমরা একটা এক্কা ভাড়া কর্চ্ছি।

বিস্মিত স্বরে জগদীশ বাবু বলিলেন, "আবার এক্কা ভাড়া কি কর্ত্তে কর্‌বে? আমরা তো একই জায়গায় যাব হে। তোমাদের বাসাও বাল মুকুন্দ্ চৌহাট্টায় বল্লে—না?"

অথচ দুজনের কেহই গাড়ীতে উঠিবার উপক্রম করিল না। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর অমিয় বলিল, "অসুবিধা হবে হয় তো। থাক্‌না, আমরা একটা এক্কাই করি।"

"না হে না, অসুবিধা কিছু হবে না। মোটেতো আমরা দুজন আছি। তোমরা দুজন এলে আবার কি অসুবিধা হবে? এস, এস, উঠে পড়।"

উপর হইতে গাড়োয়ানও তাড়া লাগাইতে আরম্ভ করিল; অমিয় ও শরৎকে অগত্যা সেই গাড়ীতেই উঠিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জগদীশ বাবুর বাড়ীটি প্রকাণ্ড। কাশীতে তিনি থাকেন না, সুতবাং বাড়ী ভাড়া খাটে; তবে এবার আসিবেন বলিয়া ভাডা দেওযা হয নাই। শবৎ ও অমিয জগদীশ বাবুকে বাড়ীব দ্বাব পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দিযা গেল।

"তোমাদের বড় কষ্ট দিলাম বাবা।"

জগদীশ বাবুর কথায প্রতিবাদ কবিযা অমিয কহিল, "কষ্ট আব কি?" বলিযা কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকাব পব পুনবায কহিল "এবাব যাই তাহ'লে।"

"হাঁ বাবা, এসো এখন, বেলা হয়েছে নাইতে খেতে তো হবে! সময হলে দুজনে আবার এসো।"

উভযেই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শবৎ আগাইযা যাইতেছিল, একবাব পিছনে তাকাইযা অমিয়ও তাহাব অনুগমন করিল। শোভা তখন ভিতবে গিয়াছিল, জগদীশ বাবু তখনও তাহাদেব দিকে চাহিযাছিলেন।

পথে দুজনেব মধ্যে কোনও কথাই হইলনা। শবতেব বাসা কাছেই ছিল, পহুছিতে দেরী হইলনা। বাড়ীর দরজার নিকট আসিয়া শবৎ বলিল —"তুই হঠাৎ এমন কথা কইতে শিখ্লি কোত্থেকে বে অমিয?"

অমিয সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল "উঃ কি অন্ধকাব! এযে হুঁচোট্ খেযে মর্ব্বো শরৎ!"

"একটু সাম্‌লে চল—কাশীর বাড়ী মাত্রেরই একতলা এমনি অন্ধকার।"

"শুধু অন্ধকাব? এযে অন্ধকূপ!"

আলো শীঘ্রই আসিল। ত্রিতলে উঠিয়া অমিয়কে শবৎ নিজের ঘবে

লইযা গেল। "নে জামা ছাড্। এই বাব জিবিযে চল তেল মেখে গঙ্গায যাই।" বলিযা শবৎ পুনবায জিজ্ঞাসা কবিল "কিন্তু আমাব কথাব তো উত্তব দিলি না।"

প্রশ্নটা যে কি অমিযব তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, মেঝেয বিছানো পাটীটাব উপব চিৎ হইযা শুইযা পডিযা বলিল —"বাপ, গাযে ব্যথা হযে গেছে। এই ভিডে ভদ্রলোকে ট্রেণে বেডায কি কবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শরৎ ও অমিয় ছেলে বেলা হইতেই সহপাঠি ও সমপ্রাণ বন্ধু। আই.
এ পাশ করিয়া দুজনেই সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হইল,
কিন্তু এক বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই দুজনের মধ্যে লেখা পড়ায় ছাড়া
ছাড়ি হইয়া গেল। শরতের জ্যেঠামহাশয়ের মস্ত ব্যবসায় ছিল, জাপান
আমেরিকা ইংলণ্ড নরওয়ে জার্ম্মানি নানা দেশে বড় বড় ব্যবসায়ী ফার্ম্মের
সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল, কলিকাতা, বম্বে, রেঙ্গুন তিন জায়গায় তাহার
বিশ বাইশ লাখ টাকা খাটিতেছিল, সহসা তাহার অকাল মৃত্যুতে অত বড়
উন্নতিশীল ফার্ম্মটা একেবারে নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইল। শরতের
পিতা উকিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার, পশার দুজনেরই খুব, সুতরাং সময়
একেবারেই নাই। অগত্যা লেখা পড়া ছাড়িয়া শরৎকেই অপুত্রক জ্যেষ্ঠ
তাতের ব্যবসায়ে যোগ দিতে হইল। দশ মাস কঠোর পরিশ্রমের পর সে
আবার সমস্তই ঠিক ঠাক্ করিয়া লইল; বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া
মুখার্জ্জি ব্রাদার্স এর ফার্ম্ম আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সন্তানহীনা বিধবা জ্যেঠাইমাকে লইয়া শরৎ তীর্থ ভ্রমণে বাহির
হইতেছিল, পূজার ছুটী বলিয়া অমিয়কেও রেহাই দিল না।—তাহাকেও
আসিবার জন্য উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। পরীক্ষা নিকট হইলেও বন্ধুর
আগ্রহে অমিয় তাহার সহগামী হইতে অসম্মত হইল না। শরৎ
কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, হরিদ্বার, জয়পুর, পুষ্কর, মথুরা, বৃন্দাবন অত

জায়গায় যাওয়া অমিয়র হইবে না, সে শুধু আগ্রা পর্য্যন্ত যাইবে ঠিক হইয়াছিল।

এই ত' গেল পূর্ব্বাভাস।

অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে স্নান সারিয়া খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিবার ইচ্ছাতেই অমিয় শুইয়াছিল, যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। শরৎ দোকানে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অমিয় উঠিয়াছে। বলিল,—"কি রে—ঘুম ভাঙ্গলো?"

"বড্ড ঘুমিয়েছি। উঠিয়ে দিলি না কেন? এসেছি কি ঘুমুতে না বেড়াতে?"

হাতের খাবারের ঠোঙ্গাটা টেবিলের উপর রাখিয়া শরৎ কহিল— 'একটুখানি ঘুমুলেই কি কাশীর দর্শনীয় যত দৃশ্য সব উবে যাবে? এখনও তো আমরা পুরো চার দিন এখানে আছি।"

দেয়ালে পোঁতা খুঁটির উপর হইতে কামিজটা লইয়া গায়ে দিতে দিতে অমিয় বলিল "চারদিন তো কত! দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।"

শরৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল "বিশেষ তুমি এখন নূতন জীবনের আস্বাদ পেতে চলেছ।'

বলিয়া সে দেখিল অমিয়র মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

"চল অমিয়, বেণীমাধবের ধ্বজায় ওঠা যাক্ আজ।'

অমিয় ইহাই চাহিতেছিল। শরতের স্বভাব তাহার অজ্ঞাত ছিল না, সে যে তাহাকে ঠাট্টা করিতে ছাড়িবে না ইহা নিশ্চিত তবু যতটা পাশ কাটাইতে পারা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু তাহাব পব শবৎ আঁব সে বিষয কোনও উল্লেখই কবিল না। বেণীমাধবেব ধ্বজা ও মন্দিব দেখিযা ফিবিতে সন্ধ্যা হইযা গিয়াছিল, বিশ্বেশ্ববেব সন্ধ্যাবতি দেখিযা বাড়ী ফিবিতে প্রায নযটা বাজিল। বাড়ী ফিবিযা খাওয়া দাওযাব পব ছাদেব উপব সতবঞ্চ বিছাইযা দুই বন্ধুতে শুইযা পডিল, গল্পও দুই একটা হইতে লাগিল।

অমিয বলিল, "তাইতো শবৎ, পৌছানো চিঠি একটা লেখা হলো না।

শবৎ আকাশেব দিকে চাহিযা কি ভাবিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে উত্তব দিল "কাল দিলেই হবে।"

দুইজনে আবাব চুপ কবিযা বহিল। অমিযব বডই বিস্মষ বোধ হইতে লাগিল যে, শবতেব হইল কি? তাহাব মত গল্পপ্রিয লোক চুপ কবিযা আছে ইহা আশ্চর্য্য। অনেকক্ষণ পবেও শবৎ কোনও কথা কহিল না দেখিযা অমিয বলিল—"কিন্তু একটা বড অন্যায হযে গেল শবৎ।"

শবৎ তাহাব দিকে চাহিযা জিজ্ঞাসা কবিল "কি?"

"জগদীশবাবুব সঙ্গে আজ আব দেখা কবা হলো না।"

ছোট্ট একটু "হুঁ" বলিযা শবৎ নিজেব নিস্তব্ধতাটাকে আবাব জাগাইযা তুলিল। অমিয এবাব জিজ্ঞাসা কবিল—"হ্যাঁবে শবৎ, তোব হলো কি বলতো? চুপ কবে বইলি কেন?"

শবৎ কোনও উত্তব দিল না —একটু পবে সে আপন মনেই বলিল –human Nature টা (মনুষ্যপ্রকৃতি) কি আশ্চর্য্য! কখন যে মনেব মধ্যে কি ভাবে সাড়া দেয় তা আগে কেউ জানতে পাবে না।"

তাহার এই অসংলগ্ন কথা কয়টার অর্থ অমিয়র বোধগম্য হইল না, বলিল— "কি বল্‌ছিস্ শরৎ ?"

শরৎ উত্তর দিল "কিছু নয়।"

শরতের হইল কি ?

সকাল বেলা মুখ হাত ধুইয়া অমিয় একা বসিয়া 'ব্রাড্‌শর' খানার পাতা উল্‌টাইতে ছিল—শরৎ আসিয়া বলিল—"চল্ অমিয়, জগদীশবাবুর ওখানে যাওয়া যাক্।"

"কিছু খেতে হবে দাদা আগে, খিদে বড় জোর লেগেছে।"

"ওঠ্, ওঠ, রাস্তায় কিনে খাস'। খাবার টাবার আর নেই।" বলিয়া অমিয়কে একরূপ জোর করিয়াই প্রায় শরৎ জগদীশবাবুর বাটীর দরজা পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেল।

জগদীশ বাবু ভোরে উঠিয়া বোধ হয় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শরৎ ও অমিয় যখন তাহার বাড়ীর দরজায় পঁহুছিল তখন তিনিও ফিরিতেছেন, তাহাদের দেখিয়া বড় প্রীত হইয়া বলিলেন "এস এস। কাল আর তোমরা এলে না, আসতে পারনি বুঝি? নূতন জায়গায় এসে সময় একটু কম পাওয়া যায়। এস উপরে এস।" বলিয়া জগদীশ বাবু তাহাদের উপরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

যে ঘরটিতে শরৎ ও অমিয়কে জগদীশ বাবু বসাইলেন, সেটি বেশ বড় ঘর। সামনেই বারান্দা, সেখান হইতে গঙ্গার খানিকটা অংশ বেশ দেখা যায়।

"বেশ ঘর, বাড়ীটিও চমৎকার! কাশীতে এরকম বাড়ী আমি দেখি নি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শরতের কথায় জগদীশ বাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন,—"এ বাড়ী আমার স্ত্রীর মনোমত করে তৈরী করেছিলাম। সে আজ আঠার বছরের কথা!"

তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিলেন। সম্মুখের দেওয়ালে বড় একখানি অয়েল পেণ্টিং ছবি টাঙানো ছিল, জগদীশ বাবু নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, হটাৎ অমিয়র দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এইটি শোভার মায়ের ফটো। আমার শোভাও অবিকল তার মায়ের মত হয়েছে।"

আবার তিনজনেই চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা শরৎ বা অমিয় কাহারও ভাল লাগিতে ছিল না। জগদীশ বাবু তাহাদের অবস্থা বুঝিলেন, অমিয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন লাগ্‌ছে হে অমিয় এখানে?"

অমিয় একবার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—এখনও কোথাও বেড়াতেই পারলাম না! কাল বেণীমাধব গিয়েছিলাম, মন্দ লাগ্‌লো না।"

"ভাল লাগ্‌বে আরও। আমারতো বেশ লাগে এখানে; তবে আমাদের চোখে আর তোমাদের চোখে তফাৎ আছে বইকি।" বলিয়া খানিক পরে জগদীশ বাবু শরৎকে কহিলেন—"তোমাদেরও বেড়ানো হয় নি? তা' এক কাজ কর্লে হয় না? আমারও সুবিধা হয়।"

উভয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"শোভা বল্‌ছিল সারনাথ যাবে, চল কাল সব একসঙ্গে সারনাথ বেড়াতে যাওয়া যাক্।

দুজনের কাহারও তাহাতে আপত্তি ছিলনা সুতরাং সম্মতি দিতে দেরী হইল না।

"তাহ'লে সকালে সাতটার সময় বেরুনো যাবে—কেমন? ওখানেই সব খাওয়া দাওয়া হবে,—একটা পিক্‌নিক্ গোছের। কি বল হে?

কথাটা জগদীশবাবু শরৎকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। সে তখন অন্য দিকে চাহিযাছিল; অমিয বন্ধুর হইযা উত্তর দিল "সেই বেশ হবে।"

"আচ্ছা এবার উঠি তাহাহলে আমরা—"

শরৎ উঠিযা দাড়াইল, অগত্যা অমিযকেও উঠিতে হইল।

"বস, বস, সেকি এরমধ্যে উঠ্‌লে চল্‌বে না।" এইত' এলে এর মধ্যে উঠ্‌বে কি?"

শরৎ কুণ্ঠিত হইযা বলিল "বাড়িতে একটু কাজ আছে, জ্যেঠাইমা সকালে কোথায যেতে বলেছিলেন।"

"তুমি বুঝি জ্যেঠাইমাকে নিযে তীর্থ কর্‌তে বেড়িযেছ? তবে আর বস্‌তে বল্‌তে পারি না, তাঁর কষ্ট হবে। অমিয়র সঙ্গে দুএকটা কথা ছিল, তা থাক্, কাল ধীরে সুস্থে বলব। কইরে শোভা?"

হিন্দুস্থানী ঝি রেকাবী করিয়া দুইজনকার খাবার ও জল দিযা গেল, জগদীশবাবু রেকাবী দুটি উভয বন্ধুকে আগাইয়া দিলেন।

"এই সকালে আমরা খাবার খাব কি করে?"

অমিয়র কথায জগদীশ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"খাবার আবার কি করে খায়? খাও—খাও, না বল্লে চল্‌বে না। ভদ্রলোকের বাড়ী এলেই জল খেতে হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রেকাবীর খাবারগুলি সমস্ত শেষ করাইয়া তবে অমিয় ও শরৎকে লইয়া জগদীশবাবু বহির্দ্বার পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।

"মনে থাকে যেন কাল সকালে সারনাথ যেতে হবে।"

যাইতে যাইতে দুজনেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হাঁ"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রূপ জিনিসটার আকর্ষণী শক্তি সৃষ্টির আদিকালে যেমন বিশ্ববিজয়িনী ছিল আজও ঠিক তেমনই কি হয়ত তার চেয়ে কিছু প্রবলতরই হইয়া আছে। সময়ের গতিতে প্রায় সব জিনিষেরই ক্ষয় হইয়াছে, কেবল এইটারই হয় নাই, তার কারণ সকলের সংহার কর্ত্তা যিনি মহাকাল, তিনিও এই শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

শোভার রূপ যে সত্যই একেবারে অতুলনীয় তাহা নয়, তবে মানুষের এক একটা সময় এমন আসে যখন কোনও একটা রূপ তাহার চক্ষে পড়িলে তাহার কাছে তাহা অতুলনীয় বলিয়াই বোধ হয়; অমিয়রও তাহাই হইয়াছিল। বিশেষতঃ শোভার সমস্ত অবয়বে যে রূপ মাখানো ছিল তাহাতে তীব্রতা না থাকিলেও এমন একটু কমনীয় স্নিগ্ধতা ও মাদকতা ছিল, যাহাতে তাহার প্রতি সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হইত, অমিয়ও কিছু বাদ গেল না।

সুতরাং জগদীশবাবুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হইলেও সে আলাপটাকে গাঢ় করিয়া তুলিবার ইচ্ছাটা অমিয়র মনে বেশ একটু হইয়াছিল। তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে জানিয়া সে ইচ্ছাটা পূর্ণ হওয়াও সে বড় আয়াসসাধ্য বোধ করিল না।

সারনাথ যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাই অমিয় বড় খুসী হইল। সমস্ত দিনের মধ্যে সকল কাজেই তাহার প্রাণের স্ফুর্ত্তি বড় বেশী পরিস্ফুট হইয়া

উঠিতেছিল। নিজের এই উচ্ছ্বাসটাকে শরতের চক্ষে পড়িতে দিতে অবশ্য অমিযর ইচ্ছা ছিল না, সে তরঙ্গের রোধ করিতেও পারিল না। শরৎ কিন্তু এসকল দেখিয়াও দেখিল না। এই দুই বন্ধুর একের যেমন আনন্দ উচ্ছ্বাসে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল অন্যটী তেমনই যেন একটু বেশী গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হিন্দু কলেজ, কুইন্‌স কলেজ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রভৃতি নানা স্থান ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর বেড়াইতেছিল, পিছন হইতে কে শরতের পীঠে হাত দিতে সে ফিরিয়া দেখিল,—তাহাদেরই এক সহপাঠি বন্ধু।

"কিরে শরৎ? আরে অমিয যেরে! তুই কাশী এসেছিস্। শরৎ এনেছে বুঝি? সত্যি শরৎ, তোর বাহাদুরি আছে ভাই।"

যাহাকে প্রশংসা করা হইল সে ইহাতে বড় আপ্যায়িত হইল না; শুধু বলিল—"শচী যে। কবে এলি?"

"আজই এসেছি ভাই। তার পর, তোরা আছিস্ কোথায়? ঠিকানাটা আমায় বলে দেখি।"

শরৎ তাহাকে বাড়ীর নম্বর বলিল পকেট হইতে নোট বুক বাহির করিয়া শচী তাহা টুকিয়া লইল। এড়খন বড় তাড়াতাড়ি ভাই, কাকা সঙ্গে রয়েছেন। কাল তোদের সঙ্গে দেখা কর্ব্বো" বলিয়া শরতের মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া পুনরায় কহিল—"তোকে বড় শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন রে শরৎ? অসুখ করেছে নাকি?"

শরৎ উত্তর দিল "না" আর কোনও কথা না কহিয়া যুবক চলিয়া গেল।

শরতের জ্যেঠাইমা ছাদে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া, শতরঞ্চ বিছাইয়া, একটা বালিশ লইয়া অমিয় তাহার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল, শরৎও তাহার পথ অবলম্বন করিল। সমস্ত দিন ঘোরাটা খুব হইয়াছিল, দুজনেই বেশ একটু শ্রান্তি বোধ করিতে-ছিল, অথচ ঘুমও আসিতেছিল না। শেষে অমিয় বলিল, 'জ্যেঠাইমা, আপনার কাশীর একটা গল্প বলুন না।"

গল্পের ভাণ্ডার জেঠাইমার অবারিত ও অফুরন্ত। অমিয়ও শরতের মাথার কাছে আরও একটু সরিয়া বসিয়া রাজা দিবোদাস কেমন করিয়া বিশ্বেশ্বরের বারাণসী-পুরী অধিকার করিয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য দেব দেবীদের কাশী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া দেবতাদের লইয়া বিশ্বেশ্বর আবার তথায় প্রবেশ করেন, ব্রহ্মা কেমন করিয়া দশাশ্ব মেধ যজ্ঞ করেন, সব গল্প করিতে লাগিলেন। গল্প শুনিতে শুনিতে উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আহারের তাহাদের আহ্বানে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

খাওয়া দওয়ার পর উভয়ে আবার সেই খানেই আসিয়া শুইয়া পড়িল। ঘুম আসিবার লক্ষণ কাহারও দেখা গেল না অথচ দুজনের কেহই কোনও কথা বলিল না। অনেকক্ষণ পরে অমিয় বলিল,—"শরৎ তুই আজ বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছিস।"

শরৎ কোনও উত্তর দিল না, কপালের উপর হাত রাখিয়া সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া তাহার হাত খানা কপালের উপর হইতে সরাইয়া লইয়া অমিয় পুনরায় বলিল—"হারে, তোর কি হয়েছ ?"

"হবে আবার কি শরীরটা তেমন ভাল নেই আজ।"

অমিয় সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল "মাথা ব্যথা কর্চ্ছে?"

"না না, কিছু হচ্ছে না, তুই ঘুমো।" বলিয়া শরৎ ঘুমাইবার উপক্রম করিল। পরদিনকার কথা ভাবিতে ভাবিতে অমিয়ও কখন নিজের অজ্ঞাত-সারে ঘুমাইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অমিয় পরদিন প্রত্যুষে উঠিল। আবশ্যকীয় প্রাতঃকালীন কাজগুলি সারিয়া, ঘরে ঢুকিয়া, ঘড়ীতে দেখিল ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। শরতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে তখনও চুপ্ করিয়া শুইয়াছিল। অমিয় তাহার নিকট গিয়া বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ সারনাথ যেতে হবে তা বুঝি মনে নাই শরৎ?"

"হাঁ আছে।"

শরতের নিশ্চিন্ত উত্তরে অমিয় বেশ একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল, বলিল—"আছে তো ওঠ্, ছটা বেজে গেল যে।"

শরত উঠিল না বলিল—"আমার যাওয়া হবে না অমিয়।"

যাওয়া হবে না' সে কি? জগদীশবাবুকে কথা দেওয়া হয়েছে যে।"

"তার আর কি? তুই যা।"

অমিয় বড়ই বিরক্ত হইল, নীরবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর শরতের মাথার নিকট গিয়া বসিল, বলিল—"এর মানে কি শরৎ?"

শরৎ অল্প হাসিয়া উত্তর দিল—"মানে আবার কি? তুই যা—আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"আজ আমার টাকা আস্‌বার কথা আছে, হাতে খরচ পত্র নেই।"

"তা যদি জান্‌তিস তবে কাল কথা দিলি কেন?"

শরৎ বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই উত্তর দিল—"মনে ছিল না।"

অমিয় আর কোনও কথা বলিল না। শরতের ব্যবহারটা কাল হইতেই তাহার কেমন কেমন ঠেকিতেছিল, আজ সে তাহার উপর যথার্থ ই বড় বিরক্ত হইল। শরতের পা হইতে পাশ বালিশটা টানিয়া লইয়া সে শুইয়া পড়িল।

"কি রে, ফের শুলি যে?"

অমিয় শুষ্ক-স্বরে বলিল "তা, আর কি কর্ব্বো?"

"কেন, যাবি না?"

"নিজেই তো তার পথ বন্ধ করে দিলে।"

শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল "সে কি?"

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল "একা যাওয়া আমার দ্বারা হবে না।"

শরৎ উঠিয়া বসিল, একবার অমিয়র মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"যেতে হবেই। কথা যখন দেওয়া হয়েছে তখন না যাওয়া ভাল দেখায় না।"

অমিয় কথা কহিল না। মাথার কাছে শরৎবাবুর 'বিরাজ বউ' খানা ছিল, লইয়া পড়িতে লাগিল। শরৎ বই খানা কাড়িয়া লইল, বলিল,—"যারে, অমিয় দেরী হয়ে গেল।"

"দেখ্ শরৎ, আমায় বিরক্ত করিস্ না বল্‌ছি।"

এবার শরৎ রাগিল। অমিয়র হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিল "যা যা, ছেলেমানুষি করিস্ না। খোকা তো নস্, যে একা যেতে ভয় কর্ব্বে। আমার যাওয়ার উপায় থাক্‌লে যেতাম।"

অমিয় কোনও উত্তর দিল না; জামা গায়ে দিয়া, জুতা পরিয়া,

বাহির হইয়া পড়িল। শরতের উপর আজ সে বেশ একটু রাগিয়া গেল।

সে ক্রোধ কিন্তু স্থায়ী হইল না। পথেই বন্ধুর উপর রাগটা তাহার মন হইতে নিঃশেষ উড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পর বাকি সময় টুকুর মধ্যে শরতের কথাও তাহার মনে রহিল না।

ভাঙ্গা চোরা মন্দিরগুলির মধ্যে নয়নরম্য কিছু ছিল না। কিন্তু এমন একটা জিনিষ ছিল যাহা চক্ষু মুগ্ধ না করিলেও অন্তর স্পর্শ করে। সারনাথের ইঁট পাথরের সহিত মাখানো আছে সেই দিনের স্মৃতি—যেদিন ভারত স্বাধীন ছিল, যেদিন নিজের দেশের লোকের দ্বারা, নিজের দেশে ভারতবাসী শাসিত হইত। সেদিন ভারতের ধন ছিল, বল ছিল, সেদিন ভারতবাসী নিজের ঘরের অন্ন পেট ভরিয়া খাইত, নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিত। যেদিন ভারতীয় বণিক জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশের টাকা ঘরে আনিত, সারনাথ আজও সেই অতীত দিনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতবাসী সেদিন নিজের দেশে স্বাধীন ছিল আর আজ সে স্বগৃহে ক্রীতদাসের জীবন বহন করে।

এতদিন অমিয়র কলিকাতার বেষ্টনির মধ্যে কাটিয়াছিল। কেবল লেখা পড়া করিয়া আর ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা ধূলার মধেই সে জগতকে দেখিয়াছে, কলিকাতার বাহিরে যে আর একখানা খোলা জগত আছে, যার প্রতিটী ধূলি-কণায় মুক্তির মন মাতানো আস্বাদ মাখা আছে, সেটার সহিত তাহার একেবারেই পরিচয় ছিল না। সারনাথে আসিয়া তাই অতীত দিনের লক্ষ গৌরবের কথা মনের মধ্যে জাগায় তাহার অন্তর যেন অভিনব মাদকতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"অতীতের সেদিন আর ফিরে আস্‌বে না"

প্রকাণ্ড একটা বট গাছের তলায় একটা ইক্‌মিক্‌ কুকারে করিয়া রান্না চড়াইয়া শোভা বসিয়াছিল, জগদীশবাবু ও অমিয় তাহার অনতিদূরে বসিয়া দূরে ভাঙ্গা বড় মন্দিরটার দিকে চাহিয়া ছিলেন, জগদীশবাবুর কথায় অমিয় বলিল—"নিশ্চয় আস্‌বে। আস্‌বে না কেন ?"

"না, অমিয় না। যেমনটী যায় তেমনটী আর—আসে না। পূর্ব্বের সেদিন আস্‌বার লক্ষণ আর দেখাই যাচ্ছে না।"

শোভা চুপ্‌ করিয়া বসিয়াছিল এবার কথা কহিল—"না বাবা, লক্ষণ ভালই বোধ হচ্ছে। ভারত যে জেগেছে তাতে সন্দেহই নাই।"

প্রথমটা শোভা অমিয়কে লজ্জা করিতেছিল, জগদীশবাবুর কথায় ও অমিয়কে তাহাদের আত্মীয় জানিয়া তাহার লজ্জা স্থায়ী হইল না। বিশেষতঃ তাহাদের দুজনেরই স্বভাবে এমন একটা সমভাব্‌ ছিল যাহাতে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া যাইতে পারে না।

মোটের উপর সমস্ত সকাল ও দুপুরটা অমিয়র মন্দ কাটিল না। শোভার উপর তাহার শুধু একটা চোখের টানই পড়িয়াছি আলাপে তাহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া নিজের হৃদয়ের অনেকখানি সে শোভার মধ্যে হারাইয়া ফেলিল। কথাটা অত্যন্ত শুনিতে আশ্চর্য্য বোধ হইলেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে।

জগদীশবাবু ও শোভাকে বাড়ী পহুঁছাইয়া দিয়া অমিয় যখন ফিরিল, তখন রৌদ্র প্রায় নাই। মাদুরের উপর শুইয়া শরৎ একখানি বাংলা উপন্যাস পড়িতেছিল; অমিয় প্রবেশ করিতে মুখ তুলিয়া দেখিল বন্ধুর মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,—"কিরে কেমন দেখলি!"

"Nice! জায়গাটার একটা Serene appearance আছে।"

"জায়গাতো শুনেছি ভাঙ্গা মন্দির ইট আর পাথর, তার মধ্যে serene আবার কি দেখলি তুই?

বেশ একটু গর্ব্বের সহিতই অমিয় উত্তর দিল—"ঐ ইট্ পাথরের ভেতর যে জিনিষ আছে কলিকাতার বড় বড় প্যালেশ বিল্ডিং গুলোতে তা' নেই। তুই তো আর গেলি না।"

যেন অতি দুঃখিত ভাবে শরৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "কি আর কর্ব্বো বল? ভাগ্যে যা'র নইবে। ঘি ঠক্ ঠকালে হবে কি? আমার অদৃষ্টে নেই দেখতে পেলাম না।" বলিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "জগদীশবাবুর সঙ্গে আলাপ বেশ হল?"

অমিয় জামা খুলিতেছিল, সেটাকে স্বস্থানে রাখিয়া শরতের পার্শ্বে বসিল, বলিল, "সত্যি ভাই, লোকটা ভারি সরল—ভারি অমায়িক।

"আর তার মেয়েটা?"

অমিয় সরলভাবে উত্তর দিল—"চমৎকার মেয়ে। লেখা পড়াও বেশ জানে।"—

"তাই না কি? তবে তো বেশ মানান সই হবে। তোর প্রশংসা না করে আমি পারলাম না অমিয়!"

"কি যে বকামি করিস্ শরৎ।" বলিয়া বন্ধুর হাত হইতে বইখানা লইয়া অমিয় পড়িতে বসিয়া গেল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একই রকমের সাড়া পাইয়া দুইটী তরুণ প্রাণ পরস্পরের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে চায় ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম। শোভা ও অমিয় প্রথম সাক্ষাতেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর সৌহার্দ্দ্যে সে বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। শোভা থাকিত, তাহার বাপের সঙ্গে,—বিহারের ছোট একটী গ্রামে; বাংলা দেশের সহিত তাহার কোনও পরিচয় ছিল না। এই স্বদেশীয় স্বজাতি যুবকের সহিত পরিচিত হওয়ায় তাহার প্রতি তাহার এই আনুরক্তিতে সুতরাং তেমন বিস্ময়ের কথা কিছুই ছিল না।

অমিযর সরল ব্যবহারে জগদীশ বাবুও তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া ফেলিলেন। জগদীশ বাবু অতি শৈশব কাল হইতে অমিয়র পিতামহের নিকট স্নেহ ব্যবহার পাইয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া নিষ্ঠুব কুটুম্বগণের নিকট হইতে নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও অমিয়র পিতামহীর নিকট মাতৃ স্নেহ লাভ করিয়া তিনি সকল কষ্ট ভুলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সুখও স্থায়ী হয় নাই; তাঁহার সেই বিপদের আশ্রয়, বিধাতৃ লব্ধ পিতামাতাও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। আত্মীয়গণ সুবিধা পাইয়া পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিল, অবশেষে বালক জগদীশ নিঃসম্বল অবস্থায় দেশ হইতে সুদূর বক্সারে পলাইয়া আসেন। সেখানে এক নিঃসন্তান বিহারী ব্রাহ্মণের আশ্রয়লাভ করিয়া, অবশেষে তাঁহারই প্রদত্ত ভূসম্পত্তি সহায়ে

জগদীশ চন্দ্রের অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু জগদীশবাবু বাল্যের কথা ভুলেন নাই;—অমিয়কে কাছে পাইয়া তাই তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল।

"তোমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা দেবতার মত ছিলেন অমিয়! আমি একদিন তাঁদের কাছ থেকে যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি তা জীবনে ভুল্‌ব না।"

অমিয় ঠাকুরদা ঠাকুরমাকে দেখে নাই, তবে জ্যেঠামহাশয় ও পিসিমায়ের নিকট হইতে তাঁহাদের কথা শুনিয়াছে। আজ জগদীশ-বাবুর নিকট তাঁহাদেব প্রশংসা শুনিয়া সে বেশ আনন্দ অনুভব করিল।

"তোমার জ্যেঠামহাশয় আমার ছেলে বেলাকার বন্ধু, আমায় সে কত ভাল বাস্‌তো! আজ প্রায় আঠাশ বৎসর তাকে দেখিনি। সে হয়তো আমায় ভুলে গেছে?"

মনে না থাকিতেও পারে। সকল কথা সকলের মনে থাকে না। পৃথিবীতে কত লোক আসিতেছে, কত লোক যাইতেছে, কত লোকের সহিত কতবার সাক্ষাত হইতেছে, কে কাহাকে মনে রাখে? কিন্তু এমনও এক একটা স্মৃতি আছে যাহা চিতার আগুনেও বুঝি মন হইতে মুছিয়া যায় না। জগদীশবাবুকে হয়ত অমিয়র জ্যেঠামহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জগদীশবাবু তাঁহার কথা ভুলেন নাই—ভুলিবার উপায় ও তাঁহার নাই।

"তোমার বাবা এখন কি কর্চ্ছেন অমিয়?"

অমিয়র পিতা বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছেন—অমিয় তখন দ্বাদশ বৎসরের বালক। আজ তাঁহার কথা উঠিতে অমিয় যেন চক্ষুর সম্মুখে

তাঁহাকে দেখিতে পাইল। খানিকটা চুপ করিয়াই তাই বলিল—"তিনি আজ এগার বৎসর হলো মারা গিয়েছেন।"

"মারা গিয়েছেন!" অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া জগদীশবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আহা তাঁহারই মত এ-ও বাল্যেই পিতার স্নেহ হারাইয়াছে।—মারা যাওয়াটা কত সরল অথচ কি ভয়ঙ্কর। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন

"তোমার জ্যেঠামহাশয়ের কি ছেলে-পুলে অমিয়?"

"এক ছেলে। -তিনি আমায় চেয়ে সাত বছরের বড়, হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিশ্ কর্চ্ছেন; জ্যেঠামশাই তো আজ কাল বড় একটা প্র্যাক্‌টিশ্ করেন না।"

"আর তোমার পিসীমা?"

"পিসীমা আমাদের বাড়ীই থাকেন। তাঁর তো ছেলে পুলে নাই। তিনিই আমায় মানুষ করেছেন।"

সবিস্ময়ে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তোমার মা?"

"আমার মা তো নেই। আমায় এক বৎসরের রেখে তিনি মারা গিয়েছেন।"

জগদীশবাবু অর্দ্ধস্বগতঃ স্বরে বলিলেন—"আহা বেচারি! আমার শোভাও শৈশবেই মা হারা। তাই বুঝি তোমার সঙ্গে ওর অত বনেছে!"

কথাটায় কিছুই ছিল না, অথচ ইহাতেই অমিয়র সমস্ত মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। জগদীশবাবুর অবশ্য তাহা লক্ষ্য করিবার মত দৃষ্টি ছিল না

"আঠারো বছর আগে কাশীতে এসে শোভার মাকে পেয়েছিলাম

তার ছয় বৎসর পরে এই কাশীতে এসে তাঁরই কেনা এইখানে এই ঘরেই তিনি মারা যান। যতদিন বেঁচে ছিলেন সুখ যে কি তা আমায় জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, স্বর্গে গিয়েও আমায় সান্ত্বনা দিতে নিজের মেয়েটিকে রেখে গিয়েছেন; এখন এই আমার সর্ব্বস্ব!"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে অমিয় জগদীশবাবুর নিকট হইতে তাঁহার জীবনের অনেক কথা জানিয়া লইল; আর তাঁহার গভীর পত্নীপ্রেম ও সন্তান বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে দেখিল এই নিরহঙ্কার ভদ্রলোকের ভিতরটা কি সুন্দর।—সে হৃদয় সমুদ্রের মতই বিশাল মহিমময়, আর তাহাতে আছে শুধু স্নেহ, প্রীতি, প্রেম।

এই নূতন পরিচিতদের মধ্যে অমিয়র দিনগুলি কাটিতেছিল বেশ; এই সময় সহসা যখন শরৎ তাহাকে পরদিন এলাহাবাদ যাইবার কথা জানাইল তখন তাহার মনের অবস্থাটা একেবারেই ভাল রহিল না। কাশী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না; অথচ না যাইলেও নয়; কেন না শরৎকে সে কথা দিয়াছে, কোনও ওজরে তাহা কাটান যায় না। বিশেষতঃ তাহার কাশীতে থাকিবার অন্য জায়গাও ছিল না। অগত্যা অমিয়কে রওয়ানা হইবার জন্যই প্রস্তুত হইতে হইল।

অমিয়ও শরৎ যখন জগদীশবাবুর নিকট বিদায় লইতে গেল, তখন তিনি সত্যই দুঃখিত হইলেন। শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎ তো যাবে অনেক দূর?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমরা :পুষ্কর পর্য্যন্ত যাব, মাস দুই আড়াই দেরি হবে। অমিয়র অতদিন ছুটী নেই, ও আগ্রা পর্য্যন্ত গিয়ে ফির্ব্বে।"

"অমিয় তাহলে শীঘ্রই ফির্‌ছো ? তা ফের্ব্বার সময় আর একবার কাশী হয়ে যেও,—এখানে উঠো ; কেমন ?

শরৎ অমিয়র মুখের দিকে চাহিল। অমিয়র অবশ্য ইহাতে সম্মতি না দিবার কারণ ছিল না; অথচ কোনও উত্তর দিতেও সে পারিল না। শেষে শরৎই তাহাকে বলিল,—"তা' আসিস্ না ! ফেরবার সময় একে-বারে অন্নকূট দেখে যাবি কি বলিস্ ?"

জগদীশবাবুও পুনরায জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলছে অমিয় ?"

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কুণ্ঠাপূর্ণস্বরে অমিয় বলিল "আচ্ছা।"

শোভা কিন্তু এত অল্পে রেহাই দিল না। অমিযর যাওয়ার কথাতেই সে প্রথমতঃ বাঁকিযা বসিল।

"না-না—অমিয দাদা, এর মধ্যে আপনার যাওয়া হতেই পারে না। আপনার বন্ধুকে বলে দিন, তিনি চলে যান, আপনি আমাদের বাড়ীতেই থাকুন।"—

অমিয় ও শেষে জগদীশ বাবুও যখন তাহাকে বুঝাইলেন যে যাওয়াটা নিতান্ত আবশ্যক, তখন সে অমিয়কে বারংবার সত্য করাইয়া লইল, যেন সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসে।

"আসা কিন্তু চাই-ই অমিয় দাদা—"

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া নীচে নামিয়া আসিল। শরৎ অপেক্ষা করিতেছিল, অমিয় নিকটে আসিতে একটু হাসিয়া বলিল—"Got the leave at last ?"

অমিয় কোনও উত্তর দিল না। শরতের সহিত কথায় পারিবার মত

শক্তি তেমন তাহার কোনও কালেই ছিল না; যেটুকু ছিল সেটুকুও যেন তখন তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। বুক যখন পূর্ণ থাকে মুখ তখন কিছুতেই ফুটিতে চায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরতের মামার এলাহাবাদে বাড়ী ছিল। তাঁহারা সব ছিলেন কলিকাতায়, বাড়ীটা পড়িয়াছিল খালি। শরৎ আসিবার সময় তাহাতেই থাকিবে ঠিক করিয়া অসিয়াছিল, এলাহাবাদে পহুঁছিয়া উঠিলও সেই খানেই। মাতুল স্থানীয় এক বন্ধুর নিকট তাহাদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছিলেন, তিনি নিজে আসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সকাল বেলা আসিয়াই অমিয় ও শরৎ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল এ্যালফ্রেড পার্কে। এ্যালফ্রেড পার্কের মত সুন্দর উদ্যান বোধ হয় ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি নাই। গাড়ীতে বসিয়া উদ্যানের সর্ব্বত্রই বেশ বেড়ান যায়।

অনেকক্ষণ বেড়াইবার পর উভয়ে একটা পলাশ গাছের তলায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। শরৎ অমিয়কে জিজ্ঞসা করিল—"কিরে অমিয় কেমন লাগছে?

অমিয়র মোটের উপর জায়গাটা লাগিতেছিল মন্দ নয়, আর জর্জ্জ-টাউনের মত পরিষ্কার জায়গায় ভাল না লাগিবার কারণও ছিল না, বলিল "বেশ!"

"শুধু ছোট্ট একটু বেশ! তুই যে আমায় অবাক কর্লি অমিয়। অন্য সব সহরের গাদা গাদির তুলনায় এলাহাবাদ যে স্বর্গ! এমন গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থল, এমন চমৎকার রাস্তা, বাড়ী—"

বিপদ গণিয়া অমিয় শরৎকে বাধা দিয়া বলিল "চুপ্ কর শরৎ,—তোর কাব্যিটা একটু থামা ভাই! দেখ দেকি লোকে তোর দিকে কি রকম করে তাকিয়ে দেখ্‌ছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল "কই কোথায়?"

"অইত। সেরেছে রে এই দিকেই আসে যে।"

অমিয় ঠিকই বলিয়াছিল। দুইজন যুবক, একটী প্রবীণা মহিলা, ও একটী ষোড়শী যুবতী সত্যই সেই দিকে আসিতেছিলেন। যুবক দ্বযেব মধ্যে ছোটটী শরতের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে নমস্কাব করিল।

"শরৎবাবু যে! চিন্তে পাবেন?

শরৎ প্রথমতঃ চিনিতেই পারিল না, শেষে প্রতিনমস্কার কবিয়া কহিল "সুবিমল বাবু না?"

যুবক হাস্য করিয়া উঠিল "এতক্ষণে? তাওত দেখছি সন্দেহ আছে মনে।"

শরৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল "ক্ষমা কর্ব্বেন। কিন্তু আমি সত্যই আপনাকে চিন্তে পারিনি। আপনি ভয়ানক বদ্‌লে গেছেন।"

"ভয়ানক বদ্‌লে গিয়েছি? এত বদ্‌লে গিয়েছি যে দেখে ভয় হয়? কেন অসুর গোছের দেখতে হয়ে গিয়েছি নাকি?

কথায় শরৎ হারিবার পাত্রই নয়। একটা কথা ভুল বলিয়া ফেলি-লেও তাহা সারিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু দুইজন ভদ্র মহিলার সম্মুখে বেশী কথা বলা সে সঙ্গত মনে করিল না; সুতরাং শুধু বলিল "সত্যই অনেক বদ্‌লে গিয়েছেন। তারপর কবে এলেন?"

"আমি এখানে মাস দুয়েক আছি। আপনি কবে এলেন?"

"আজই।"

"আজই? ভালই হলো দেখা শোনা হবে।" বলিয়া শরতেব আরও নিকটে গিযা মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল "উনি কে শরৎ-বাবু?"

শরৎ অমিয়র পরিচয দিলে যুবক অমিয়কে নমস্কার করিল, অমিয়রও প্রতি নমস্কার করিতে বিলম্ব হইল না।

"আমার মা ও বোন কাল ভাগলপুর থেকে এসেছেন।—সঙ্গে উনি রয়েছেন মিষ্টার মুখার্জ্জি, মাযার সেন্ট্রাল কলেজের প্রফেসর।"

সুবিমলের মা নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সুবিমল শরতের পরিচয় করাইয়া দিল। শরতেব সহিত সুবিমলের আলাপ হইয়াছিল বর্দ্ধমানে। শরৎ কলিকাতা সিটী কলেজ হইতে বন্যা পীড়িতদের সাহায্য করিতে গিয়াছিল, সুবিমল গিয়াছিল ভাগলপুর কলেজ হইতে। সেখানে একত্র কাজ করিতে করিতে উভয়ের বন্ধুত্ব হয়। তাহার পর বৎসর খানেক উভয়ে উভযকে চিঠিও দিয়াছিল কিন্তু অধিক দিন তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।—

সুবিমলের মা শরতের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"সুবিমলের সঙ্গে আপনার বর্দ্ধমানে আলাপ হয়েছিল? ওর মুখে তো দিনকতক আপনার কথাই কেবল শুনেছি।"

উত্তর দিবার কিছু না থাকায় শরৎ চুপ করিয়া রহিল।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় উঠেছেন শরৎ বাবু?

শরৎ কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কন্যার নিকট কি শুনিয়া সুবি-

মলের মাতা বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, তাই তো! আপনারা আমাদের পাশের বাড়ীতেই উঠেছেন?"

অপর যুবক এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন, এইবার শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্মথ বাবু আপনার কেউ হ'ন?"

শরৎ উত্তর দিল "তিনি আমার মামা।"

হাতের সিগারেটে জোরে একটা টান দিয়া নাকে মুখে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে মিষ্টার মুখার্জ্জি বলিলেন—"তাঁহার সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট জানা শুনা আছে।"

বেলা হইয়া উঠিতেছিল, সুবিমলের মাতা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া পুত্রকে বলিলেন—"ফেরা যাক্ সুবিমল, বেলা হয়ে উঠ্‌লো।"

"চলুন মিষ্টার মুখার্জ্জি!" বলিয়া শরৎ ও অমিয়র দিকে চাহিয়া সুবিমল তাহাদেরও ডাকিল—"আপনারাও বাড়ী যাবেন তো?"

শরৎ অমিয়র মুখের দিকে চাহিল। অমিয়র যাইবার ইচ্ছা নাই ইহা সে তাহার মুখ দেখিযাই বুঝিতে পারিল। সুবিমলকে বলিল—"না আমরা আরও একটু পরে যাব সুবিমল বাবু!"

"আপনাদের বাড়ী আমি শীঘ্রই গিয়ে হাজির হচ্ছি শরৎ বাবু।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুবিমল মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া চলিয়া গেল।

অমিয় অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, যখন তাঁহাদের আর দেখা গেল না শরৎকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁরা বোধ হয় ব্রাহ্ম—না শরৎ?"

শরতের সুবিমলের সহিত আলাপ মাত্রই ছিল, তাহার পারিবারিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও তথ্যই তাহার জানাছিল না; তবুও তাহাকে

সে হিন্দু বলিয়াই জানিত। বলিল—"ব্রাহ্ম নয় বলেই তো জানতাম ;—এখন ব্রাহ্ম বলেই বোধ হচ্ছে।"

অমিয় একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল,—"হয়ত বা আজ কাল্‌কার না ব্রাহ্ম না হিন্দুদের দলেরও হতে পারেন।"

শরৎ কিন্তু অনুমানে ঐ সকল তথ্য নিরূপণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, বলিল—"শীঘ্রই যার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে তার জন্য মাথা না ঘামিয়ে চল্‌ আস্তে আস্তে বাড়ী ফেরা যাক্‌।"

তখন আর বিলম্ব না করিয়া দুই বন্ধু বাড়ী ফিরিল।

নবম পরিচ্ছেদ

শরতের মামার বন্ধু বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন বেশ, -শরৎদেব কোনও কষ্টই পাইতে হইল না। খাওযার পর বৈঠকখানায় একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া শবৎ পুরাণো 'প্রবাসীর' বাঁধানো একখানা খণ্ডের পাতা উলটাইতেছিল এবং অমিয আলমাবি কয়টার ভিতব হইতে মনেব মত একখানা বই বাছিতে ব্যস্ত ছিল, এই সময সুবিমল আসিয়া নিঃশব্দে একখানা চেযাব টানিয়া বসিয়া পড়িল।

"শরৎবাবু যে খুব নিশ্চিন্ত হযে পাঠে মনোযোগ দিযেছেন দেখছি ; কি ওটা ? প্রবাসী বুঝি ?"

শরৎ বা অমিয় দুজনের কেহই সুবিমলেব আসা জানিতে পারে নাই। হাতের প্রবাসী খানা টেবিলের উপব রাখিযা শযৎ বলিল—"খুব নিঃশব্দে ঢুকেছেন তো !"

সুবিমল হাসিতে লাগিল। অমিয আলমারি হইতে একখানা বই বাছিয়া ছিল, তাহাব হাত হইতে বইখানা সুবিমল চাহিয়া লইল, বলিল "কি বই ওখানা মশায ? রোল্যাণ্ড্ ইয়ক্ ! এখানা হেনরি উডের চ্যানিংসেব উপসংহার। আপনি চ্যানিংস্ পড়েছেন অমিয় বাবু ?"

"হাঁ, অনেক দিন আগে। তখন আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়্তাম।"

"আপনি খুব ইংরাজী নভেল পড়েন বুঝি ?"

অমিয় বাংলা ও ইংরাজী অনেকগুলি বই পড়িয়াছিল, কিন্তু স্বীকার করিল না, বলিল "না ; তেমন কই ?

"পড়িবার চর্চ্চা রাখা ভাল" বলিয়া সুবিমল শরতের দিকে চাহিয়া কহিল "শরৎবাবু এখানে কত দিন থাকৃছেন ?"

"বেশী দিন নয়, -জোর সাতদিন !"

"তারপর কি কলিকাতায় ফির্‌বেন ?"

"না, যাব পশ্চিমে , এখান থেকে আগ্রা ।"

সুবিমলের মুখে স্পষ্ট আনন্দের চিহ্ন ফুটিযা উঠিল। বলিল—"আগ্রা যাবেন ? তা হলে তো আমাদের সঙ্গীর অভাব বইলো না দেখ্‌ছি !"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল আপনারাঁও কি আগ্রা যাচ্ছেন না কি ?

হাঁ, আমবা আগ্রা থেকে দিল্লী জযপুর অনেক জায়গায় যাবো"

শরৎ তাহাকে জানাইল যে তাহারাও জযপুর 'প্রভৃতি স্থানে যাইবে।

"তবে তো সে গ্র্যাণ্ড্ হবে।" বলিযা সুবিমল উঠিযা দাঁড়াইল, কহিল, "আমি চল্‌লাম শরৎবাবু ? মাকে খবরটা জানাইগে। আপনাদেব খাওয়া হযেছে তো আমাদের ওখানে আসুন না।"

শরতের যাইতে অনিচ্ছা ছিল না। বিদেশে বেড়াইতে পরিচিত লোকের সঙ্গ যেমন স্পৃহনীয় বোধ হয দেশে তেমন হয় না। বলিল - "আচ্ছা আপনি চলুন আমরা খানিক পরে না হয যাচ্ছি।"

"না হয় নয। ঠিক আসবেন কিন্তু ?" বলিযা সুবিমল যেমন আসিযাছিল তেমনই বাহির হইয়া গেল—তাহার প্রায় আধঘণ্টা পবে শবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, অমিযকে বলিল—"চল অমিয় যাবি ?"

অমিয়র উঠিতে ইচ্ছা করিতে ছিল না ; বলিল—"বাড়ী গিযে কি হবে ? বেশী মাখামাখি করাটা কি ভাল ?"

শরত শ্লেষ বিজড়িত স্বরে কহিল—"কেন ? অভীজ্ঞ হয়ে উঠেছিস্ নাকি ?"

অমিয় দেখিল—শরতের দংশন প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে ; এখনই তাহাকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং আত্ম-সমর্পণ করাই সে যুক্তি সঙ্গত বোধ করিল !

সুবিমল একা তাহাদের বাহিব ঘরে বসিয়াছিল, বাহির হইতে শরৎ ডাকিতে উঠিয়া আসিল।

"আসুন শরৎবাবু! অমিয় বাবু you are thrice welcome."

শরৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন, অমিয বাবুর এত আদর কেন ?"

"যেহেতু, অমিয় বাবু নূতন পরিচিত হযেছেন। জানেন তো নূতন জিনিশের উপরই লোকে বেশী আদর করে। আসুন ভিতরে আসুন।"

শরৎ তাহার পিছনে আসিতে আসিতে বলিল—"অনেক জিনিষ নূতন ভাল বটে তবে পুরাণ জিনিষের ও আদর কম নয ;—তার মধ্যে বন্ধুত্ব একটী। বন্ধু নূতনেব চেযে পুবানোটাই ভাল।"

সুবিমল—কথাটা অস্বীকাব করিল না ; বন্ধুদের বসাইযা শরৎকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন লাগছে আপনাব এখানে শরৎবাবু ?"

শরৎ বলিল "বেশ সাজানো সহর।"

"লক্ষ্ণৌবের মত না হ'ক এলাহাবাদ সত্যই সুন্দর সহব, বিশেষতঃ এই শোবেতি বাগ অঞ্চলটা। দেখ্ছেন মিষ্টার মুখার্জ্জি এর মধ্যেই আলাপটা কি বকম পাকিযে ফেল্লাম।"

সকালে মিষ্টার মুখার্জ্জির পরিধানে কোট্ প্যাণ্ট ছিল, এখন তিনি বাঙ্গালীর বেশে আসিয়াছিলেন। সুবিমলের এই বন্ধু লাভ ব্যাপারটা

তাঁহার বোধ হয় প্রীতিপ্রদ বোধ হইল না, কিন্তু বাহিরে সেরূপ কিছু তিনি দেখাইলেন না; শরৎ ও অমিয়কে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের এলাহাবাদে এই প্রথম আসা?"

শরৎ উত্তর দিল—"হাঁ, আমরা দুজনেই এই প্রথম এসেছি।"

"এখানে এখন থাকবেন তো?"

শরৎ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুবিমল বলিল—"আমরা সঙ্গী পেয়েছি মিষ্টার মুখার্জ্জি।"

মিষ্টার মুখার্জ্জি তাহার কথাটা বুঝিতে পারিলেন না দেখিয়া সে আবার বলিল—"শরৎ বাবুরাও আমাদের সঙ্গে জয়পুর যাবেন।"

মিষ্টার মুখার্জ্জির মুখ খানা কালো হইয়া উঠিল। বলিলেন—"তুমি বুঝি এঁদের জোর:করে মত আদায় কর্লে?"

"তা কেন কর্ত্তে যাবো? অনুরোধ কর্ত্তেও হয়নি। এঁরাও জয়পুর যাবেন বলেই বেরিয়েছেন।"

"ওঃ" বলিয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে চাহিয়া মিষ্টার মুখার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন—"দুটো বেজে গিয়েছে যে!"

সুবিমলের বোন "দাদা" বলিয়া কিছু বলিবার জন্য বেশ উৎসাহভরে ঘরে ঢুকিতেছিল,অমিয় ও শরৎকে দেখিয়া তাহার সমস্ত চাঞ্চল্য উবিয়া গেল।

"কি রে নেলি?"

নীলিমা ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভ্রাতার প্রশ্নে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—"না,কিছু নয়।"

সুবিমল একটু হাসিয়া বলিল—"কিছু বল্‌তে তো নিশ্চয় এসেছিলি। হাতে ওটা কি?"

নীলিমার হাতে ছিল একখানা মাসিক পত্র, খানিকটা ইতস্ততঃ করিবার পর সেখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া নীলিমা ভিতরে পলায়ন করিল। মাসিক পত্রটির দশ বার খানা পাতা উল্‌টাইয়া সুবিমল কহিল "ওঃ—তাই।"

মিষ্টার মুখার্জ্জি সেখানা তাহার হাত হইতে লইলেন, দেখিলেন একটা গল্প, তাহার শেষে নাম আছে শ্রীমতী নীলিমা ব্যানার্জ্জি।

"নীলিমা দেখ্‌ছি যে গল্প লিখছে।"

সুবিমল একটু হাসিল।—"এই প্রথম লিখেছে," বলিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার কহিল "লিখেছে কিন্তু বেশ।"

মিঃ মুখার্জ্জি খান কয়েক পাতা উলটাইয়া মাসিক পত্রখানি একবার দেখিয়া লইলেন। "গল্পটা আমায় পড়তে দিও হে সুবিমল!" বলিয়া আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমি উঠি সুবিমল, একটু কাজ আছে; মাকে একটা কথা বল্‌বার ছিল তা তুমিই বলো।"—

সুবিমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন—"আজ পাটনা থেকে খবর পেলাম, আমার সেখানে যাবার আর দরকার নাই। তোমাদের সঙ্গে যেতে তাহ'লে আমার আর কোনও আপত্তি রইলো না।"

সুবিমল মহা আনন্দে কহিল—"বেশ হবে! যেমন সঙ্গীর অভাবের জন্য আমরা ভাবছিলাম তেমনি দেখ্‌তে দেখতে দলে বেশ পুরু হ'য়ে গেলাম দেখ্‌ছি।"

আর কোনও কথা না বলিয়া আবার একবার অপাঙ্গে শরৎ ও অমিয়র প্রতি চাহিয়া, মিঃ মুখার্জ্জি চলিয়া গেলেন।

"মিষ্টার মুখার্জ্জি সামাজিক লোক হতে আর পার্লেন না।"

সুবিমলের কথা মিঃ মুখার্জ্জির কানে গেল। কিন্তু তিনি কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না। শরৎ ও অমিয়র সম্মুখ হইতে ওরূপভাবে চলিয়া আসাটা যে অন্যায় হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন, কিন্তু তখন আব উপায় ছিল না।

অমিয় বুঝিল তাহাদের সহিত এই পরিচযটা মিষ্টার মুখার্জ্জির প্রীতিকব হয় নাই, সে শরতের মুখেব প্রতি চাহিল, দেখিল, শরৎ হাসিতেছে।

মিঃ মুখার্জ্জির আচরণে সুবিমলও একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইল। তিনি হযত বিশেষ কিছু ভাবিয়া এরূপ করেন নাই; তাহার এই নূতন বন্ধুদের প্রতি অপমান হয়ত, তাহার অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু তবুও কাজটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। ব্যাপারটা চাপা সে বলিল—"শরৎবাবু, চলুন আজ সব একসঙ্গে খুস্‌রুবাগের দিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্।"

অপরিচিত স্থানে বেড়াইবার সময পরিচিত সঙ্গী পাইতে কাহারও অনিচ্ছা হয় না। প্রস্তাবটায় শরৎ খুব সুখী হইল, বলিল,—"বেশ তো! কখন যাবেন?"

"পাঁচটার সময়, কি বলেন?"

"সেই ভাল; আমরা এখানেই আস্‌বো" বলিতে বলিতে শরৎ অমিয়র সহিত রাস্তায় আসিযা দাঁড়াইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এই ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত বেশী মেলা মেশা করা অমিয় যেমন পছন্দ করিতেছিল না, পাকে চক্রে তাহাকে তেমনই ইহাদের সহিত বেশই জড়াইয়া পড়িতে হইতেছিল। ইহাতে সে শরতের উপরই রাগিতেছিল অথচ তাহারও যে বিশেষ কোনও দোষ ছিল তাহা নয়।

অমিয় যে তাহাদের সহিত তেমন ভাবে মিশিতে চাহে না ইহা সুবিমলও লক্ষ্য করিল। তবুও কিন্তু সে তাহাকে রেহাই দিল না। অমিয় যত পাশ কাটাইতে চাহিত, সুবিমলও ততই তাহাকে জোর করিয়া গ্রেফ্‌তার করিত। মিঃ মুখার্জ্জি ব্রিজ্‌ খেলিতে পারেন না সুতরাং অমিয়কে না পাইলে তাহাদের খেলা জমে না।

আগ্রা যাইবার দিন ঠিক হইয়া গিয়াছিল। সুবিমল যখন শুনিল অমিয় শুধু আগ্রা পর্য্যন্ত যাইবে, তখন সে তাহার সহিত তুমুল বাদ প্রতিবাদ লাগাইয়া দিল। শেষে বলিল—"অমিয়বাবুর আমাদের সঙ্গে জয়পুর পর্য্যন্ত অন্ততঃ যাওয়া চাই-ই।"

অমিয় ইহাতে কোনও উত্তর দিল না, বুঝিল এরূপ স্থলে চুপ্‌ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহাকে মৌন দেখিয়া সুবিমল নিজের অনুরোধ রক্ষা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইল।

আগ্রা যেদিন যাইবার কথা সেইদিন সকালে শরৎ ও অমিয়কে সুবিমল নিজের চায়ের টেবিলে ধরিয়া আনিয়াছিল। নীলিমা চা

পরিবেশন করিতেছিল, অমিয়র সম্মুখের পেয়ালার চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল,—"আমাদের সঙ্গ অমিয়বাবুর আদবেই ভাল লাগে না—না?"

কথাটা একেবারে সত্য,—অমিয় মনে মনেই স্বীকার করিলেও কিন্তু মুখে বলিতে পারিল না। নালিমার কথায় নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে স উত্তর দিল,—"না না, তা কেন?" কথা বলিবার সময় তাহার কানের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার এই তথাকথিত অখ্যাতি দূর করিতে অমিয় সাধ্যমত ইহাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহাতেও আবার এক বিপদ উপস্থিত হইল।

অমিয়র প্রতি নীলিমার একটা স্পষ্ট টান সকলেরই চোখে পড়িতে লাগিল। অমিয় ইহা অবশ্য চাহে নাই, বরং সে সাধ্যমত নীলিমার সাহায্য এড়াইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। নীলিমা তাহার অতিরিক্ত অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং অমিয়র পাশ কাটাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাহাকে সে সুযোগ দিত না। কখনও বা নীলিমা অমিয়র প্রতি অভিমান লইয়া থাকিত, তখন অমিয়কেই আবার ব্রীজ্ খেলিবার জন্য তাহাকে সাধিতে হইত। কয়দিন খেলিয়া দুপুর বেলা তাস খেলাটা চারিজনেরই একটু নেশার মত হইয়া পড়িয়াছিল, আর নীলিমাকে না লইয়া অমিয়র খেলাও জমিত না,—দুইজনে খেলার pair হইত ভাল।

ইহাতে অবশ্য আর কাহারও কিছু বোধ হইল না, চোখ টাটাইল কেবল মিঃ মুখার্জ্জির। একদিন স্পষ্টই সুবিমলের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

"আমাদের সমাজের এটা কিন্তু বড় একটা খারাপ প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে সুবিমল।"

মিঃ মুখার্জ্জি যে সামাজিক কথা লইয়া মাথা ঘামান সুবিমলের তাহা জানা ছিল না। সে তাঁহাকে নীরস ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাই করিতে দেখিতে পাইত, সুতরাং এই কথায় বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি খারাপ?"

"এই অবিবাহিতা মেয়েদের অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সঙ্গে বেড়ানটা।"

সুবিমল বুঝিল গলদ কোন খানে। বৈকালে সুবিমল নীলিমাকে ও তাহারা যাঁহাদের বাড়ীতে উঠিয়াছিল, তাঁহাদের চারিটী ছেলেমেয়েকে লইয়া শরৎ ও অমিয়র সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ফিরিবার সময় সুবিমল ও শরৎ ছেলে মেয়েদের লইয়া একটু আগাইয়া পড়িয়াছিল, অমিয় ও নীলিমা পশ্চাতে আসিতেছিল। শরতের বাড়ীতে প্রয়োজন ছিল, অমিয় আসিলে তাহাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে বলিয়া সে চলিয়া গেল। মিঃ মুখার্জ্জি সুবিমলের মাতাকে লইয়া তাঁহারা এক বন্ধুর নিকট গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখেন সুবিমল বা নীলিমা কেহই বাসায় নাই। তাহার পর, সুবিমলকে ছেলেমেয়েদের লইয়া একা ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল।

মিঃ মুখার্জ্জির উপর সুবিমল কয়েক দিন হইতে একটু একটু করিয়া চটিতেছিল, তাহার বন্ধুদের প্রতি তাঁহার ব্যবহারটা একেবারেই ভদ্র-জনোচিত হয় না ইহা সে তাঁহাকে আভাসে অনেক বার জানাইয়াছে, কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। শরৎ ও অমিয়র

সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে নীলিমার ইহাদের উপর আসক্তিটা তাহার বড়ই চক্ষু-পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছিল।

মিঃ মুখার্জ্জির কথায়—সুবিমল শুষ্ক বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল—"অজ্ঞাত-কুলশীল তা বলে তো আর যাকে তাকে বলা যায় না। এই যেমন আপনি তো আর অজ্ঞাত-কুলশীল হতে পারেন না"

সুবিমলের কথায় মিঃ মুখার্জ্জি আশ্চর্য্যে কহিলেন—"আমি অজ্ঞাত-কুলশীল!"

"না, তা, আমি বল্‌ছি না; আমি মাত্র অনুমানের কথা বল্‌ছি। আপনার কথা আমি যে বুঝিনি তা' নয়, তবে শরৎবাবু বা অমিয়বাবুকেও আমি অজ্ঞাত-কুলশীল বল্‌তে পারি না।"

সুবিমলের আজ বেশ রাগ হইয়াছিল, ইচ্ছাও হইতেছিল লোকটিকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দেয়, কিন্তু আর কিছু বলিল না।

মিঃ মুখার্জ্জিও কথাটা চাপা দিতে ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন—"না, আমি অমিয়বাবুর কথা—"

কথাটা শেষ হইল না, অমিয় ও নীলিমা সশব্দে প্রবেশ করিয়া ঘরের নিস্তব্ধতাটাকে দূর করিয়া দিল।

"আমার আজ নিতান্ত সৌভাগ্য দেখ্‌ছি যে!"

ইতঃপূর্ব্বেকার গ্লানিকর কথা বার্ত্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সুবিমল অমিয়র দিকে চাহিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে অমিয়বাবু?"

কে আজ মিঃ মুখার্জ্জি আমার মত একজন নগণ্য লোকের কথা নিয়ে আলোচনা কর্চ্ছেন।"

সুবিমলের মুখ খানা আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। অমিয় ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছিল, মিঃ মুখার্জ্জির দিকে একবার চাহিয়া সুবিমলকে বলিল—

"শরৎ চলে গেল বুঝি? একটু দাঁড়াতে পার্লে না ইডিয়ট্‌টা! আমিও তাহ'লে আসি সুবিমলবাবু।"

সুবিমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"কাল একটু সকালে আসবেন।"

ঘাড় নাড়িয়া অমিয় সত্বর পদে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত পথটা অমিয় তাহার জীবনের এই নূতন দিনগুলার কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিল। এলাহাবাদেই এই ব্রাহ্মপরিবারের সহিত আলাপ; তাহার পর, তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাদের সহিত কয়দিনের মধ্যে এই সুদৃঢ় বন্ধুত্ব বন্ধন সমস্তই যেন কোন এক অজ্ঞাত অলৌকিক শক্তির কর্ম্ম বলিয়া বোধ করিল। নীলিমার সঙ্গ সাধ্যমত এড়াইতে চেষ্টা করার পরও তাহার আনুগত্য দর্শনে অমিয়র ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি একটু স্নেহ আসিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর সুবিমল ও তাহার মাতার সস্নেহ ব্যবহারে সে এই পরিবারের একজন না হইয়া পারে নাই। আজ মিঃ মুখার্জ্জির আচরণে তাহার সমস্ত চিত্ত আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কেন সে নিজের দৃঢ়তা রাখিতে পারে নাই? যদি সে জোর করিয়া ইহাদের নিকট হইতে তফাতে থাকিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে তো সে আর মুখার্জ্জির ক্রোধের কারণ হইত না। কিন্তু নিজের উপর রাগ তাহার যতটা হইতেছিল মুখার্জ্জির উপর তাহার চেয়ে বেশী হইতেছিল। সে জানিত নীলিমার উপর তাঁহার দুর্জ্জয় লোভ আছে; কিন্তু সে-ও তো নীলিমাকে খাইয়া ফেলিতেছে না। সে নীলিমাকে অবশ্য একটু স্নেহ করে; কিন্তু সে তো আর মিঃ মুখার্জ্জির সহিত প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধিতে যাইতেছে না। তবে কেন তাহার এ গাত্রদাহ?

শরৎ বৈঠক খানায় বসিয়াছিল ; অমিয় ঘরে ঢুকিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে অমিয় ?"

অমিয় কোনও দিকে না চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—"আমায় কাল-কেই যেতে হবে।"

অমিয়র সহসা এই চিত্ত বিপর্য্যযের কারণ শরৎ বুঝিতে পারিল না, বলিল—"কি হয়েছে কি ? তোর মুখ চোখ লাল কেন ?"

অমিয় মৌন হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চেয়ারে বসিযা রহিল, তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিল—"তোর জন্যেই তো শুধু আমায় ওদের সঙ্গে মেলা মেশা কর্ত্তে হযেছে আর সেই জন্যই না মুখার্জ্জির চক্ষুশূল হয়েছি।"

শরৎ নিশ্চিন্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মুখার্জ্জি কিছু বলেছে বুঝি ?"

অমিয় সে কথার উত্তর দিল না, শুধু বলিল,—"কাল 8 down এ আমার যাওয়া চাই।"

তাহার অনেকক্ষণ পরে, একটু একটু করিয়া শরৎ অমিয়র নিকট হইতে ব্যাপারটা জানিয়া লইল।

"তা' মুখার্জ্জির আর দোষ কি বল্ ? নীলিমাকে সে ভালবাসে —"

অমিয় ক্রুদ্ধস্বরে বাধা দিযা বলিল,—"ভালবাসে তো একেবারে মাথা কিনে নিয়েছে। আমি তো বাঘ ভাল্লুক নই যে তার নীলিমাকে খেযে ফেল্‌বো।"

শরৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমিয়র ভিতর পর্য্যন্তই যেন দেখিয়া লইল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠিক মন থেকে একথা বল্‌ছিস্ তো অমিয় ?"

অমিয় সাশ্চর্য্যে কহিল—"তার মানে ?"

শরৎ অমিয়কে বুঝিল; বলিল; "আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু—অমিয়—তুই কি কাণা ?"

"কেন ?"

"একটা সাদা কথা তুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছিস না ?"

অমিয় সত্যই বুঝিতেছিল না; বলিল—"কি ?"

শরৎ চট্ করিয়া কথাটা বলিতে পারিল না; অনেকক্ষণ পরে বলিল—"নীলিমার তোর উপর কতখানি টান আছে তা, জানিস্ ? এর মানে কি বুঝিস্ না ?"

অমিয়র চক্ষের উপর হইতে ভুলের পর্দ্দাটা সরিয়া গেল; এতক্ষণে সে মিঃ মুখার্জ্জির গাত্রদাহের কারণ বুঝিতে পারিল। নীলিমা তাহার প্রতি যতই আকৃষ্ট হইতেছিল, মুখার্জ্জি ততই তা'ই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত অপরাধ তো তাহারই, সেই তো নীলিমাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। আজ সে বালিকা আপনাকে কতখানি হারাইয়া বসিয়া আছে, ইহার জন্য দোষী যে সেই-ই! অথচ সে তাহাকে কি প্রতিদান দিতে পারিবে ?

অমিয় বলিল "আমায় কালকেই যেতে হবে।"

শরৎও কিছু ভাবিতেছিল অমিয়র কথায় শুধু বলিল—"বেশ।" পরে কহিল, "আর শরৎ, আমার পরামর্শ যদি শুনিস্ ভাই তাহ'লে ওদের সঙ্গটা পারত পক্ষে এড়াতে চেষ্টা করিস।"

শরৎ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া অমিয়

আবার বলিল—"আগুণকে বিশ্বাস নেই। আগুন নিয়ে নাড়া চাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে একটু অসাবধান হলেই পুড়্‌তে হবে।"

সকালে উঠিয়া অমিয় একবার ভাবিয়া লইল, সুবিমলদের বাড়ী যাইবে কি না। অনেক চিন্তার পর অবশেষে যাওয়াই স্থির করিয়া সে শরৎকে ডাকিল—"চল্ শরৎ একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"তুই কি আজ সত্যিই যাবি—অমিয় ?"

"সত্যি না তো কি মিথ্যা ?" বলিয়া বন্ধুর হাত ধরিয়া অমিয় বাহির হইয়া পড়িল।

সুবিমলদের চায়ের টেবিলে সেদিন বেশ ভিড়। গৃহস্বামী, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কন্যারা এবং সুবিমল তাহার মাতা মিঃ মুখার্জ্জি ও নীলিমা তো ছিলই, তাহা ছাড়া আর তিনজন বাহিরের লোকও ছিলেন। মুখার্জ্জি গৃহস্বামীর সহিত বেশ প্রফুল্ল ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, শরৎ ও অমিয়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রফুল্ল ভাবটুকু একেবারে মলিন হইয়া গেল।

"এস হে অমিয়, শরৎ, একটু দেরী হয়ে গেছে তোমাদের।"

গৃহস্বামীর কথায় শরৎ একটু লজ্জিত স্বরে জানাইল যে আলস্য করিয়াই তাহারা এই দেরী টুকু করিয়াছে।

"ইয়ং মেন তোমরা, তোমাদেরই তো বেশী চট্‌পটে হওয়া দরকার। দেরে নীলিমা শরৎবাবু অমিয়বাবুকে চা দে।"

চা ফুরাইয়া গিয়াছিল। অমিয় বুঝিল, বলিল—"না-না, আমরা চা আর খাবনা।" তাহার পর সুবিমলের কাছে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল "সুবিমলবাবু আমি আজ রওনা হলাম।"

সুবিমল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"সে কি? আপনি জয়পুর পর্য্যন্ত যাবেন কথা ছিল।"

"না, আমার সময়ে কুলোবেনা সুবিমলবাবু! ফেরবার সময় আমার একবার কাশী হয়ে যেতেই হবে।"

সুবিমল সত্যই দুঃখিত হইল, বলিল,—"আমাদের কথাটা রাখ্‌লেন না অমিয়বাবু!"

"ঐটা আমায় ক্ষমা কর্ব্বেন, আমার উপায় নেই। থাক্, বেঁচে থাকি আবার দেখা নিশ্চয় হবে। আপনাদের এ কয়দিন কত রকমে বিরক্ত করি না।"

মুখার্জ্জির মুখের ভাব বদলাইতেছিল, অমিয়র নিকট আসিয়া বলিলেন "আপনি কি আজ ফির্‌ছেন, অমিয়বাবু?"

"কি আর কর্ব্বো বলুন? আপনারা থাকৃতে দিলেন-না।" কথাটা বলিয়া অমিয় মুখার্জ্জির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা দেখিবার মতই হইয়াছে। অমিয় অবশ্য মুখার্জ্জির সহিত বিবাদ করিতে আসে নাই; সুতরাং কথাটা উলটাইয়া লইল, "আমার শীঘ্র ফেরা নিতান্ত দরকার; তা নইলে আরও দিনকতক থাকৃতাম্।"

সুবিমল অমিয়কে মুখার্জ্জির সহিত কথা কহিতে দিল না। "আসুন অমিয়বাবু, পাশের ঘরটায় বসি। শরৎবাবু আসুন।"

ঘরে গিয়া বসিবার পর সুবিমল অমিয়কে বলিল "আপনি বড় হঠাৎ চলে যাচ্ছেন, অমিয়বাবু?"

শরৎও তাহাতে সায় দিয়া বলিল "আমিও ত তাই বল্‌ছিলাম্।"

অমিয় কিন্তু সেই একই উত্তর দিল "কি কর্ব্ব বলুন উপায় নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর সুবিমল সহসা জিজ্ঞাসা করিল "একটা কথার ঠিক উত্তর দিবেন অমিয়বাবু ?"

"বলুন।"

"আমাদের এখানকার কারও কোনরকম ব্যবহারে আপনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।"

অমিয় বলিল 'না।' তাহার মুখেও সেরূপ কোনও চিহ্ন না দেখিয়া সুবিমল আশ্বস্ত হইল। মুখার্জ্জির ব্যবহারে ইহারা তবে কিছু মনে করে নাই।

"কিন্তু আর দু'দিন থেকে গেলে হ'ত না, অমিয়বাবু ? আমরাও জয়পুর যেতাম, আপনিও কাশী যেতেন।"

অমিয় ঘাড় নাড়িল, তাহার থাকা হইতে পারে না।

নীলিমা ঘরে ঢুকিয়াছিল, অমিয়র সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "অমিয়বাবু আজ নাকি চলে যাচ্ছেন ?"

অমিয় বলিল—"হাঁ।"

"তবে যে শুনলাম আপনারা জয়পুর পর্য্যন্ত যাবেন।"

অমিয় জানাইল শরৎ যাইবে, তাহার যাওয়া হইবে না।

"আপনিও চলুন না কেন।"

"আমায় শীঘ্রই ফির্ত্তে হবে ; কলেজ খুলে এলো যে।"

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল ;—অমিয় সত্যই চলিয়া যাইবে।

"তারপর আমাদের চিঠি দেবেন ত অমিয়বাবু ? ভুলে যাবেন না ?"

সুবিমলের কথায় অমিয় হাসিয়া উঠিল।—"ভোলাটা কি নিতান্ত

সহজ কথা সুবিমল বাবু ?' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে আসিয়া সকলের সহিত বিদায় সম্ভাষণ করিল।

"বেশ ছেলে, খাসা ছেলে। দেখ্‌তে যেমন সুন্দর স্বভাবটি ও তেমনই মধুর।"

গৃহস্বামীর কথায় তাঁহার স্ত্রী ও সুবিমলের মাতা উভয়েই সায় দিলেন। মুখার্জ্জি নীরবে বসিয়াছিলেন, মনে মনে আজ তিনিও ইহা স্বীকার করিলেন,--না করিবার কারণও কিছু ছিল না।

সুবিমল ও নীলিমা বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত শরৎ ও অমিয়র সহিত চলিল। শরৎ রাস্তার উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অমিয়ও যাইতেছিল, নীলিমা বাধা দিয়া তাহার ডান হাত খানা নিজের দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল--"ভুলে যাবেন না অমিয়বাবু ?" অমিয়র মাথা গুলাইয়া গেল,—এরূপ অবস্থায় সে জীবনে কখনও পড়ে নাই। যে মোহের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেছে আজ যে তাহা প্রবলতর হইয়া আসিতে চাহে। শুধু ঘাড় নাড়িয়া অমিয় বাড়ীর দরজা হইতে পথে নামিয়া দাঁড়াইল।

সুবিমল বলিল—"ষ্টেশনে যাবার সময় আমায় ডাক্‌বেন শরৎবাবু।"

"আচ্ছা" বলিয়া শরৎ বাড়ীর পথে চলিল অমিয়ও তাহার অনুগমন করিল। কানে তাহার তখনও নীলিমার বিদায় বাণী বাজিতেছিল, মনের খাতায় সে কথা আরও স্পষ্ট হইয়া লেখা রহিল—"ভুলিবেন না—ভুলিবেন না।" ভোলা কি মানুষের হাত ? সে যে কত কথা কত যত্নে ভুলিতে চায়, কিন্তু সে সব কথা তবু ও তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া থাকে

কেন ? মানুষের জীবন একটা ভুলের বাঁধন,• ভার প্রতি পাকে কত খানি ভুলই না জড়ানো থাকে, জীবন কত ভুলই না সে করে, কিন্তু তবু যে ভুলে সুখ আছে, সে ভুল সে করিতে পারে না। জীবনের এ প্রহেলিকার সমাধান কে করে ?”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অমিয় যখন জগদীশবাবুর বাড়ীর দরজায় গিয়া পঁহুছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাহির হইতে অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক বয়সিনী রমণী আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল—"কে ?"

অমিয় ইহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, জগদীশবাবুর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহার উপরই ছিল। অনাথা ব্রাহ্মণ বিধবা বলিয়া জগদীশবাবু ইহাকে এই বাটীতে স্থান দেন, বাড়ী ভাড়া দিয়া যাহা আয় হইত তাহাও ইনিই পাইতেন।

অমিয়কে দেখিয়া স্ত্রীলোকটিও চিনিলেন, বলিলেন—"বাবু তো বাড়ী নেই।"

"তিনি কি এখানেই নেই ?"

"তা থাকবেন না কেন ? শোভাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছেন এখনও ফেরেন নি।"

উপর হইতে বামা-কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে গা মাতুর মা ?"

"বাবুকে খুঁজতে এয়েছেন।"

অমিয় আশ্চর্য্য হইল—আবার কে কথা কয় ? আর কোনও স্ত্রীলোক এখানে যে থাকেন তাহা সে জানিত না, জিজ্ঞাসা করিল—"উনি কে ?"

"শোভার মাসী হ'ন। আজ কদিন হলো এ বাড়ীতে এসেছেন।"

জগদীশবাবু শোভাকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, অমিয়কে ও মাতুব মাকে কথা কহিতে দেখিয়া বলিলেন—"কে ?" অমিয় তাঁহাকে নমস্কাব করিল। শোভা চিনিতে পারিযা সাহ্লাদে কহিল—"অমিয দাদা বুঝি ? আমবা বোজই ভাবি আপনি কবে আসবেন। অনেকক্ষণ এসেছেন ?"

অমিয জানাইল যে সে খানিকক্ষণ মাত্র আগে আসিযাছে।

"এস, এস, উপবে এস।" বলিয়া তাহাব হাত ধবিযাই প্রায জগদীশবাবু তাহাকে উপবে লইয়া গেলেন।

মোটেব উপব অমিয আসায জগদীশবাবু যথার্থই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাব ন্যায লোকেব পক্ষে গল্প কবিবাব জন্য একজন লোক পাওযা বড কম নয। অমিযব সহিত তাঁহার নানা বিষযে আলোচনা হইত, বেশী ভাগই অমিয় চুপ কবিযা শুনিযা যাইত। শোভাও মধ্যে মধ্যে এই আলোচনায যোগ দিত। জগদীশবাবু শোভাকে তাহাব বযসেব তুলনায যথেষ্ট শিক্ষা দিযাছিলেন, বাঙ্গালা, ইংবাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী চাবিটি ভাষায সে বেশ একটু জ্ঞান লাভ কবিযাছিল। অমিয তাহা দেখিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাহাব বাঙ্গালা ভাযা শিক্ষা সম্বন্ধে জগদীশবাবুকে বলিল—"শোভাকে আপনি বাঙ্গালা শেখালেন কেমন কবে ? বেহাবে ছোট গ্রামেব মধ্যে থেকে এতটা বাঙ্গলা শেখা আশ্চর্য্য। সেখানে তো আব কোনও বাঙ্গালী নেই ?"

"একঘব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আমি গ্রামে বসিযেছি। শোভা তাঁদেরই কাছে বাঙ্গালা শিখেছে—ওকে বইও আমি যথেষ্ট দিয়েছি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জগদীশবাবু যে ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হ'ন তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, বালিগ্নার নিকট একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জমিদারীও ছিল—তাঁহার মৃত্যুর পর জগদীশবাবু সেই সমস্ত বিষয় পা'ন। বৃদ্ধের সঞ্চিত অনেক অর্থ ছিল, জগদীশবাবু তাহা দ্বারা জমিদারীর সৌষ্ঠবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভালরূপ পথ ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি একটী মাইনর স্কুল ও একটি ছোট চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামটিকে বেশ সম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। ক্রমে ক্রমে সব জানিতে পারিয়া এই নীরব কর্ম্মী ভদ্রলোকের উপর অমিয় বড়ই শ্রদ্ধাবান হইল।

কাশীতে আসিবার তৃতীয় দিন সকালে অমিয় দোকান হইতে এক-জোড়া কাপড় কিনিয়া আনিল। কাপড় বিলাতী মিলের ধোয়া; দাম লইয়াছিল ছয় টাকা পাঁচ আনা। জগদীশবাবু দাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন;—"দেখতো এসব ব্যাপার; এক জোড়া সাধারণ কাপড়ের দাম প্রায় সাড়ে ছ'টাকা, লোকে পরবে কি?

অমিয় জানাইল কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যার কয়েকটা বিবরণ সে খবরের কাগজে পড়িয়াছে।

জগদীশ বাবু কহিলেন,—"অগত্যা তাই কর্ত্তে হয়। —কি করবে বল? যে দেশে টাকায় ছয় মন চাল বিকিয়েছে—সেই দেশে দশ টাকা মন চাল হয়েছে; তারপর অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষও সেই অনুসারে মহার্ঘ হয়েছে। এতে আর লোকের বেঁচে থাকা কি করে চলে?

অমিয় কহিল,—"বেঁচে আছে কই? প্লেগ' ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা এত বাধা অতিক্রম করে কি দেশের লোক

বেঁচে থাক্‌তে পারে? তবে নিজেদের হাতে শাসনভার এলে অনেকটা ঠিক হয়ে যায়।"

জগদীশবাবু উত্তর দিলেন,—"লক্ষণ তো দেখছি না। দেশের লোক আত্মহত্যা কর্চ্ছে—আত্মরক্ষার চেষ্টা তার কই? আগে ভিতরের সংশোধন কর পরে বাইরের দিকে তাকিও। দেশের সর্ব্বনাশ তো দেশের লোকেই করে! এই ধর ঘীতে সাপের চর্ব্বি মেশায় কারা? তেল বিষাক্ত করে কারা? ময়দায় পাথরের গুঁড়ো কি সরকারের লোক এসে মিশিয়ে দেয়? হতভাগা লোকগুলো ভেবে দেখেনা এতে তারা নিজেদেরেই সর্ব্বনাশ করছে।

"তারপর দেখ বেঁচে থাকবার চেষ্টা কারও নেই। গ্রামের লোকেরা নিজের নিজের গ্রামের উন্নতি চেষ্টা কল্লেই সব সমস্যার শেষ হযে যায়, সে দিকে কারও দৃষ্টি নেই। মাম্‌লা বিবাদ আর গলাবাজিতেই ব্যস্ত! আমার গ্রামে, আমার সামান্য শক্তিতে যতটা সাধ্য আমি করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছি, সেখানে কেউ নিরক্ষর লোক দেখতে পাবে না। তারা চাষ বাস বেশ করে, খাওয়া পরার কষ্ট নেই। অধিকন্তু নিজেদের পেট ভরিয়ে তারা বালিয়ায়, বক্সারে গিযে অনেক জিনিষ বিক্রীও করে। সেখানকার জিনিষে ভেজাল পাবে না। তার পর ধর আমাদের ওখানে তুলোর চাষ আছে, আকের চাষ আছে, পাটের চাষ যা আছে তা গ্রামের লোকের কাজে লেগে বছরে তাদের ঘরে কিছু টাকাও আনে। বালিয়ায় চিনির কল আছে, আমাদের চিনির ভাবনা নেই। পনর ঘর জোলা

আছে মোটা কাপড় তারা দরকার মত সব দেয়। এরকমও তো সকলে সাধ্যমত চেষ্টা কর্ত্তে পারেন। তা কেউ করেন ?”

করিবে কে ? দেশে মানুষ থাকিলেত করিবে। দেশের বড় লোকেরা গলাবাজি করিতে পটু, কাজ করিতে কেহই, চেষ্টা করেন না।

ভিতর হইতে শোভার মাসীমা তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—“ও শোভা, তোর বাপকে নেয়ে টেয়ে নিতে বলনা ! ভাত যে শুখিয়ে উঠ্‌ছে।”

তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে জগদীশবাবুর কথা আপনিই বন্ধ হইয়া গেল, শোভাকে আসিয়া আর জানাইতে হইল না।

“বেলা হয়ে গেল বাবা, আজ বাড়ীতেই কি নাইবেন ?”

কন্যার কথায় জগদীশবাবু আরও অপ্রস্তুত হইলেন। এই অতি সরল বৃদ্ধ নিজে জীবনে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, সেই জন্য পরকে কষ্ট দিতে তিনি চাহিতেন না। শোভার কথায় তা'ই লজ্জিত হইয়া বলিলেন—“তাই তো, গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে বড় বেলা করে ফেল্‌লাম শোভা ! তোর মাসীমার কষ্ট হলো। তা' আমরা গঙ্গাতেই যাই, চট্‌ করে নেয়ে আস্‌ছি ;—দেরী হবে না। তুই খেয়েছিস্ ?—খেয়ে নে, খেয়ে নে, বেলা হয়ে গেছে।” বলিয়া কন্যাকে তাড়া দিয়া অমিয়কে লইয়া জগদীশবাবু গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শোভার এই মাসীটি আসিয়া যেমন অতর্কিত ভাবে ঘাড়ে চাপিলেন তেমনই অতর্কিত ভাবে তাঁহার আগমনের গুরুত্বটাও ইঁহাদের জানাইয়া দিলেন।

প্রতিপালক ব্রাহ্মণ জমিদারের মৃত্যুব পর তাঁহারই একটা প্রাপ্য অর্থের বন্দোবস্ত করিতে জগদীশবাবু আঠারো বৎসর আগে কয়েক দিনের জন্য একবার কাশী আসিয়াছিলেন। সেই সময় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারের পরিচিত কয়েক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনুরোধে ও নিজের স্বাভাবিক মমতায় তিনি এক অনাথা বৈদ্য বালিকাকে আশ্রয় দেন। বালিকার পিতা—তাঁহারই মত জ্ঞাতিদের অত্যাচারে—দুইটি কন্যাকে লইয়া কাশীতে আসেন। জ্যেষ্ঠার কোনও রূপে বিবাহ দিয়া সহসা একদিন তিনি মারা যা'ন। কনিষ্ঠা কন্যাটি পিতার এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর গৃহে অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছিল, সেই সময় জগদীশবাবু তাহার পিতৃবংশে কোনও রূপ দোষ নাই জানিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। আর এই বিবাহ করিয়া জগদীশবাবু একদিনও অনুতাপ করেন নাই।

এইবার কাশী আসিয়া জগদীশ বাবু একদিন জানিতে পারেন তাঁহার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিধবা হইয়া কাশীতে আছেন। সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার অনুসন্ধান করেন। তাহার পর সুবিধা বুঝিয়া ভগিনীর কন্যার তত্ত্বাবধান করিতে মনস্থ হইয়া শোভার মাসী ভগিনীপতির গৃহে

স্থায়ী আসন খুঁজিয়া লইলেন। জগদীশ বাবুও ইহাতে অমত করিবার কিছু দেখিলেন না।

শোভাও প্রথমে বড় গ্রাহ্য করে নাই, বরং মাসীকে পাইয়া একটু খুসীই হইয়াছিল। কিন্তু তাহার হিতেচ্ছায় মাসী তাহার যে আমূল সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন তাহাতে তাঁহার উপর তাহার ভক্তি বেশী দিন স্থায়ী হইল না। শোভা চিরকাল বেহারে থাকিয়া আসিয়াছে, পিতার ব্রাহ্মণ ম্যানেজার দেবেন্দ্র বাবুর পরিবারের লোক জন ছাড়া অন্য বাঙ্গালীর সংস্রবেও সে আসে নাই, কাশী আসিবার পূর্ব্বে একবার হরিহর ছত্রে মেলা দেখিতে যাওয়া ভিন্ন তাহাদের গ্রামের বাহিরেও সে যায় নাই; সুতরাং তাহার মধ্যে বাঙ্গালী মেয়ের স্বাভাবিক অনেক দোষ গুণ ছিল না। মাসীর চক্ষে অবশ্য ইহা ভাল লাগিল না; একদিন জগদীশ বাবুর আশ্রিতা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ বিধবার নিকট ভগিনী-কন্যার সম্বন্ধে নিজের ধারণাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—"মেয়ে যেন কেমন ধারা হয়েছে বাপু! বাঙ্গালীর মেয়ের অমন খোট্টাই রকম কেন?"

যাহাকে বলা হইল তাঁহার উভয় সঙ্কট। কথাটাকে সমর্থনও করিতে পারেন না প্রতিবাদও করিতে পারেন না, বলিলেন, "কিন্তু শোভা আমাদের বড় ঠাণ্ডা মেয়ে।"

মাসী ঠোঁট উল্‌টাইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—"হাঁ, ঠাণ্ডা না আরও কি! মেয়ের মরদানিই বা কত!! রাত দিন তো নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছেন!!!"

কাজে কাজেই শোভার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। জীবনে সে কখনও তিরস্কৃত হয় নাই, মাসীর নিকট পদে পদে বকুনি খাইয়া তা'ই প্রথম কয়

দিন সহ্য করিয়া, অবশেষে সে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল; মাসীও অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মাসীর অভিসন্ধি ছিল অন্যরূপ, ঔষধ খাটিল না দেখিয়া ক্রমে ভোল ফিরাইলেন, শোভাকে কয় দিন আর কিছু বলিলেন না।

এই সময় অমিয় আসিয়া পড়িল। অমিয়র আসাটা মাসীর মনঃপূত হয় নাই; একটা অনাত্মীয় 'ছোঁড়াকে' এই ভাবে বাড়ীতে রাখা——বিশেষ যেখানে 'সোমত্ত' মেয়ে আছে—তাঁহাব চক্ষে বডই বিসদৃশ ঠেকিল। ইহার উপর যখন অমিযব প্রতি শোভাব একটা টান তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তিনি আর আত্মদমন কবিতে পাবিলেন না। "শোভা; ও শোভা!"

শোভা sign of the Cross বইখানা সম্মুখে বাখিয়া অমিযর সহিত Marcusএর হৃদয় বৃত্তির ক্রম বিকাশের আলোচনা কবিতেছিল, মাসীর আহ্বানে নিকটে গিযা বলিল—"কি মাসী মা?"

মাসীমা তখন বিশদরূপে—অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে তাহার মত বয়সের মেয়েব ওরূপভাবে একজন অজানা ছোঁড়ার ঘাড়ে পড়াটা বড়ই দোষনীয।

শোভা রাগিয়া উঠিল, বলিল—"ঘাড়ে আবার কে পড়েছে?"

মাসী কথাটা সংশোধন করিয়া উত্তব দিলেন—"ঘাড়ে অবশ্য ঠিক নয়; তবুও মেয়ে মানুষের অমন করা ভাল নয়।"

শোভা মনে মনে বিবক্ত হইয়া উঠিয়া গেল,—কিন্তু আর অমিয়র কাছে গেল না,—সমস্ত দিন তাহাব নিকট হইতে দূরে দূরে রহিল। মাসীর সহিতও সে কথা কহিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অমিয় শোভার পরিবর্ত্তন সহজেই বুঝিতে পারিল, অথচ কারণ যে কি জানিতে পারিল না। দ্বিতীয় দিনে যখন শোভা তাহার নিকট আসিয়াও কোন কথা কহিল না তখন সে বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিল। এই বালিকা কয়দিনে তাহার হৃদয়ের কতখানি যে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল অমিয এতদিন তাহার খবর পায় নাই; এইবার বুঝিল। বুঝিয়া সে নিজের পরিণাম ভাবিয়া ভীত হইল। একি সে করিল? আর তো মোটে দুইদিন সে এখানে আছে, তাহার পর কলিকাতা চলিয়া যাইবে। তখন তাহার কি হইবে? তাহা ছাড়া শোভাও শীঘ্র বিবাহিতা হইবে। তবে কেন সে এরূপ ভাবে নিজেকে মোহের বশবর্ত্তী করিয়া ফেলিল? হৃদয় লইয়া ছেলে খেলা করিতে যাওযর মত বিপজ্জনক কাজ আর নাই। অমিয় নিজেকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল,—পরিল না। নদীর জল তখন জোয়ারের বেগে প্রবল হইযা ছুটিয়াছে, তাহার গতি কে রোধ করিবে?—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শোভাকে লইয়া মাসী ও মাতুর মা অন্নকূট দেখিতে গিয়াছিলেন। অতভিড়ে মাত্র তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে শোভাকে যাইতে দিতে জগদীশবাবুর ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু নিজের শক্তিতে মাসীর অগাধ বিশ্বাস সুতরাং তিনি জোর করিয়াই প্রায় শোভাকে লইয়া গেলেন। বেলা তিনটা বাজিয়া গেলেও তাঁহারা ফিরিলেন না দেখিয়া জগদীশবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, শেষে যখন চারিটাও বাজিয়া গেল তখন তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। অমিয়কে কহিলেন,—"কি হে অমিয় একবার দেখ্‌বো নাকি ?"

"আপনি আবাব এই ভিড়ে কোথায যাবেন ? আমিই যাচ্ছি খুঁজে দেখ্‌বো।" বলিয়া অমিয় বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বনাথের গলিতে ভিড় বেশ ;—কোনও রূপে ঢুণ্টি গণেশ পর্য্যন্ত পহুঁছিয়া অমিয় দেখিল আর গলির মধ্যে ঢোকা যায় না। তখন অন্য পথ দিয়া গলির ভিতর যাওয়া সুবিধা বুঝিয়া সে মস্‌জিদের রাস্তা ধরিল, কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। আওরঙ্গজেব মস্‌জিদের উত্তর দিকের সিঁড়ির নিকট শোভাকে দেখিতে পাইয়া অমিয় তাহার নিকট গেল। শোভা অমিয়কে দেখিতে পায় নাই, আর দুইজন রমণীর সহিত সিঁড়ির উপর উঠিতে যাইতেছিল ; অমিয় গিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই পিছন ফিরিয়া চাহিল, ডাকিল—"অমিয় দাদা !"

সে স্বরে যে করুণ আশ্বাসের ধ্বনি ফুটিয়া উঠিল অমিয়র কানের ভিতর দিয়া তাহা বুঝি মরমে প্রবেশ করিল !

শোভা মাসী ও মাতুর মায়ের সহিত অন্নপূর্ণা মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়াছিল তাহার পর ভয়ানক ঠেলায় সে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তিন ঘণ্টা খুঁজিবার পর সে বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকট দাঁড়াইযাছিল সেই সময় এই দুইটি রমণী তাহাকে গৃহে পহুঁছাইয়া দিতে স্বীকৃতা হয়।

"বাড়ী যাবেতো এই দিকে নিয়ে যাচ্ছে কেন?" বলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে রমণীদ্বয়ের দিকে চাহিতেই অমিয় দেখিল তাহারা কোন সময় সরিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মনের সৎউদ্দেশ্যটি যে কি ছিল তাহা অমিয়র বুঝিতে বাকি রহিল না। শোভাকে আর কিছু না বলিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে গোলমাল লাগিয়া গিয়াছিল। মাসী আর কিছুতে না হউক চেঁচামেচিতে নিজের যোগ্যতা দেখাইতে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। ভগিনী-পতির নিকট গিয়া তাঁহার কন্যার বুদ্ধি বিষয়ে নানারূপ মহৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি তাহার হারাইয়া যাওয়ার সংবাদ ব্যক্ত করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থায় যে নিন্দা করিবার মত কিছুই ছিল না এবং দোষ যে সম্পূর্ণ শোভারই এ কথাটা অবশ্য বেশ ভাল করিয়াই তিনি জানাইলেন।

জগদীশবাবু বারান্দা হইতে পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, অমিয় ও শোভাকে ফিরিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে আসিলেন;—জিজ্ঞাসা করিলেন —"কোথায় খুঁজে পেলে অমিয়?"

অমিয় সবই তাঁহাকে খুলিয়া বলিল, জগদীশবাবু নীরবে তাহা শুনি-লেন, তাহার পর অমিয়র মাথার উপর নিজের ডান হাতখানি রাখিয়া বলিলেন—"আজ শোভার ও আমার কতখানি যে উপকার করেছ অমিয়, তা' তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। তোমায় আর কি বল্‌ব, জগদীশ্বর তোমার হৃদয়ে অনেক সদ্‌গুণ দিয়েছেন, তারা মনে তোমায় কখনই কষ্ট পেতে দেবে না। তবুও আমি কায-মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি তুমি কখনও দুঃখ পাবে না।

এই অক্রোধ, অমায়িক, ঋষিতুল্য ভদ্রলোকের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ অমিয় মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। এই আশীর্ব্বাদবর্ম্মে আবৃত হওয়া-তেই বুঝি ভবিষ্যত—জীবনে সহস্র আঘাত সহ্য করিয়াও সে সত্যকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছিল, কর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছিল।

শোভা অবনত মস্তকে দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। পিতার 'অনুমতি বা অনুমোদন ভিন্ন এতাবৎ সে কোনও কাজ করে নাই, তবে আজ বালিকা সুলভ কৌতুহলবশতঃ ও পিতা মুখে কোনওরূপ নিষেধ না করাতেই অন্নকুট দেখিতে গিয়াছিল। যদি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে সে নিজেকে ইহার জন্য দোষী মনে না করিতেও পারিত কিন্তু এখন আর সে তাহা পারিল না, সেই জন্যই অপরাধিনীর ন্যায় সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগদীশবাবু তাহা বুঝিলেন, তাই কন্যাকে ডাকিলেন—"শোভা, আয়।"

শোভা নিকটে আসিলে জগদীশবাবু তাহার নিকট অন্নকূটের বর্ণনা জিজ্ঞাসা করিলেন। শোভা বুঝিল পিতা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন,—করিবেন যে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। সুতরাং

আনন্দোদ্বেলচিত্তে উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা দেখিয়াছিল সব পিতার নিকট বলিল।

অমিয পিতা ও কন্যার এই সরল বাক্যালাপ শুনিতেছিল। শোভা সভ্য জগতে কখনও যায় নাই, সুতরাং তাহার কথায় সভ্য জগতের কৃত্রিমতা ছিল না। অমিয অনেক সভ্য সমাজে বেড়াইয়াছে কিন্তু এই গ্রাম্য কমনীয়তাই আজ তাহার চক্ষে সকলের অপেক্ষা মধুর বলিযা বোধ হইল।

"অমিয় ; তোমার তো অন্নকূট দেখা হলোনা।"

জগদীশবাবুর কথায় অমিয় বলিল—"আমি সকালে মন্দিরে গিয়ে তো দেখে এসেছি।"

"ওঃ তাও বটে, আমার মনে ছিল না" বলিয়া কন্যার পীঠে হাত দিয়া মৃদু আঘাত করিতে করিতে জগদীশবাবু পুনরায় বলিলেন—"অমিয়কে খাইয়ে দে শোভা! ওর জন্যে আজ তুই বড় বেঁচে গিয়েছিস্।"

শোভা চলিয়া যাইতে যাইতে অমিয়র দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল ; সে দৃষ্টিতে অমিয় যাহা পাইল লক্ষ মুদ্রার বিনিময়েও সে তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু দেওয়া ও পাওয়ার হিসাব খতাইয়া যেটা গিয়াছে সেইটাই বেশী বলিয়া বোধ হইল ; যতটা গেল ততটা বুঝি অমিয় পাইল না। তবু যেটুকু পাইল অমিয় তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া লইল ;—বেশী পাইবার আর সে কি আশা করিতে পারে? অমিয়র সেদিন দুইটার গাড়ীতে যাইবার কথা ছিল, সকাল বেলা উঠিয়া কতকগুলি খেলানা কিনিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া আসিলে জগদীশবাবু বলিলেন—"তাই তো অমিয়, আজ তোমার যেতে হবেই ?"

যাইতে হইবেই, উপায় ছিল না ; কেন না পরদিনই কলেজ খুলিবার কথা। অমিয় ঘাড় নাড়িয়া তাহাই জানাইল। জগদীশবাবু কহিলেন—"অমিয় আমাদের গিয়ে ভুলে কবে না তো ?"

আবার সেই ভোলার কথা ! ভুলিবে সে কেমন করিয়া ? সহস্র বন্ধনে যে সে ইঁহাদের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ের অনেক খানি যে সে এখানে রাখিয়া গেল।

কিন্তু ভুলিতে পারিলে বুঝি ভাল হইত। অমিয় জানিত না কত-খানি নিরাশা তার জন্য ভবিষ্যতে সঞ্চিত আছে। জানিলেও বোধ করি কোনও উপায় ছিল না। বিধিলিপির খণ্ডন করা যে মনুষ্যের অসাধ্য। সেইজন্যই নিজের দুঃখ মানুষ নিজে হাতে গড়িয়া লয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মাসীর অভিসন্ধি ছিল অন্যপ্রকার ; শোভার হিতেচ্ছাই যে তাঁহার তাহার প্রতি অতি মনোযোগ দিবার কারণ তাহা নয়। মাসীর বিবাহ হইয়াছিল দরিদ্রের সহিত ; জগদীশবাবুর সংসারে এই কয়দিন সুখ ভোগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দারিদ্রের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তিনি দেবরের আশ্রয়ে নির্ভর করিলেন তখন তাঁহার অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল আরও খারাপ। নিজের বন্ধ্যাত্বহেতু দেবরের পুত্রের উপর তাঁহার একটা টান আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই আকর্ষণও তাঁহাকে বেশী দিন দেবরের অন্ন ভোগ করিতে দিল না। সেই অন্নের সহিত প্রতিদিন তাঁহাকে দেবর জায়ার খরধার রসনার যে পরিমাণ আঘাত সহ্য করিতে হইত তাহাতে তাঁহাকে শীঘ্রই আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে হইল। গ্রামেরই এক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক সপরিবারে কাশী বাসে মনস্থ হইয়া কাশী আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। স্বজাতিরা বলিয়া তাঁহারাও তাঁহাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

দেবর পুত্রের উপর স্নেহ কিন্তু মাসীর একটুও কমে নাই, বরং দূরত্ব নিবন্ধন কতকটা বাড়িয়াই ছিল। সেও জোঠাইমাকে তাহার প্রতি-দান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই ; দুই তিন বার কাশী আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছিল। মাসে পাঁচটি করিয়া টাকাও সে নিয়মিত পাঠাইতে

লাগিল। দেবব পুত্রের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, বার তিনেক আই. এ. ফেল করিয়া সে পাটনায় কি একটা কাজ করিতে ছিল; তাহাতে বাপের সংসারে কিছু সাহায্য করিতে না পারিলেও নিজের খরচ সে চালাইয়া লইত,—জ্যেঠাইমাকেও পাঁচ টাকা ঠিক পাঠাইত।

ভগিনী কন্যাকে দেখিযা তাহাব সৌন্দর্য্য ও বিশেষ কবিযা তাহার পিতার ঐশ্বর্য্যের জন্য মাসী তাহাকে তাঁহার দেবব পুত্রের অনুপযুক্ত বোধ করিলেন না। যে কোনও উপায়েই হউক তাঁহার 'চাঁদুর' সহিত শোভার বিবাহ দেওয়া তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য মনে কবিলেন, এবং সেই মহৎ ইচ্ছাতেই শোভার ভাল মন্দেব দিকে তাঁহাব এত তীক্ষ্নদৃষ্টি পড়িল। এই সময অমিয আসিয়া পড়ায় তাহাব ও শোভার মধ্যে একটা প্রীতি সম্বন্ধ দেখিযা এবং ইহাতে ভবিষ্যতে কি হইতে পাবে ভাবিয়া তিমি বিশেয ভীতা হইলেন। 'ছোঁড়ার ভাবগতিক' তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হয নাই; শেষে সে চলিয়া গেলে মেয়েটার অবস্থাও যখন তেমন সুবিধার মত বোধ হইল না, তখন তিনি একটা উপায় করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

জগদীশ বাবু বসিযা গতদিনের অমৃতবাজার পত্রিকা খানা দেখিতে-ছিলেন সেই সময়, মাথাব কাপড় একটু টানিয়া, তাঁহার নিকট গিয়া স্বরটাকে কিছু খাটো করিয়া মাসী বলিলেন,—"শোভার তো বযস হযে উঠ্‌লে, ওর বিয়ে দেবার কি হবে?"

জগদীশবাবুও এই কথাটাই কয়দিন হইতে ভাবিতেছিলেন, শ্যালিকার প্রশ্নে কাগজ হইতে মুখ তুলিযা কোঁচার খুঁটে চশমাটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"হাঁ, পাত্র তো দেখ্‌ছি।"

মাসী কিন্তু এইটুকু আশ্বাসে আশ্বস্তা হইলেন না; বলিলেন,— "বাঙ্গালীর বাড়ীর মেয়ের দশ এগারো বছরেই বে হয়ে যায় আর শোভা তো চোদ্দ পার হলো।" তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভগ্নীপতিকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার দেওরের ছেলেটি আছে পাট্‌নায় কি একটা কাজ করে, ভাল মাইনে পায়। ছেলেটি বেশ-- পছন্দের মত—আর জানা ঘরও।"

তাঁহার এতটা সংবাদ দিবার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে অবশ্য জগদীশবাবুর দেরি হইল না। "আচ্ছা সে আমি ঠিক কর্ব্বো'খন" বলিয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিতে কন্যাকে ডাকিলেন—"শোভা!" শোভা পার্শ্বের কক্ষে সেই মাসের মানসী খানা পড়িতেছিল, পিতার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিল।

আজকে অমৃতবাজারটা দিয়ে যায় নি?

"না, আজ তো অমৃত বাজার বেরুবে না! কালকেরটায় তো নোটিশ দিয়েছিল।"

"ওঃ—আমার স্মরণ ছিল না।" বলিয়া জগদীশবাবু হাতের কাগজ খানাই উল্‌টাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

জগদীশবাবু কিন্তু নিশ্চিন্ত রহিলেন না। অমিয়কে দেখিয়া ও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া জগদীশবাবু তাহাকে বড়ই ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। কয়দিন হইতে তা'ই তাঁহার মনে একটা দুর্দ্দম ইচ্ছা জাগিতেছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে অমিয়র জ্যেঠামহাশয়কে তিনি একখানি পত্র লিখিলেন:—

কর্ম্মের-সন্ধান

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

৺কাশীধাম

১১১ নং বালমুকুন্দ চৌহাট্টা

বেনারস সিটী।

তাং ১৯শে কাত্তিক ১৩২৫ সাল।

ভাই বিনোদ!

বহু বৎসর পূর্ব্বে বক্সার হইতে তোমায় একখানি পত্র দিয়াছিলাম তাহার উত্তরে তুমিও আমায় একখানি পত্র দাও। তাহার পর আঠার উনিশ বৎসর আর তোমাদের কোনও সংবাদ পাই নাই। সংসারের পাকে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি, তোমাদের একটি দিনের জন্যও ভুলি নাই। অতীতের কত কথা কতবার মনে পড়িয়াছে; আর মনে না পড়াও আশ্চর্য্য। তোমাদের নিকট আমি যে কত ভাবে ঋণী আছি সেটা তো আর ভুলিতে পারিব না।

সে দিন বক্সার ষ্টেশনে অমিয়র সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন অবশ্য আমি তাহার পরিচয় জানিতাম না। কিন্তু সংস্কার যাইবে কোথায়? ষ্টেশনে আমার সঙ্গে তাহার যেভাবে আলাপ, তাহা বোধ হয় তাহার মুখে শুনিয়া থাকিবে।

বড় সুন্দর ছেলে অমিয়। অমন উন্নত হৃদয়, মেধাবী যুবক আমি আর দেখি নাই। দেখিবই বা কিরূপে? দশ বৎসর বয়স থেকে বেহারী পাড়াগাঁয়ে আছি; সেখানে ভোজপুরীদের মোটা বুদ্ধি আর

সাদা প্রাণ এই যা'দেখেছি। অমিয় আমার কাছে কয়দিন ছিল তাতে দিন দিন সে আমাকে আরও বেশী করে তার গুণমুগ্ধ করে তুলেছে।

আজ ভাই আমি তোমাব কাছে একটি ভিক্ষা চাচ্ছি। তোমার কাছে বলেই চাইছি, কেননা তোমাব কাছ থেকে পেয়েছিও আমি ঢের। তোমাদের অমিয়কে আমায় দিতে হবে। আমার একটি মাত্র মেয়ে, মেয়ে দেখে তোমাদের অপছন্দ হবে না। আমার মেয়ে বলে বল্‌ছি না, এরকম মেয়ে পেলে সকল বাপই গৌরব অনুভব কর্ত্তো।

তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমার প্রতিপালক আমায় কিছু জমিদারী দিয়ে গিয়েছেন; তাতে আমার বেশ সমৃদ্ধ ভাবেই থাকবার সংস্থান হ'ত। আমি নিজের চেষ্টায় সেটার অনেক উন্নতি করেছি; তাতে তার আয় প্রায় আড়াইগুণ বেড়ে গিয়েছে। বুঝে চল্‌তে পার্লে জমিদারীর আয় থেকে অমিয় কোনওরূপ কষ্ট পাবে না।

আশা করি সকলে কুশলে আছ। অমিয় বাবাজীর পহুঁছান সংবাদ এই মাত্র পাইলাম। আশা করি তোমার মতামত আমায় শীঘ্র জানাইবে। আর আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে বিমুখ করিবে না।

ইতি

গুণমুগ্ধ শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

জগদীশবাবুকে বিমুখও হইতে হইল না। পত্র দিবার পাঁচদিন পরে তিনি তাহার উত্তর পাইলেন।

শ্রীশ্রীহরি শরণং

২২২।২ বি ল্যান্স ডাউন বোড

ভবানীপুর

তাং ২৪শে কার্ত্তিক ১৩২৫সাল।

প্রিয় বরেষু—জগদীশ,

তোমার পত্র পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। অনেক কাল পবে হঠাৎ অমিয়র মুখে তোমার কথা শুনে একটু বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব কবেছিলাম। মধ্যে তোমার কথা একজনের মুখে শুনেছিলাম; তুমি বঙ্গাবেব কাছে কোথায় জমিদারী করেছ ও তার চমৎকার উন্নতি করেছ সে সব শুনেছি, অমিয়ব মুখেও শুনিলাম। আমি তোমায় বলেছিলামই যে তোমাব অদৃষ্টে সুখ আছেই, তুমি তা শুনে হেসেছিলে—মনে পড়ে?

অমিযও তোমাব সুখ্যাতিতে তদ্‌গত। তুমি এমনিই তো আমাব ভাইপোটিকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ এখন আবার ভিক্ষা চাইছ এত বড মন্দ নয় হে।

অমিয়র বাপ্ মা তার শৈশবেই তাকে রেখে স্বর্গে চলে গিযেছেন, এখন দিদিই তাকে মানুষ কর্চ্ছেন, তাঁকে তোমার প্রস্তাব জানান হয়, তিনি তোমার কথা শুনেই রাজি হয়েছেন। তোমার মেয়ে কি আমাদের পর, না অমিয়ই তোমার পর? ওরকম চিঠি লিখেছ কেন বল দেখি?

দিদি তোমায দেখতে ব্যস্ত হয়েছেন। যদি পারতো স্থবিধামত একবার এখানে এস না!

আমরা ভাল আছি।তুমি কবে আসছ লিখো।

ইতি তোমারই
শ্রীবিনোদলাল রায়

পুনশ্চ—অমিয়র বিবাহ বৈশাখের পূর্ব্বে দিতে পাব না। কেননা তাহার পরীক্ষা হইবে।

পত্র পাইযা জগদীশবাবুব আনন্দের সীমা রহিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শোভার মনটা অমিয় যাওয়ার পর বড়ই খারাপ হইয়াছিল। তাহার সহিত শেষ দুইদিন সে ভাল ব্যবহার করে নাই, মাসীর অন্যায় নিষেধে অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অমিয়র সহিত সে কথাই বলে নাই। সে বেশ বুঝিয়াছিল তাহার এই ব্যবহারে অমিয়কে সে ব্যথিত করিতেছে আর তাহাতে নিজেও ব্যথা পাইতেছে; বুঝিয়াও কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই.। তাহার পর সেদিন হারাইয়া যাওয়ায় অমিয়কে দেখিয়া সে যেমন আশ্বস্ত হইল অমিয়র মনেও তেমনই আনন্দোদ্রেক হইয়াছিল। তাহার চক্ষে সেদিন যাহা দেখিয়াছিল তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, শুধু সে কেন, যে কোনও স্ত্রীলোকেই তাহা বুঝিতে পারিত। বুঝিয়া, যে পরিমাণে সে আনন্দ অনুভব করিয়াছিল সেই পরিমাণে লজ্জাও সে বোধ করিতেছিল। সেইজন্যই হৃদয়ের ভাবকে বাহিরে পরিস্ফুট করিতে সে সফল মনোরথ হয় নাই, আর ইহার জন্য কম কষ্টও সে পায় নাই। অমিয় যে তাহার আচরণে মনের মধ্যে দুঃখ লইয়া গিয়াছে ইহাতে সে নিজেকে বড়ই অপরাধিনী জ্ঞান করিল। সে হয়ত' তাহাকে কতই অকৃতজ্ঞ মনে করিয়াছে। হয়ত' তাহার হৃদয় পাষাণে গঠিত বলিয়া মনে করিয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি সে তাহার প্রতি একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ করে নাই? যদি দেখাইবার হইত তাহা হইলে ত' সে নিজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত

তাহাকে দেখাইতে পারিত,—সে যে অমিয়কে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার দেবতা ভক্তের অন্তরের পরিচয় না পাইয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন!

জগদীশবাবু কন্যার মনোবিকার লক্ষ্য করিলেন। অন্য কেহ হইলে কারণও হয়ত বুঝিতে পারিত; কিন্তু তাঁহার মন সরল, তিনি পারিলেন না। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আর ভাল লাগ্‌ছে না শোভা?"

ধরা পড়িবার ভয়ে শোভা সাবধান হইয়া উঠিল; আর কাশীতেও তাহার ভাল লাগিতেছিল না,তাই বলিল"না বাবা,এবার বাড়ী ফিরে চল।"

"হাঁ মা, এবার যাব। এই আস্‌ছে হপ্তায়ই যাব।"

সত্যই জগদীশবাবু যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন; আর থাকিবারও তাহার দরকার ছিল না। তাঁহার জমিদারীতে সামান্য বিশৃঙ্খলার সংবাদ পাইয়া তিনি একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। জমীদারীর ঐশ্বর্য্য ও সুশৃঙ্খল ব্যাবস্থায় পার্শ্বের সহরে পুলিসেরর কর্ত্তাদের কিছুকাল হইতে বড় চক্ষু পীড়া দিতেছিল। এত দিন তাঁহারা সুবিধা না পাইয়া, চুপ্ চাপ্ ছিলেন; এখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহারা গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রামের সীমানায় একজন 'রাহী' (পথিক) কলেরায় মারা গিয়াছিল, তাহার দেহ শৃগাল শকুনে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল; পুলিস আসিয়া অনেক গবেষণার পর নির্ণয় করিলেন যে, দেহটা প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের এক আত্মীয়ার। সেও কয়েকদিন পূর্ব্বে কোথায় পলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং শত বিপক্ষ প্রমাণ সত্বেও তাঁহারা নিজেদের আবিস্কারকে অসার্থক মনে করিলেন না। যাহারা পথিককে রোগার্ত্ত

দেখিযাছিল তাহাদেব মুখ বন্ধ কবিতে বেশী বিলম্ব হইল না,—প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত মহাশয়ের বিপদ বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল সংবাদ পাইয়া জগদীশবাবু স্থিব থাকিতে পাবিলেন না।

ফিবিবার আয়োজনে শোভা পেঁট্রা গোছাইতেছিল, জগদীশবাবুর বইগুলি নাড়িতে চাডিতে একখানা বইয়েব ভিতব হইতে অমিয়ব জ্যেঠাব চিঠিখানি দেখিতে পাইল। সত্যই কি ইহা সম্ভব? একটা পুলকেব প্রকাণ্ড হিল্লোল তাহাব হৃদয়েব সকল স্থানে বহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আশঙ্কা হইল যদি না হয়। না হওয়াব সম্ভাবনাটা যে কেন মনে উঠে তাহাব ঠিক নাই, কিন্তু আশঙ্কা মনে আসিয়া তাহাব মনেব মধ্যকাব স্বচ্ছন্দতা টুকু নষ্ট কবিতে ছাডিল না।

বই শোভা অনেক পড়িয়াছিল, প্রখ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের খান-কয়েক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে নায়ক নাযিকাদেব বিবরণ ও সে বেশ মনো-যোগেব সহিতই দেখিয়াছিল, কিন্তু নিজেব এই অবস্থাটাব কথা সে পূর্ব্বে অনুভব কবিতে পারে নাই। আজ অমিযর সহিত তাহাব বিবাহের প্রস্তাবে তাহাব মনেব মধ্যে এই চাঞ্চল্য উদ্রেকের কাবণ অনুসন্ধান কবিতে যাইযা সত্য কাবণটা তাহাব চক্ষে পডিল—সে অমিয়কে ভালবাসে। এতখানি ভালবাসে যে তাহাকে না পাইলে তাহাব সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

আব এই নিষ্ফলতাটিকে গডিয়া তুলিবাব জন্য পৃথিবীব অন্ততঃ একজনের চেষ্টাব অন্ত ছিল না। জগদীশ বাবুব দিক হইতে মনেব আশা পূর্ণ হইবাব কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মাসী নিজেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। মাসীব দেবরপুত্র কাশীতে জ্যেঠাইকে দেখিতে

আসিয়াছিল, শোভাকেও দেখিয়া গেল। দেখিয়া মাসীর সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়া গেল। এই দেবর পুত্রটিকে দেখিয়া শোভা কিন্তু বড় খুসী হইল না। বাবুটিকে ইতঃপূর্ব্বে বক্সার ও মোগল-সরায়ের মধ্যে গাড়ীতে কয়ঘণ্টা সে দেখিয়াছিল, দেখিয়া তাহার উপর ধারণাও বড় ভাল হয় নাই। সে কিন্তু শোভাকে চিনিতে পারে নাই; গাড়ীতে শোভার মুখ সে দেখিতে পায় নাই, জ্যেঠাইমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জগদীশবাবুকেও তখন সে দেখিতে পায় নাই যে চিনিতে পারিবে। চিনিতে পারিলে হয়ত নিজের পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য কতকটা সঙ্কুচিত হইত,—না পারায় সে বালাই আর রহিল না। শোভাকে দেখিয়া তাহার কমনীয় দেহ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রাণভরা তৃষ্ণা লইয়া সে ফিরিয়া গেল। এতাবৎ এপ্রকার মধুর সৌন্দর্য্য সে দেখে নাই, এখন যেরূপে হউক শোভাকে পাইবার জন্য সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল ও বাড়ী ফিরিয়া জ্যেঠাইমাকে পুনরায় আর একবার স্মরণ করাইয়া পত্র লিখিল। আর সেই সময় উপরে অলক্ষ্যে বসিয়া ঊর্ণনাভ জাল বুনিতেছিল সে জালে কতজন জড়াইয়া পড়িল!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নন্দনপুরে ফিরিয়া জগদীশবাবু ব্যাপার বড় সুবিধা বোধ করিলেন না। প্রেসিডেন্ট্ পঞ্চায়েত কার্ত্তিক পাণ্ডের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু অসীম অধ্যবসায়ের সহিত তাহাব বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাওয়ার যে কোনও সম্ভাবনাই নাই উহা দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তদ্বির করিল না কিন্তু জগদীশবাবু ভাল কৌন্সলি দিলেও হয়'ত কতকটা উপায় হইত। ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণেব উপর তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ম্যানেজর দেবেন্দ্রবাবু দুই একশত টাকা খরচ:করিয়া একটা মানুষের প্রাণ রক্ষা করাই ভালরূপ যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছিলেন, এবং তা'ই বলিলেন,—কার্ত্তিক পাড়ের বাঁচবার আর উপায় থাকবে না।"

জগদীশবাবুর বিশ্বাস হইল না; তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"না না, তা'ও কি হয়! ও দেখো ঠিক খালাস পাবে।"

"আর খালাস পাবে! তদ্বিরের এদেশে যে কত অন্যায় হয় তা'তো আর কারও জান্‌তে বাকি নেই। পুলিশ এ দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা, পুলিশের দারোগা এদেশে যা নয় তা' কর্ত্তে পারে। কেহই প্রতিবাদ করে না। তারপর ক্ষমতাবান্ লোকদের তো কথাই নেই।

জগদীশবাবু চুপ্ করিয়াই শুনিযা গেলেন। কথাটা সত্য প্রতিবাদ

করিবার কিছুই নাই তবুও কার্ত্তিক পাঁড়ের অব্যাহতির সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু তাঁহার ধারণাকে শীঘ্রই বদলাইতে হইল। জেলা কোর্ট হইতে আসামি যখন সেশন সোপর্দ্দ হইল তখন জগদীশবাবুকেও কার্ত্তিক পাঁড়ের চরম দণ্ড সম্বন্ধে কৃত নিশ্চয় হইতে হইল। অথচ উপায়ও কিছু হইল না, বিপদ সেই সময় আরও একদিক হইতে দেখা দিল।

শ্রীবৎস রাজার সর্ব্বনাশ করিতে শনির শুধু একটা অবসর খুঁজিতেই বিলম্ব হইয়াছিল; তাহার পর একটা খুঁৎ যখন পাওয়া গেল, তখন রাজাকে নানা দিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিতে শনি দেবতাকে কোনও রূপ বেগ পাইতে হয় নাই। বালিয়া শান্তি রক্ষা বিভাগের কর্ত্তারা নন্দনপুরের লোকেদের মধ্যে একটি বার মাত্র একটু খানি ত্রুটী পাইবার অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেটুকু যখন পাওয়া গেল তখন গ্রামের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য চালাইতে তাঁহাদেরও আর বিলম্ব হইল না। কার্ত্তিক পাঁড়ের বিপক্ষে, তাহাকে অতি অসচ্চরিত্র প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী সংগ্রহ কার্য্য খুব জোরে চলিতে লাগিল। অত্যাচার দেখিয়া জগদীশবাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন।

দমিল না কেবল দেবেন্দ্রবাবুর বাইশ বৎসরের পুত্র গিরীন্দ্র। এক-দিকে যেমন ইন্‌সপেক্টর নিবারণ মুখার্জ্জি ও তাঁহার সহযোগী দারোগা রামনারায়ণ শুকুল নিতান্ত জেদের সহিত সাক্ষী গঠন করিতেছিলেন, অন্য দিকে সেও তেমনই অখণ্ড অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহাদিগকে যথা-সাধ্য বাধা দিতেছিল। শেষে যখন রামনারায়ণ শুকুল পঞ্চম বার গ্রামে প্রবেশ করিতে শুখন মেথর ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সাজ্যাতিক রূপে

প্রস্তুত হইলেন, তখন পুলিশের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহার পক্ষে দুরুহ হইয়া উঠিল। পুলিশ আসিয়া দেবেন্দ্রবাবু ও গিরীন্দ্রকে গ্রেফ্‌তার করিল ও তাহার পরদিন জগদীশবাবুকেও তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল।

এই আকস্মিক বিপৎপাতে শোভার মাথা একেবারেই ঠিক রহিল না; সে যে কি করিবে তাহা ভাবিয়াই পাইল না। নির্ভর করিবার মত কেহই তখন গ্রামে ছিল না; জগদীশবাবু, দেবেন্দ্রবাবু, কার্ত্তিক পাঁড়ে, গিরীন্দ্র চারিজনেই তখন জেলে, গোমস্তা রনবীর মিশির তাঁহাদের জামিনের চেষ্টায় বক্সারে; দেখিবার শুনিবার মত কেহই তা'ই তখন আর ছিল না। দেবেন্দ্রবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্র বাঁকিপুরে কাজ করিত কিন্তু তাহার ঠিকানা শোভা জানিত না। এই সময় সহসা তাহার অমিয়র কথা মনে পড়িয়া গেল। অমিয়কে অবশ্য সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলে নাই; তবে তাহাকে সাহায্যের জন্য ডাকিবার কথাই এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই। মনে যখন পড়িল, তখন অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে অমিয়কে একখানি পত্র লিখিল। ঠিকানা লিখিয়া চিঠিখানি ভৃত্যের হাতে দিয়া অবশেষে সে কাঁদিতে লাগিল; সমস্ত দিনের মধ্যে জল স্পর্শও করিল না। ভাবনা হইল না কেবল মাসীর, ভাবনা ছাড়া বরং তাঁহার সুবিধাই হইল। সুবিধাটা যে কি আমরা তাহা একটু পরেই জানিতে পারিব। মাসী কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার দেবরপুত্র প্রভাসকে তথায় আসিবার জন্য তার করিয়া দিলেন; তাহারও আসিতে বিলম্ব হইল না। আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া প্রভাসের মনেও আনন্দের সীমা রহিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাসচন্দ্রের মাথাটা সাধারণের তুলনায় একটু বেশীরকম পরিষ্কার বলিতে হইবে কেননা সে সুযোগ পাইয়া দেরী করিয়া তাহা নষ্ট করিতে চাহিল না। আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সে প্রথমে কি করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া লইল, তাহার পর যেখানে বসিয়া মাসী শোভাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন, সেখানে গিয়া বলিল—"আর দেরী করা তা হলে তো চল্‌বে না জ্যেঠিমা!"

জ্যেঠিমা ও শোভা দুজনেই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কথাটা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

"আমাদের আজকেই আরায় যেতে হবে। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমার একটু জানা শোনা আছে, তাঁর মেম ও বেশ লোক; তোমরা গিয়ে ধর্ল্লে তিনিও আমাদের সাহায্য কর্ব্বেন।"

যে সাঁতার জানে না জলে পড়িলে সে সম্মুখে যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরে,—তাহা সাপই হউক আর ভল্লুকই হউক। শোভার অবস্থাও তাহাই হইয়া ছিল। প্রভাসের উপর তাহার ধারণা বড় ভাল ছিলনা কিন্তু বিপদে পড়িয়া তাহার সাহায্যও সে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিল। তাই যখন সে যাইবার সময় টাকার দরকার জানাইল তখন বাড়ীতে দুই হাজার টাকা যাহা ছিল তাহা সমস্তই মাসীর নিকট আনিয়া দিল। মাসী প্রভাসের দিকে অর্থ সূচক দৃষ্টিতে একবার

তাকাইয়া টাকা গুলি গণিয়া লইয়া বাক্সে তুলিলেন, প্রভাসচন্দ্র ও রওয়ানা হইবার বন্দোবস্ত কবিতে লাগিল।

শোভার যদি তখন মাথা ঠিক থাকিত তাহা হইলে তাহাব সন্দেহের উর্দ্রেক না হইয়া যাইত না। কেন না তাহাদের এই যাওয়া ব্যাপাবটা এমন ভাবে ও এমন সময় সঙ্ঘটিত হইল যে বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য আক্লু ছাড়া আর কেহই তাহা জানিতে পাবিল না। কিন্তু অধিকক্ষণ শোভা স্থির থাকিতে পারিল না, গাড়ী যখন মোগলসবাই ষ্টেশনে পহুঁছিল তখন সে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল।

"মাসীমা, এতো আরার পথ নয়!"

আবার যে রাস্তা নয় মাসীর তাহা অজ্ঞাত ছিল না; ভগিনী কন্যার দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া তিনি মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মাসীর হাসি শোভাব ভাল লাগিল না, মনে মনে নিতান্ত আশঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল—"এ তো কাশীর পথ মাসীমা। আমরা কি কাশী যাচ্ছি?"

মাসী স্থির স্বরে উত্তর দিলেন "হাঁ" কথাটাকে আব গোপন করা তিনি প্রয়োজনই বোধ করিলেন না।

শোভাও তাহা অবিকম্পিত চিত্তে শুনিল, শুনিয়া খানিকক্ষণ সে কোনও কথাই কহিল না, চুপ করিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিল। ইহারা কি করিতে চায়? তাহাকে কেনই বা ধরিয়া আনিল? জানিয়া শুনিয়া প্রভাসকে সে কেন বিশ্বাস করিল, অমিয়র আসার জন্য বিলম্ব করিল না কেন? সহসা কাজ করিয়া ফেলিয়া শোভার এখন বড়ই আপশোষ হইতে লাগিল। কিন্তু ভাবিয়াই বা কি কবিবে

শোভা একবার চারিদিকে চাহিল, কামরা খানায় তাহারা তিনজন ছাড়া আর কেহই ছিল না, গাড়ীও তখন বেশ জোরে চলিতেছিল! মোগল সরাই ষ্টেশনে সে মনে করিলে গোলমাল করিতে পারিত এখন গাড়ীতে কোনও উপায় নাই। অনেকক্ষণ পরে মাসীকে বলিল—"কাশীতে আমায় কেন নিয়ে যাচ্ছ মাসীমা?"

"তোমার সঙ্গে আমার প্রভাসের যে বিয়ে হবে ওখানে শোভা!"

মাসীর কথায় শোভা চমকিয়া উঠিল। উঃ, কি ভীষণ প্রকৃতির লোক এরা! তাহাকে অসহায় বিপন্ন দেখিয়া নিজেদের কু-অভিসন্ধি সাধন করিতেই ইহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তবুও সে বিচলিত হইল না, বলিল—"আমার বাবা জেলে,—আর আমার বিয়ে দিতে তোমরা নিশ্চিন্ত মনে আমায় কাশী নিয়ে এলে!"

শোভার তিরস্কারে মাসী লজ্জিতা হইলেন না। বলিলেন—"কি কর্ব্বো বল বাছা? তোমার বাবাকে তো বল্লাম তিনি গা কর্লেন না। কাজে কাজেই আমাদের নিজে থেকে সব কর্ত্তে হচ্ছে।"

"আর যদি আমি চেঁচাই?"

প্রভাস একটু ভীত স্বরে বলিল—"তা'তে তোমার কিছু লাভ হবে না শোভা!"

প্রভাসের কথায় শোভা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল, কোনও কথা বলিল না; কোন বাধাও সে দিল না। প্রভাস তাহাকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাশীতে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গিয়া উঠিল ও যথা শীঘ্র সম্ভব বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল।

শোভা তখন মনে মনে উপায় চিন্তা করিতেছিল। সাধারণ বাঙ্গালী

বাড়ীব মেযেব মত সে ছিল না, তাহাব উপর পিতার সাহচর্য্য গুণে সে কখনও কোন কাজ সহসা করিত না। কিন্তু পলাইবারও যে উপায় ছিল না। মাসী সেদিকে বেশ সতর্কতা রাখিয়াছিলেন; নিজে অষ্ট প্রহব তাহার :উপর দৃষ্টি রাখিতেন উপরন্তু তাহার একটি কাশীবাসিনী রমণীকেও রাতদিনের জন্য নিযুক্ত করিযাছিলেন।

তবুও ইচ্ছা করিলে না পারা যায় এমন কাজ পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে। শোভারও সুবিধা পাইতে দেরী হইল না। মাসী সেদিন কি একটা কাজে বাহিরে গিয়াছিলেন, প্রভাসও বাড়ী ছিল না; সময বুঝিয়া শোভা তখনই পলাইবার মৎলব কবিল।

"দিদি!"

"কি গা?"

"আমাকে কিছু তেলেভাজা খাবাব এনে দেবে?"

'দিদির মনটা অবশ্য ইহাতে সায় দিতে ছিল না; মাসী যাইবার সময় বারবার করিযা তাহাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিযাছিলেন। শোভা তাহা বুঝিয়া তাহাব হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল—"এনে দাওনা দিদি লক্ষ্মীটি! তুমিও নিজেব জন্য যা হয কিছু কিনো।" প্রাপ্তির সম্ভাবনায দিদির আর তাহাতে আপত্তি রহিল না। সে চলিয়া গেলে শোভাও আর দেরী করিল না; ত্রস্তে কাপড়চোপড় ঠিক করিযা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু বিধাতাই যে তাহার উপর বিরূপ! বাড়ীর দরজা দিয়া বাহির হইতেই পিছন হইতে কাপড়ে টান পড়িতে শোভা চাহিয়া দেখিল প্রভাস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"কোথায় যাচ্ছিলে শোভা ?"

শোভা প্রথমে মনে করিল জোর করিবে, চীৎকার করিবে, শেষে কি ভাবিয়া বাড়ীর মধ্যেই ফিরিল, প্রভাসও তাহাব পিছনে পিছনে চলিল।

শোভা গিয়া উপবে তেতালার ঘরের জানালা খুলিয়া দূরে গঙ্গার বালুকাতটের দিকে চাহিয়াছিল, প্রভাস গিয়া জিজ্ঞাসা কবিল—"কোথায় যাওয়া হচ্ছিল ?"

শোভা কোনও উত্তর না দিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া তাহার অঞ্চলেব প্রান্তভাগ ধরিয়া একটা টান দিয়া প্রভাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"পালাবার চেষ্টা হচ্ছিল—না ?"

শোভা আঁচল ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জোর করিতে গিয়া প্রভাসের আলিঙ্গনের মধ্যে জড়াইয়া পড়িল। তখন ভয়ানক রাগিয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু প্রভাস ছাড়িল না, জোর করিয়া তাহার মুখখানা ধরিয়া তুলিল, সেই সময় পিছন হইতে মাসী ডাকিলেন—"চাঁদু।"

"জ্যেঠিমা এয়েছ ? তোমার বোন্‌ঝি যে ওড়বার মৎলব কর্চ্ছিলেন। আমি ধরে এনেছি বলে কি রোখ দেখ একবার !"

"চাঁদু"র মুখের উপর আঁচড়ের দাগগুলা দেখিয়া মাসী শোভার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহাকে কিছু বলিলেন না, প্রভাসের দিকেই চাহিয়া বলিলেন—"আর আজকের রাতটা ; কালকেই বিয়ের সব বন্দোবস্ত করে এলাম চাঁদু !"

এত শীঘ্র বিবাহের সম্ভাবনায় প্রভাসচন্দ্রের সকল আক্ষেপ দূর

হইল। সে তখন জ্যেঠাইএর কথামত আয়োজন দেখিতে লাগিল। শোভার কিন্তু উদ্বেগের সীমা রহিল না; এবার এতক্ষণে সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রাত্রে সে উঠিল না, খাইল না, মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মাসী ইহাতে রাগিয়া উঠিলেন,—বলিলেন—"কি মেয়ে বাপু! বিয়ে হবে তার কান্না কিসের?"

বিবাহটা যে শোভার পক্ষে কেন সুখকর হইতেছে না মাসীর তাহা আদবেই বোধগম্য হইল না। তাঁহার চাঁদুর চেয়ে ভূভারতে যে আব যোগ্যতর পাত্র নাই ইহাতে মাসীর সন্দেহ ছিল না। তাহার সহিত পরিণীতা হওয়া শোভার পক্ষে তাই মহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই তিনি মনে করিতেছিলেন, কিন্তু নির্ব্বোধ মেয়েটা তাহা বুঝিল না কেবল কাঁদিয়া মরিল।

উনবিংশতি পরিচ্ছেদ

অমিয়কে চিঠি লিখিবার সময় তাহার ঠিকানা লিখিতে শোভা একটু ভুল করে; সে ভুলটায় অবশ্য তেমন কোনও ক্ষতি হয় নাই শুধু চিঠিখানি অমিয়র হাতে পড়িল পাঁচদিন পরে। চিঠি পাইয়া অমিয় দেরী করিল না, সেই দিনই নন্দনপুর যাত্রা করিল; কিন্তু সেখানে পহুঁছিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। শোভার অনুসন্ধান লইয়া জানিল তাহার মাসী তাহাকে লইয়া কে একজন বাবুর সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পরে ইহাও সে শুনিল যে বালিয়া, বক্সার বা আরা এ তিন স্থানের কোথাও তাঁহাদের খবর পাওয়া যায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া অমিয় মাথায় হাত দিয়া বসিল। মাসীকে দেখা অবধি তাঁহার প্রতি তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার মুখের ভিতর সে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিল যাহাতে তাঁহাব নিকট হইতে দূরে থাকাই সে সঙ্গত মনে করিয়াছিল; এখন তাঁহার সহিত শোভার এই নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদটায় তাই প্রথমেই তাহার মন শোভার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া লইল। নিশ্চয়ই তিনি কোনও কু-অভিসন্ধিতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন; হয়ত সে আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

শোভার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেও কিন্তু অমিয় জগদীশ বাবুর মুক্তির চেষ্টাটাই আগে করা প্রয়োজন বোধ করিল। গোমস্তা রণবীর মিশির তাঁহাদের জামিনের চেষ্টায় বক্সার ও আরায় গিয়া বিফল মনোরথ হইয়া

ফিরিয়া আসিয়াছিল,পুলিশের ষড়যন্ত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট কোনও মতেই তাঁহাদের জামিনে মুক্তি দিতে সম্মত হইলেন না। জেলে গিয়া অমিয় জগদীশবাবুর সহিত সাক্ষাত করিয়া ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিল। অমিয়র এক মেসোমহাশয় পাটনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বিহারে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি, তাঁহার সাহায্যে সে জগদীশবাবুকে জামিনে মুক্ত করার ভরসা করিল; কিন্তু জগদীশবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। অমিয়কে বলিলেন—"দেখ অমিয়, বিচারের নামে যেখানে এতটা অন্যায় হতে পারে সেখানে সহ্য করে যাওয়াই হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায়। আমি নিজের জন্য দেবেন-বাবুর জন্য বা গিরীনের জন্য কোনও উকিল রাখ্‌তে বা অন্য কোনও রকমে সাহায্য রাখ্‌তে চাই না। এতে যা সাজা পেতে হয় তা' আমরা নির্ব্বিবাদে সহ্য কর্ত্তে রাজী আছি। আমরা দেখ্‌তে চাই যে অন্যায় কতখানি flourish কর্ত্তে পারে। আমার টাকা আছে বলে বা সহায় আছে বলেই আমি না হয় সুবিধা পেতে পারি কিন্তু যাদের সে সুবিধা নেই তারা কি কর্ব্বে? তবে হাঁ, কার্ত্তিকের জন্য যথা সাধ্য কর; কেনো না তার চরম দণ্ড পাবার আশঙ্কা আছে।"

শোভার নিরুদ্দেশের সংবাদে কিন্তু জগদীশবাবু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। শোভার মাসীর অভিপ্রায় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তাই শোভার সম্বন্ধে আশঙ্কাও তাঁহার যথেষ্ট হইতেছিল, তবে অমিয়কে তিনি সে বিষয়ে কিছু বলিলেন না। শোভাকে কাশীতেই লইয়া গিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া তিনি অমিয়কে অবিলম্বে সেখানে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তদনুসারে অমিয়ও সেই দিনই কাশী অভি-মুখে রওয়ানা হইল।

উনবিংশতি পরিচ্ছেদ

কিন্তু কাজ কিছুই হইল না। জগদীশবাবুর কাশীর বাড়ীতে গিয়া অমিয় দেখিল সেখানে তাহারা যায় নাই। তাহার পর অত বড় কাশী সহরে আর সে কোথায় অনুসন্ধান করিবে? সওয়া দুই বিঘা উলুবনের ভিতর হইতে ছোট একটি সূচ খুঁজিয়া বাহির করাও বরং যায়, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যের অজ্ঞাত কাশীর গলির ভিতর হইতে হারাণ মানুষ বাহির করা একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত দিন ধরিয়া অমিয় কত স্থান অনুসন্ধান করিল, দশাশ্বমেধ, কেদার, মনিকর্ণিকা সমস্ত ঘাট দেখিল; বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়াইয়া দুইদিন ধরিয়া কত আশা করিয়া মন্দিরগামী লোক-জনের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোথায়ই বা মাসী আর কোথাই বা শোভা!

অথচ দুই দিনের বেশী আর অপেক্ষা করিতেও সে পারিল না। তৃতীয় দিনেই কার্ত্তিক পাঁড়ের বিচারের শেষ দিন। সেদিন তাহার আরায় উপস্থিত থাকিবার কথা। সুতরাং অতি বিষণ্ণ চিত্তে অমিয়কে রাত্রির ট্রেণে কাশী ছাড়িয়া যাইতে হইল। আর না যাইয়াই বা উপায় কি? বসিয়া থাকিয়াই বা সে কি করিবে? দুইদিন ধরিয়া কোন পরিশ্রমকেই সে পরিশ্রম বলিয়া বোধ করে নাই; পাগলের মত হইয়া শোভার অনুসন্ধান করিয়াছে। শোভাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে সকলই সার্থক হইত, কিন্তু তাহাত' হইল না। এখন ট্রেনে বসিবার পর সমস্ত শ্রান্তি ও ভাবনা আসিয়া তাহকে অবলম্বন করিয়া ফেলিল। জানালাটা খুলিয়া দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া বসিয়া অমিয় কত কি ভাবিতে লাগিল। শীতকাল, ঠাণ্ডা বাতাস সমস্ত শরীরে যেন বরফ ঢালিয়া দিতেছিল; কিন্তু তাহার মাথার

ভিতরকার আগুনকে ঠাণ্ডা করিতে সে শীতকেও হার মানিতে হইল।

আর ঠিক সেই সময় হিন্দুদের পরম তীর্থ কাশীধামে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত মুর্চ্ছিতা শোভার সংজ্ঞাহীন দেহকে অতি পবিত্র শাস্ত্র সঙ্গত উপায়ে প্রভাসচন্দ্রের হস্তে সম্প্রদান করিতেছিলেন। একটি নিষ্কলুষ জীবন এইরূপে সামাজিক যূপকাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত হইল, আর তাহার সঙ্গে আরও একটি মহৎ হৃদয়ের সকল সুখ-শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গেল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ

সেশন কোর্টে কার্ত্তিক পাঁড়ের প্রতি চরম দণ্ডাদেশই দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আদালতে আপিলের বন্দোবস্ত ও করা হইল। জগদীশ-বাবুদের বিচারও তাহার পরদিন হইয়া গেল; তাঁহারা নিজেদের পক্ষ সমর্থনের কোনও চেষ্টা করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে জগদীশবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুর প্রত্যেকের একশত টাকার জরিমানা; এবং গিরীনের ও অপর চারিজনের দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। জগদীশবাবু জরিমানা না দিয়া জেঁলে যাইতেই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অমিয় তাহা করিতে দিলনা।

তবে জগদীশবাবুর ব্রিটীশ ন্যায় পরতার উপর ভক্তি আর রহিল না। মুক্তি লাভ করিবার পরদিন দেবেন্দ্র বাবু অমিয় ও রণবীর মিশির তিন-জনে কার্ত্তিক পাঁড়ের হাইকোর্টে আপিলের সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে ছিলেন; জগদীশবাবু দূরে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, সহসা অমিয়র দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমরা কি ভেবেছ আপিলে কোন লাভ হবে?"

অমিয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, বলিল—"নিশ্চয়।"

"কখনও না; তুমি দেখে নিও। ও সবে তো আমার আর একটুও বিশ্বাস নেই।"

অমিয়র কিন্তু বিশ্বাস ভাঙ্গিল না; বলিল—"এরকম অনেক কেশের

কথা আমি শুনেছি যাতে হাইকোর্টে গেলে নিঃসন্দেহ সুবিচার পাওয়া যায়।”

“দেখ” বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকার পর জগদীশবাবু পুনরায় কহিলেন “এই জন্যেই দেশে arbitration courtএর এত দরকার হয়ে পড়েছে।”

অমিয় কিন্তু দেশের পুলিশের উপর বড় রাগিয়াছিল, তাই বলিল— “আর arbitration court! দেশের লোকেরাই তো দেশের সর্ব্বনাশ কর্চ্ছে। এই কেঁচো খুড়্‌তে সাপ বের করেছে তো তো দেশী লোকেরাই; সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিছু নিজের মৎলবে কাজ করেনি।”

“তার কারণ কি জান? পুলিশের লোকেরা যদি মনে রাখ্‌তো যে তারা দেশের লোকের চাকর তাহ'লে এরকম তারা কর্ত্তে পার্ত্তো না। তারা নিজেদের একটা alien bureaucracyর চাকর বলে জানে, তা'ই উপরওয়ালাদের খুসী কর্লে'ই তারা পরমার্থ লাভ হয় মনে করে। আর গভর্মেণ্ট্‌ও পুলিশের সকল দোষ ঢাকৃতে চেষ্টা করে তাদের আরও বেশী প্রশ্রয় দেয়। দেশের সকলেরই যদি দেশাত্মবোধ জাগ্‌তো তাহলে কি আর ভাবনা থাকৃতো?”

“কিন্তু জাগা উচিত।”

“পৃথিবীর কটা কাজ উচিত অনুচিত বিবেচনা করে হচ্ছে অমিয়? উচিত যে তাতো সকলেই জানে।”

দেবেন্দ্রবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; এইবার বলিলেন— “আমাদের শুধু দেখ্‌তে হবে যে এদেশের এই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের ভেতর দেশের কাজ কর্ব্বার প্রবৃত্তিটা যাতে জেগে উঠে।”

বিংশতি পরিচ্ছেদ

রণবীর মিশির দেবেন্দ্রবাবু ও গিরীনের চেষ্টায় বেশ বাংলা শিখিয়াছিল, অমিয়র কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল—তা'হলে কি তাদের লেখাপড়া শিখ্‌তে ইচ্ছা করা ঠিক নয় ?"

জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে অমিয় হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"তা কেন ? এই আপনাদের নন্দনপুরের দৃষ্টান্তই ধরুন না। ছোট জাতেরা কি লেখাপড়া শিখ্‌ছে না ? আমি তো এই চাই। লেখাপড়া শেখা খুবই দরকার, তবে তার জন্যে এসব ইউনিভার্সিটীর সাহায্য ভয়ানক অনিষ্ট কর। গ্রামে গ্রামে বাড়িতে ইস্কুল হোক্‌, দিনের বেলা কাজ করে রাত্রে সকলেই লেখাপড়া করুক। দেশের কাজ তো এ—ই সব চেয়ে প্রধান।"

জগদীশবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমিয়র দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা শেষ হইলে বলিলেন—"তুমি কি ভাব্‌ছ এ কাজ হচ্ছে না ?"

"হবে না কেন ? এই তো এখানেই হয়েছে। কিন্তু কাজ কর্ব্বার লোক সংখ্যা বড় কম।"

তাহার পীঠে হাত দিয়া জগদীশবাবু কহিলেন—"না অমিয়, আর সে দিন নাই। দেশের জন্য ভাববার আর বড় দরকার নেই; যিনি ভাববার তিনি ভেবে সব ঠিক করে দিয়েছেন। তোমার মত সোনার চাঁদ ছেলে দেশের ঘরে ঘরে হাজার হাজার রয়েছে। তাদের কাজ কর্ব্বার শক্তি দিয়ে তিনি মানুষ করে তুলেছেন। ভারত আর দুর্ব্বল নয়, ভারতমাতা আজ পরম ভাগ্যবতী। যে মাটিতে তিলকের মত, গোখেলের মত, দাদা ভাইয়ের মত, গান্ধীর মত, মদনমোহনের মত সন্তান জন্ম নিয়েছেন সে মাটি মাতৃ হৃদয়ের মত পবিত্র।"

কর্ম্মের-সন্ধান

বাঙ্গালী। এই মাটিতে তুমি জন্মেছ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, চিত্ত রঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে যে দেশ জন্ম দিয়েছে সেই অমৃত দেশের সন্তান তুমি, সে মাটির অবমাননা করো না। কাজ কর, কর্ম্মী হও, দেশকে বাঁচাও—নিজেকে রক্ষা কর।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন সকাল হইতে শোভা ঘন ঘন মুর্চ্ছা যাইতেছিল, সম্প্রদানের সময় অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার পর চারদিন ধরিয়া তাহার আর জ্ঞান হইল না। প্রভাসের মনের ভিতরটা খারাপ ছিল না, শোভাকে দেখিয়া প্রথমটা তাহার চোখের নেশা হইলেও এই কয় দিনে সে তাহাকে একটু ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শোভার অবস্থা দেখিয়া তাই সে বড়ই অনুতপ্ত হইল। এইরূপ অবস্থায় তাহার উপর কোনও জোর না করিলেই হইত। এখন যদি তাহার চেতনা আর না হয? প্রভাস বড়ই ভীত হইল, জ্যেঠাইমায়ের কাছে গিয়া বলিল—"তাই তো জ্যেঠাইমা এতো বড় বিপদে পড়া গেল! কি করা যায়?"

জ্যেঠাইও মনে মনে দুর্গানাম জপিতেছিলেন। এ চার দিন ভাবনায় তাঁহার সত্যাই ঘুম হয় নাই; প্রভাসের কথায় উত্তর দিলেন,—"সত্যি বাবা, আমার তো বড় ভয় কর্চ্ছে; এখন যদি না বাঁচে? না ভেবে চিন্তে বড় ছেলে মানুষের মত কাজ করে ফেল্লে চাঁদু!"

কাজটা যে তাহার ছেলে মানুষি বুদ্ধির দ্বারা তেমন হয় নাই, জ্যেঠাইমায়ের প্রবীন বুদ্ধিই যে ইহার জন্য দায়ী একথা প্রভাস বলিতে পারিত, কিন্তু তাহা বলিল না। দায়িত্বটা তাই নিজের ঘাড়েই লইয়া বলিল—"যা হয়ে গেছে তার আর কি করা যায় বল। এখন করি কি?"

জ্যেঠাইমাও উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, একটা মতলব মনেও

আসিয়াছিল। আর একবার মনে মনে তাহার সাধ্য সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া কহিলেন—"এক কাজ কর্ল্লে হয়। ওকে ওদের এখানের বাড়ীতে নিয়ে তুল্লে হয় না ?"

"সেখানে ওকে কে দেখ্বে ?"

"কেন বাড়ীতে যে থাকে—সে। তার পর ধর তুমি এখান থেকে জগদীশকে একটা তার করে দাও সে এত দিনে নিশ্চয় বাড়ী এসেছে। যতদিন না আসে ততদিন আমরা ওর কাছেই থাক্বো-না হয়।"

প্রস্তাবটা প্রভাসের নিকট মন্দ মনে হইল না, তবুও কিন্তু শোভাকে পাইয়া ছাড়িয়া দিতে তাহার মন সরিতেছিল না, যদি হারাইতে হয়। জ্যেঠাইমা তাহা বুঝিলেন,—তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"আর শোভার বিয়ে হয়ে গেছে এ জেনে জগদীশ রাগ কর্ব্বে। তা আর কি কর্ব্ব 'বল ? আমি তো শোভার পর নই, ওর ভালর জন্যই না একাজ কল্লাম। আর জামাইকে কিছু সে ফেল্তে পার্ব্বে না, দুদিন রাগ থাক্বে ব্যাস্।

প্রভাস কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেছিল না, জ্যেঠাইমায়ের আশ্বাস বাণী তাহার তাই তেমন মনে লাগিতেছিল না। তাহাকে চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার জ্যেঠাইমা পুনরায় কহিলেন—"আর ধর—দুদিন একটু সয়ে থাকলেই। বিয়েটাতে তোমার লাভ যথেষ্ট হয়েছে, শোভার মত সুন্দরী মেয়ে আমাদের বদ্দি ঘরে হাজারে একটি দেখা যায় তো ঢের। তার উপর বাপের জমিদারী যা' আছে তাতো তুমি নিজের চোখে দেখেছ।"

প্রভাস তাহা অস্বীকার করিল না। সে বরাবরই জানিয়া আসিয়াছে যে এ বিবাহে সে বেশ জিতিয়াছে, জ্যেঠাইমাকে নূতন করিয়া তাহা না

জানাইলেও চালত। সেই জন্যই তাহার ভয় হইতেছিল পাছে তাহাকে সব হারাইতে হয়।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রভাস শেষে জ্যেঠাইমায়ের পরামর্শ মতই কাজ করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু হট্ বলতে কিছু কাজ হয় না, বিশেষ কাজটা একটু কঠিনও ছিল। যে ডাক্তার আনা হইয়াছিল তিনি শোভাকে নাড়া চাড়া করিতেই মানা করিতেছিলেন; অথচ না করিয়া উপায়ও ছিল না।

অচৈতন্যাবস্থায় শোভা বিছানায় পড়িয়াছিল। রক্তহীন পাংশু ভাব ধারণ করিলেও সে মুখের সৌন্দর্য্য অপহৃত হয় নাই। মূর্চ্ছা বিষ্ট দেহখানি পড়িয়াছিল যেন এক রাশ শেফালি ফুলের মত;—কত কমনীয়, কত নম্র, অথচ কি মহিমাময়! প্রভাস ঘরে ঢুকিয়া মুগ্ধনেত্রে বিহ্বল হৃদয়ে তাহা দেখিতেছিল, তাহার পর যেন মোহাবিষ্টের মত শোভার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্থাপন করিল। সহসা উষ্ণ নিঃশ্বাস স্পর্শে মুখ তুলিতেই সে দেখিল সাশ্চর্য্য দৃষ্টিতে শোভা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

শোভার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া প্রভাস সত্যই বড় খুসী হইল। তাহার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ শোভা?"

এতক্ষণ শোভা স্থির হইয়াছিল,—প্রভাসের কথায় সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া বিছানা হইতে—তাহার নিকট হইতে—অনেকটা সরিয়া গেল, তাহার পর ভীতি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে? কে?"

প্রভাস চমকিয়া উঠিল। একি ! দুই পা আগাইয়া গিয়া সে শোভাকে ধরিতে গেল, শোভা সরিয়া দাড়াইল।

"আমি শোভা, আমি" বলিয়া প্রভাস আরও আগাইল। এবার শোভা নড়িল না, প্রভাস তাহার হাত দুইটা নিজের দুই হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ফেলিল। শোভা পুনরায় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া সহসা উন্মাদিনীর ন্যায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর অস্ফুট ক্রন্দন করিয়া উঠিল—

—"তুমি? অমিয়দাদা তুমি? আমায় বাঁচাও।"

অমিয়র নাম শুনিয়াই প্রভাস শোভার নিকট হইতে সরিয়া গেল, সামলাইতে না পারিয়া সে মাটীতে পড়িয়া গেল। তখন ত্রস্তহস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিতে প্রভাস দেখিল শোভা পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

তাহার পর সে রাত্রে ও পরদিন বেলা দেড়টা দুইটা পর্য্যন্ত শোভার আর জ্ঞান হইল না দেখিয়া প্রভাস আর তাহাকে সেখানে রাখা যুক্তি যুক্ত বোধ করিল না। পাল্কি ডাকাইয়া জ্যেঠাইয়ের সহিত তাহাকে বালমুকুন্দ চৌহাট্টায় লইয়া চলিল।

মাতুর-মা বাড়ীতেই ছিলেন, গোলমালের শব্দে বাহিরে আসিয়া মাসীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলেন - "ও মা, এ যে মাসী-মা! শোভা কই?"

মাসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পাল্কীরদিকে দেখাইয়া বলিলেন — "ওর ভেতর। বড় অসুখ করেছে শোভার।"

সোদ্বেগে মাতুর-মা জিজ্ঞাসা করিল—"কি অসুখ? আহা বাবু কদিন ভেবেই সারা! দুদিন এসেছেন, টোঁ টোঁ করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এর আগে অমিয়বাবু—"

মাসীর চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল—"বাবু এখানে আছেন?"

"তাই তো বল্‌ছি; দুদিন এসেছেন, এই তো কতক্ষণ বেরুলেন। ঐ যে আস্‌ছেন।"

নন্দনপুরের ব্যপার সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া অমিয়কে লইয়া কাশীতে আসিয়া জগদীশ বাবু শোভার খোঁজে সহরের সর্ব্বত্র পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শোভা যে কাশীতেই আছে

জগদীশবাবুর মনে এ ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিযাছিল, কিন্তু এত চেষ্টাতেও তাহাব সন্ধান না পাইয়া এইবার একটু দমিয়া যাইতেছিলেন। অমিয হাল ছাড়িয়াই দিযাছিল; আশার সামান্য ক্ষীণরশ্মিও তাহার মনে আসিতে ছিল না।

প্রভাস তখন শোভাকে উপরে লইয়া যাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল; বেহারা চারিজনের সাহায্যে তাহাকে উঠাইবার উপক্রম করিতেই জগদীশবাবু ও অমিযরদিকে দৃষ্টি পড়ায বিমূঢ় হইয়া সেই দিকে চাহিযা রহিল। তাহার মনে জাগিতেছিল বক্সার ষ্টেশনে সেই দিনকার সেই গাড়ীর ব্যপার; সেদিন কিরূপভাবে তাহার সহিত ইঁহাদেব প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।

জগদীশবাবুও তাহার প্রতি চাহিযাছিলেন। প্রভাসকে দেখিয়া চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকার তখন সময নয,—শোভার নিকট গিযা ভাল করিয়া দেখিতেই সমস্ত ব্যপারটা বুঝিয়া লইতে তাঁহার দেরী হইল না;—কেন না—শোভার সীমন্তে সিন্দুব চিহ্ন বিন্দুর চেয়ে ঢের বড় করিয়াই দেওয়া ছিল। শ্যালিকার প্রতি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কখন হ'লো?"

সে দৃষ্টির সম্মুখে মাসী প্রথমটা বেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তবে তাঁহার শ্রেণীব স্ত্রীলোকেরা এমন কোনও অপকর্ম্ম নাই যাহা করিতে পারে না, এবং তজ্জন্য সাহসের অভাবও তাহাদের হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিলেন "আমি" তাহার পর আপন মনেই বকিয়া গেলেন লোকের নিন্দেয় যে কাণ পাতা যেত না। আর এমন সোণার চাঁদ

—"তা কি কর্ব্বো বল? মেয়ে বড় হয়েছিল আর বিয়ে না দিলে জামাইও লোকে অনেক পুণ্যি করে পায়। আমি তো আর শোভার পর নই যে—"

"থামুন!"

স্বরের কাঠিন্যে মাসীর অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিল,—মুখদিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

জগদীশবাবু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। পাল্কী বাহকদের সাহায্যে শোভার মূর্চ্ছিত দেহ উপরের ঘরে পরিষ্কার বিছানার উপর শয়ন করাইয়া তাহাদের প্রাপ্য দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। মাসী ও প্রভাস পিছনে পিছনে উপরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে চাহিতেই জগদীশবাবুর মুখের কাঠিন্য আবার জাগিয়া উঠিল। তবুও স্বরকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিলেন—"যান, এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী থেকে চলে যান, আপনাদের ভাগ্য ভাল, আমি আর কিছু কর্ব্বো না। তবে ফের যদি একে বা আপনাকে আমার বাড়ীর ত্রি-সীমানায় দেখতে পাই তবে কিন্তু আমার আর ভদ্রতা রক্ষা করা দুরূহ হ'য়ে উঠবে।"

"জামাইকে—"

বাধা দিয়া জগদীশবাবু বলিলেন—"কে জামাই? ঐ জোচ্চোর? যান—বেরোন বল্‌ছি!"

মাসী পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, প্রভাস তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর দুইজনে ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

অমিয় বাহির বারান্দায় চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘটনার এই আকস্মিকতায় তার সমস্ত স্নায়ুগুলা যেন অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। শোভাকে আপনার করিয়া পাইবার আশা সে কোনও দিনই করে নাই, তবু তাহার অজ্ঞাতে সে তাহার হৃদয়ের কতখানি যে আপনার করিয়া লইয়াছিল তাহা আজ তাহার বেশই বোধ হইল। এবার সে পরের স্ত্রী; ব্যস্—আর তাহার চিন্তা মনে আনিবারও তার কোন অধিকারই রহিল না! এ যে কতখানি ব্যথা তাহা ধারণারও অতীত ছিল; আর এ কি অতর্কিতে বজ্রের মত আসিয়া তাহার অন্তরটাকে চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল—একটুও মমতা করিল না।

জগদীশবাবু স্থির দৃষ্টিতে প্রভাস ও মাসীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। হৃদয় তাঁহার ছিল পুষ্পের মত কোমল; সে হৃদয় ব্যথা দিতে জানে না, সকল ব্যথা নির্ব্বিকারে সহ্য করিয়া যায়। কিন্তু আজ তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টিতে অন্তরের অগ্নি স্পষ্টই বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে, যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকের উপর আবেশভরে আত্মহারা হইয়া ঢলিয়া পড়িল, তখন শোভার দিকে চক্ষু ফিরাইলেন; সে তেমনই পড়িয়াছিল, মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা চেতনার এতটুকু চিহ্নমাত্রও সেখানে নাই। ধীরে তাহার মুখের নিকট গিয়া জগদীশ বাবু ডাকিলেন—"শোভা-মা!" সে স্বরের বেদনা ঘরের সমস্ত

নিস্তব্ধতা পরিস্ফুট করিয়া যেন একটা অস্ফুট হাহাকারে সর্ব্বত্র ভরাইয়া দিল।

সংজ্ঞাহীনা শোভারও কাণে তাহা গিয়া পঁহুছিল। তখন তাহার জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিতেছিল ; চক্ষু চাহিয়া সে একবার তাকাইয়া দেখিল, সে দৃষ্টির ভাব দেখিয়া জগদীশবাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন। অমিয়র একটু একটু মন স্থির হইয়া আসিতেছিল ;—জগদীশবাবুর মুখ দেখিয়া ঔৎসুক্য-বশতঃ সেও নিকটে আসিয়া দেখিল।

শোভা চট্ করিয়া উঠিয়া বসিল তাহার পর পিতার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

"শোভা-শোভা" জগদীশবাবুর ভয় লাগিয়া গিয়াছিল; শোভাকে বেশ একটা ঝাঁকানি দিয়া পুনরায় ডাকিলেন—"শোভা-মা!"

শোভা আবার শুইয়া পড়িয়াছিল; পিতার আহ্বানে তন্দ্রাভাব ছাড়িয়া যাওয়ায় ধীর স্বরে—জড়তার সহিত—বলিয়া গেল :—

পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে! হায় সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবী করে।—"

জগদীশবাবু আর পারিলেন না। এতক্ষণ তাঁহার দুই চক্ষে দরদর ধারে জল পড়িয়া বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল ; শোভা চুপ করিতেই অমিয়র হাত ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"একি হ'ল অমিয়?"

অমিয় সে কথার উত্তর না দিয়া শোভার সম্মুখে গিয়া ডাকিল—"শোভা, শোভা ও কি বল্‌ছ? বাবা এসেছেন দেখ্‌ছ না?"

চোখ বুজিয়াই শোভা উত্তর দিল—"হাঁ, দেখ্‌ছি। আকাশ লাল রঙে রাঙিয়ে উঠেছে। মস্ত বড় আকাশ খানা—না? কি চমৎকার দেখাচ্ছে!" তাহার পর সহসা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিয়া হাঁফাইতে লাগিল।

"কি শোভা-কি হয়েছে?"

অমিয় নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার হাত দুইটা ধরিয়া শোভা তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া দিল, বলিল—"ঐ মাসী আস্‌ছে। না, না, আমি যাবনা অমিয়দা,—বাবা,—উঃ!"

তাহার মাথাটায় নাড়া দিয়া অমিয় পুনরায় কহিল "ওকি বল্‌ছো শোভা? কই কেউ তো আস্‌ছে না!"

শোভা স্থির হইয়া বসিল, কিছুক্ষণ চুপ্‌ করিয়া থাকার পর বলিল,—"না, কিছু নয়। চাঁদ উঠ্‌ছে দেখ্‌ছেন? আচ্ছা আপনার নামটা কি? আপনি চন্দ্রোদয় বর্ণনম্‌ পড়েছেন? সেই—

বিনষ্ট শীতাম্বু তুষার পঙ্কো
মহা গ্রহ গ্রাহো বিনষ্ট পঙ্কঃ।
প্রকাশ লক্ষ্যাশ্রয় নির্ম্মলাঙ্কো
ররাজ চন্দ্রো ভগবাঙ্‌ ছশাঙ্কঃ॥

ভারী সুন্দর—না?"

হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জগদীশবাবু অমিয়র দিকে চাহিলেন, বলিলেন—"কি আর দেখ্‌ছ অমিয়;—একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে।

আর জগদীশবাবুর কথা মিথ্যাও হইল না। তাহার পর তিনদিন আর মূর্চ্ছা না হইলেও শোভার মাথা ঠিক হইবার আর কোনও লক্ষণই

দেখা গেল না। অদৃষ্টের অত্যাচারে ও ঘটনার জটিলতায় তাহার মস্তিষ্ক একেবারে বিকল হইয়া পড়িয়া ছিল। কে জানে বালিকার এই দুঃখের জীবনে সুখের হাসি আর ফুটিবে কি না!

জগদীশ বাবুর বুকে এ আঘাতটা বড় লাগিল। এই অতি সরল উদার চিত্ত ভদ্রলোক জীবনে কাহাবও কোন অপকারই করেন নাই, অথচ ইহাঁরই বুকে যে বিধাতা কেন এই দুঃখের পাহাড় চাপাইয়া দিলেন তাহা কে বুঝিবে? করুণাময়ের সৃষ্টির রহস্যই বুঝি এই!

অমিয়—সে ত' নিতান্ত ছেলে মানুষ। তাহাব এই তেইশ বৎসর বয়সে সেই বা কাহার কি অপকার করিয়া থাকিবে? আর তাহার সে স্বভাবও ছিল না। সে যে স্বভাবের গুণে সকলেরই মনোহরণ করিয়াছে, সকলকেই আপন করিয়া লইয়াছে। তাহার এ যন্ত্রণা ভোগ কেন? সংসারে থাকিতে হইলেই বুঝি যন্ত্রণা ভোগ কবিতে হয়—ইহা হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তবে কেহ বা অল্পে রেহাই পায়, আর কেহ বা তিল তিল করিয়া এই দুঃখের আগুনে সারা জীবন দগ্ধ হইতে থাকে

এই সময় অমিয় কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া জানিল, তাহার পিসীমা মৃত্যুশয্যায়। পিতা মাতাকে শৈশবে হারাইয়াও এই পিসীমায়ের স্নেহে অমিয় তাঁহাদের অভাব বুঝিতে পারে নাই; তাহার এই অবস্থার কথা শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু কলিকাতায় পহুঁছিয়া সে শেষ দেখাও করিতে পারিল না। তিন দিন তাহাকে দেখার প্রতীক্ষায় থাকিয়া শেষে সেই দিনই প্রাতঃকালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। ইহাতেই শেষ হইল না,—অমিয়র জ্যেঠামহাশয়ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া দুইদিনের মধ্যেই মারা গেলেন।

শোক যখন আসে তখন তীব্র হইয়াই আসে। দুঃখের আগুণ বুকের মধ্যে যে দাবদাহের সৃষ্টি করে তাহাতে পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। তাই বুঝি সাদী বড় দুঃখে গাহিয়া গিয়াছেন,—"রাজীকরেরা সবিষার ধূমে কি আলৌকিক কার্য্য সাধন করে? ব্যথিতের উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস স্বয়ং বিধাতার আসনকেও পলকে কাঁপাইয়া তুলে।" কে জানে এই ভাগ্যহত যুবকের প্রাণভরা দুঃখ পরমেশ্বরের পায়ের তলায় গিয়া পহুঁছিল কি না।

দ্বিতীয় খণ্ড

"—Our Father which art in heaven, hallowed be thy name Thy Kingdom come. Thoy will be done in earth, as it is in heaven......Lead us not into temptation, but deliver us from evil : For Thine is the Kingdom, and the power, and the glory, for ever Amen —"

কর্ম্মের সন্ধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুঃখকে সহ্য করিবার শক্তি যদি ভগবান মানুষকে না দিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌লা গারদ গড়িয়া উঠিত। কেননা, মানুষের মাথাটার সহ্য করিবার শক্তির একটা যে বিরাট সীমা ভগবান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সেটাকে ছাপাইতে গেলে প্রকৃতির সবখানিই বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

তবে সহ্য করিতে পারিলেই যে দুঃখকে জয় করিতে পারা যায় তাহা নহে। কয়দিন কাটিয়া গেলে অমিয়র চিত্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেও তাহার বুকের ভিতরকার প্রচণ্ড আগুন রুদ্ধ হইয়া যেরূপ ধিকিধিকি জ্বলিতে ছিল তাহাতে তাহার মাথাটা যে কেমন করিয়া ঠিক রহিল ইহা ভাবিয়া সে নিজেই বড় আশ্চর্য্য বোধ করিল। মাথা ঠিক থাকিলেও কিন্তু মনের কল-কব্জাগুলি সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাই কয়-দিন লক্ষ্যহীনের মত কলিকাতার রাস্তায় ঘুরিতে ফিরিতে সেদিন যখন সায়েন্স্ কলেজের কাছে, পিছনে অনেকবার ডাকা ডাকিতেও, সে নিঃসাড়ে চলিয়া যাইতে লাগিল,—তখন আশপাশে যে দুই চারিটি লোক দাঁড়াইয়া

ছিল তাহারা সকলেই বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ডাকিতেছিল এক তরুণী,—সাড়া না পাইয়া সে একেবারে অমিয়র পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"অমিয়বাবু।"

অমিয় আশ্চর্য্যে চাহিয়া দেখিল—নীলিমা। কিন্তু চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিল না,—বিমূঢ়ের ন্যায় তাকাইয়া রহিল।

নীলিমা সে ভাব দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এই মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখ, এই উন্মাদের মত লক্ষণ, একি সেই অমিয়? বলিল—"চিনতে পার্চ্ছেন না নাকি?—কত ডাক ডাকলাম শুনতেও পেলেন না। কি হয়েছে আপনার? এরকম দেখ্‌তে হয়ে গেছেন কেন?"

এত গুলি প্রশ্নের জবাব অমিয় শুধু ঘাড় নাড়িয়াই সারিয়া দিল। শোকের প্রাবল্যে পরিচিত জনের নিকট হইতে এই সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া তাহার বুকের রুদ্ধ বেদনা চক্ষু দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছিল, দুর্ব্বলতা প্রকাশের ভয়ে তাই সে কথা কহিতে পারিল না।

"না অমিয়বাবু, আপনার কিছু হয়েছে, আপনি আমায় বল্‌ছেন না। এখানে কোথায় আছেন?"

অমিয় অতি কষ্টে হৃদয়কে সংযত করিয়া তাহার বাসার ঠিকানা বলিল। নীলিমা দেখিল—অমিয়র চিত্ত স্থির নাই, আর বেশী কিছু বলা অনুচিত বোধ করিয়া কহিল,—"আমি এখন চল্‌লুম অমিয়বাবু। আমাদের বাড়ীতে একবারটি যেতে পারবেন না?—সুকীয়া ষ্ট্রীটে।"

অমিয় একটু ভাবিয়া, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে।

"নিশ্চয় যাবেন তা'হ'লে। আজ মা দাদা সব আস্‌বেন।"

পাশে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, নীলিমা তাহার ভিতর গিয়া বসিল।

যতক্ষণ দেখা গেল অমিয় গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে রাজাবাজারের মোড়ের মাথায় গিয়া ট্রামে উঠিয়া বসিল।

পরদিন সকালেই অমিয় নীলিমাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। দরজায় সুবিমল দাঁড়াইয়া ছিল অমিয়কে দেখিয়া বলিল—"হ্যাল্লো অমিয়-বাবু, কোত্থেকে এলেন?"

তাহার জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে অমিয় একটু ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল—"কেন আমিত' এইখানেই থাকি।"

"ও তাওতো বটে! অমন morose দেখাচ্ছে কেন?"

"সে অনেক কথা" বলিয়া অমিয় নিজেই বৈঠকখানায় গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

সুবিমল দেখিল অমিয়র শারীরিক ও মানসিক অনেক রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বেকার সেই সকুণ্ঠিত ভাব তাহার যেন নাই দেখিয়া সে তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; অমিয়কে সে যেমনটি দেখিয়াছিল সেই রকম থাকিলেই সে খুসী হইত। অমিয়র পাশে বসিয়া সুবিমল বলিল—"আপনার খোঁজ অনেক করেছিলাম অমিয়বাবু! কাশী থেকে একটা চিঠি দিয়েই আপনি একেবারে চুপ্ মেরে গেলেন। শরৎবাবুর কাছ থেকে আপনার এখানকার ঠিকানা জেনে চিঠি লিখ্লাম তারও জবাব পেলাম না। তারপর সেদিন আপনাদের বাড়ী গিয়ে শুন্লাম আপনি কোথায় গিয়েছেন। খুব ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিন্তু।"

"ঘুরে বেড়াচ্ছি,—জীবন ভোর ঘুরে বেড়াব।" অসংলগ্ন ভাবে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা বিলাতী মাসিক পত্র তুলিয়া অমিয় তাহার ছবি দেখিতে মগ্ন হইল।

সুবিমলও ছাড়িবাব ছেলে নয়, একটু একটু কবিয়া অমিয়র নিকট হইতে তাহার দুঃখেব কাহিনী জানিয়া লইল। শোভাব কথাটুকু বাদ দিয়াই অবশ্য অমিয় সব কথা বলিল। শুনিয়া সত্যই সুবিমল দুঃখিত হইল। এক মুহূর্ত্তের আলাপেই দুজনেব মধ্যে এমন বন্ধুত্ব জন্মিযা যায় যাহা দু'পাঁচ বৎসব এক সঙ্গে থাকিলেও হয় না, সুবিমলেবও তাহাই হইয়াছিল। অমিয়ব সঙ্গে প্রথম দিন আলাপেই সে তাহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অনেকক্ষণ চুপ্ কবিয়া থাকিবাব পব সুবিমল জিজ্ঞাসা কবিল—"শরৎ বাবুব সঙ্গে দেখা হযেছিল ?"

"এবাব ফিবে তার দেখা পাইনি। সে তাদেব ফার্ম্মেব কাজে রেঙ্গুনে গিয়েছে শুনলুম।"

"তা জানি। আমাদের এখানে তিনি প্রায়ই আসেন। তাঁব তো আর দু'তিন দিনেব ভেতব ফেববাব কথা আছে।"

শবৎ অমিয়ব আবাল্য সুহৃৎ, এই কয়মাসই মাত্র উভয়েব মধ্যে একটু ছাডাছাড়ি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাব পূর্ব্বে শবতেব ও তাহাব ভিতব এমন কিছুই ছিলনা যাহা এক অন্যেব অজ্ঞাতে কবিযাছে। আজ সুবিমলের কি শবতেব এত মাখামাখিব সংবাদে সে তাই তেমন সন্তুষ্ট হইতে পাবিল না।

"তার পর কি কর্ব্বেন ঠিক কল্লেন অমিয় বাবু? একজামিন দেবেন না কি ?"

অমিয় সুবিমলের কথায় আবাব একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—"আব লেখাপড়া কবে কি কর্ব্বো বলুন ?"

সুবিমল সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে ?"

তার মানে আমার পড়াশুনার আর ইচ্ছা নাই।" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় করিল—"ইচ্ছাটা কোনকালেই বিশেষ রকম ছিল না, তবে একটা কিছু করা চাই বলেই কর্চ্ছিলাম। আর তা'ছাড়া পিসীমা জ্যেঠামশায়ের ঐ ইচ্ছা ছিল তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করা আমার সাধ্য ছিল না।

"আর এখনই সাধ্য আছে—না ?" বলিয়া সুবিমল অমিয়র মুখের দিকে চাহিল ; সে কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া পুনরায় কহিল—"তাঁরা চলে গিয়েছেন বলেই যে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্ত্তে হবে এমন কোনও কথা আছে কি ? আপনারা তো পর লোক মানেন ; পরলোক থেকে আপনার আচরণ দেখে তাঁদের কতই ক্ষোভ হবে ভাবুন দেখি ?"

অমিয় চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। তাহার কথা যে অমিয় মন দিয়া শুনিতেছে তাহা বুঝিয়া সুবিমল আরও খানিকটা বকিয়া গেল—

"তার পর ধরুন ভবিষ্যতে আপনার কাছ থেকে আমাদের দেশ কতটা আশা কর্ত্তে পারে। শোক তো সকলেরই আছে ; আপনি অল্প বয়সে এই শোক পেয়েই সংসারেব উপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠ্‌লেন অথচ সংসারের এখনও আপনার অনেক বাকি। আপনার সম্মুখে সুখের অনেকখানি রাস্তা পড়ে রয়েছে।"

অমিয় অস্ফুট স্বরে বলিল—"সুখ ?"

"নয় কিসে বলুন ? ওসব বাজে ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন, নিজেকে কর্ম্মী করে গড়ে তুলুন। দুঃখের সম্মুখে পড়ে তার ভয়ে পালান মনুষ্যত্বের

লক্ষণ নয, তাকে সহ্য করে যাওযা, তার শাসন মাথায় রেখে কাজ করে করে যাওয়াই,—আসল মানুষের কাজ।"

অমিয উঠিয়া দাড়াইল, বলিল,—"এখন উঠলেম সুবিমল বাবু, বেলা হযে উঠলো।"

"সেকি। নেলির সঙ্গে দেখা করবেন না ? বলিয়া ভিতরের দরজার নিকট গিয়া সুবিমল ভগিনীকে ডাকিল, "নেলি!" নীলিমা বাহিরেই আসিতেছিল ভ্রাতার আহ্বানে বলিল—"কি দাদা ?"

"অমিয বাবু এসেছেন—চলে যাচ্ছেন যে!"

অমিযর নাম শুনিয়া নীলিমা দ্রুতপদে বাহির ঘরে আসিল, নমস্কার করিয়া বলিল—"এই যে অমিয বাবু! চলে যাচ্ছেন নাকি এর মধ্যে ?"

অমিয় অপ্রস্তুত হইযা জড়িত স্বরে বলিল—"না, তা,—বড় দেরী হয়ে গেল তাই।"

"তা'বলে আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলেন ? বেশ মজার লোক কিন্তু আপনি!"

ভগ্নীর পক্ষ লইযা সুবিমলও অমিযকে অনুযোগ করিল,—"সত্যি! আপনি তো জানেন না নীলিমা আপনার কি ভক্ত হযে উঠেছে। আপনি চলে আসার পর ওতো ক'দিন আপনার খবর পাবার জন্য ব্যস্ত। আজ পর্য্যন্তও বোধ হয় একটী দিনও এমন যায় নি যে দিন ও আপনার নাম না করেছে।"

কথা কযটা সুবিমল সত্য সত্যই সরল ভাবে বলিয়াছিল কিন্তু নীলিমার সমস্ত মুখখানাই তাহা যেন লাল রঙে রাঙিয়া দিল।

অমিয়র শোক ভারাক্রান্ত মন ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া একটু

একটু করিয়া প্রফুল্ল হইতেছিল। সুবিমলের কথায় সে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নীলিমার প্রতি চাহিয়া সুবিমলকে বলিল,—"আমার ভাগ্যটা এদিকে তাহ'লে ভাল দেখছি।" তাহার পর নীলিমাকে বলিল—"আপনার এবার ম্যাট্রিক ছিল না?"

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হাঁ" সুবিমল বলিল—"বেশ ভাল লিখেছে নীলিমা—অমিয়বাবু! চাই কি ষ্ট্যাণ্ড্ কর্ত্তে পারে।"

স্মিত আননে অমিয় আবার একবার নীলিমার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে নীলিমার বুক যেমন আনন্দে ভরিয়া উঠিল মুখ খানিও তেমনই তরুণ লজ্জা ও আনন্দের প্রভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নীলিমার সদ্য স্নান-সিক্ত কেশ রাশি পীঠ বহিয়া ঝুলিতেছিল; পবিধানে সাদা জরীপাড় কাপড়, গায়ে একটা ফিরোজা রঙের ব্লাউস। সামান্য পরিচ্ছদ, কিন্তু সুন্দর দেহে এই সামান্য পরিচ্ছদও চমৎকার দেখাইতেছিল।—দেখিয়া অমিয় মুগ্ধ হইল, বলিল,—"ভাল যে লিখেছেন তা,তো দেখেই বোধ হচ্ছে। পরীক্ষার পর এই মুক্তিব আনন্দে আপনাব সৌন্দর্য্য অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু।"

প্রশংসা পাইয়া নীলিমার মুখ আবার লোহিতপ্রভা ধারণ করিল।

অমিয় পুনরায় উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল—"এইবার তাহ'লে আমি আসি।"

"আমাদের বাড়ী খেতে আপনার আপত্তি হতে পারে—অমিয়বাবু?

আপত্তি অমিয়র ছিল না, থাকিলেও মুখের উপর বলিতে পারিত না। নীলিমার কথায় সে বলিল—"না, আপত্তি আর কি থাকতে পারে? তবে আজ নয়।"

নীলিমা সুবিধা পাইয়া বলিল,—"যদি আপত্তি না থাকে তাহ'লে আজই ভাল। কেননা কোনও ভদ্রলোককে এত বেলা পর্য্যন্ত ধরে বেখে তার পর না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়াটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ তা জানেন তো?"

ভগিনীর কথাটা সুবিমলেরও বেশ মনঃপূত হইল। অমিয়কে ছাড়িয়া দিতে সেও রাজী হইল না। উভয়ের অনুরোধে পড়িয়া অমিয় সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর বাড়ী ফিরিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচমাস পূর্ব্বে যে ভয করিয়া অমিয় আগ্রা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল আজ সে ভয দূব হইবাব কোনও লক্ষণ দেখা না গেলেও সে পুনরায় এই ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত মেলা মেশা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তখন তাহার মন ছিল বাঁধা; তখন সংসারের ভাবনা ছিল, পিসীমা ও জ্যেঠামহাশয়ের শাসন মাথার উপর ছিল আর ছিল তাহার নূতন আকর্ষণ—শোভা। এবার সে সব বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইয়াছিল; জ্যেঠামহাশয় ও পিসীমা স্বর্গে, আর শোভার আশা নাই—আছে শুধু একরাশ দুঃখের প্রকাণ্ড এক বোঝা, বুকের মধ্যে প্রকাণ্ড পাহাড়ের চাপ, আর হতাশের তুষানল! সুবিমল ও নীলিমার সংশ্রবে আসিয়া হাসিতে পাইয়া দুঃখ ভুলিবার চেষ্টায় সে তাই ইহাদের সঙ্গটা বেশ একটু আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিয়া লইল।

ইহাতে অমিয়র কিছু ক্ষতি হইল না বটে কিন্তু নীলিমার বড় ভাল হইল না। আগ্রা হইতে অমিয় চলিয়া আসার পর নীলিমা ক্রমশঃ তাহার কথা ভুলিয়া আসিতেছিল। তাহার পর সেদিনে পর্দ্দা পার্কের সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া নীলিমার পূর্ব্বেকার আকর্ষণ আবার ফিরিয়া আসিল। সে আত্মহারার ন্যায় প্রতিদিনই অমিয়র আগমন প্রতীক্ষা করিত, তাহাকে আসিতে দেখিলেই অতুল আনন্দ উপভোগ করিত।

একদিন অমিয় আসে নাই; পরদিন আসিয়া দেখিল নীলিমা গম্ভীর

মুখে বসিয়া আছে। সে নিকটে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিলেও তাহার সহিত কথা কহিল না। অমিয় বিস্মিত হইল,—"নীলিমার বুঝি আজ রাগ হয়েছে ?"

নীলিমা কথা কহিল না ; মুখ গোঁজ করিয়া রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' খানার পাতা উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। অমিয় একটু আগাইয়া তাহার হাত হইতে বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল,—"কথা বল্‌বে না আমার সঙ্গে নীলিমা ?"

স্ফুরিতাধরে নীলিমা উত্তর দিল, "না।"

অমিয় হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"কথা কইবেই না যদি তবে মুখে ছোট্ট না বলবার ও তো কোন প্রযোজন ছিল না।"

ঘরে এতক্ষণ কেহ ছিল না এইবার সুবিমল প্রবেশ করিল, আর তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন তাহার দাদা মহাশয়। ভগিনীকে রুষ্ট মুখে বসিয়া থাকিতে ও অমিয়কে তাহার ক্রোধ ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুবিমল হাসিতে হাসিতে অমিয়কে কহিল – "নেলির রাগ হয়েছে অমিয়বাবু! আপনি কাল এলেন না তাই সে প্রতিজ্ঞা করেছে আপনার সঙ্গে আর কথা কইবে না।'

ভ্রাতার কথায় উষ্মা প্রকাশ করিয়া নীলিমা বলিল—"আমি ঐ কথা বলেছি বুঝি! প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম কখন ?"

"না, ঠিক প্রতিজ্ঞা নয়, তবে কথা কইবিনা এ কথা বলিস্‌নি ?"

"কইবই না তো" বলিয়া নীলিমা এবার টেবিলের উপর হইতে এক খানা প্রবাসী টানিয়া লইয়া বসিল।

অমিয় হাল ছাড়িয়া দিল, বুঝিল, নীলিমা সহজে কথা কহিবে না।

সুবিমলকে বলিল,—"কাল্ আমাকে বাড়ীতে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েছিল। দাদার ছোট ছেলেটির হাতখানা পড়ে গিয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে হয়ে গিয়েছে, তা'ই তা'কে আন্‌তে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে সমস্ত দিন কেটে গেল—"

নীলিমার রাগটাগ সমস্ত যেন উবিয়া গেল; সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল;—"ডাক্তারে কি বল্লে?"

তাহাকে কথা কহিতে দেখিয়া তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। অমিয় বলিল,—"এই দেখ, তোমার কথা কইতে হোলো।" পরে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল,—"বলেছিইতো হাতখানা একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গিয়েছে। ডাক্তারে কোনও আশা দিতে পার্ল্লে না।"

দাদামহাশয় এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন, এইবার বলিলেন,—"তাইত' বড় বিপদ দেখ্‌ছি। কিন্তু তা'বলে তোমার কাল একেবারে না আসাটা বড় অন্যায় হয়েছে। চন্দ্রাবলী যে কুঞ্জ সাজিযে শ্যামের জন্য সারা দিন মানটা অপেক্ষা করেছিলেন।"

কথাটায় অমিয় ও নীলিমা দু'জনেরই মুখ লাল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোনও কথা বলিতে পারিল না, শেষে সুবিমলই প্রথম কথা কহিল "আপনার গান গাওয়া অভ্যাস আছে অমিয বাবু?"

ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কথায় দাদামহাশয় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরিহাসের কথাটায় যে এই যুবক ও তরুণীর হৃদয়ে এতখানি ভাবের হিল্লোল বহিয়া যাইবে তাহা তিনি অনুমান করিতেও পারেন নাই। কথাটাকে চাপা দিতে তাই বলিলেন—"হাঁ, হাঁ, দু'একটা গানটান গাও ভাই! মিউসিক্ সকলকার ভেতরেই আছে।"

অমিয় বলিল,—"গানটা আগে আপনারা কেউ সুরু কর্লে'ই ভাল হয়; আমি না হয় শেষে গাইব।"

বার কয়েক অনুরোধ করার পর শেষে নীলিমাকেই প্রথম গাহিতে হইল :—

"আমি চঞ্চল হে—
আমি সুদূরের পিয়াসী।"

শিক্ষিত হস্তে পিয়ানোর চাবির উপর হাত দিয়া সুমধুর সুরলহরী বাহির করিতে করিতে তাহার সহিত নিজের সুকণ্ঠের সঙ্গীত ধারা মিশাইয়া নীলিমা গাহিল—

"ওগো সুদূর, বিপুল সুদুর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,
নাহি জানি পথ নাহি মোর রথ
সে কথা যে যাই পাশরি।"

সে গান শুনিয়া অমিয় আত্মহারা হইয়া গেল। নীলিমা গাহিল—

"দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারই আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রাণ মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।"

অমিয়র অন্তরের সুর বাহিরে সমস্বর পাইয়া তাহার ভিতর আপনাকে ঢালিয়া দিল। সে-ও যে প্রাণ মনে তাহার আকাঙ্খিতের পরশ পাবার প্রয়াসী। কিন্তু সে প্রয়াসের সার্থকতা কোথায়? যে নিষ্ঠুর নিস্ফলতা তাহার জীবনের সমস্ত হাসিটুকু আচ্ছাদিত করিয়া অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া

আছে তাহাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা যে কাহারও নাই। গানের হাওযা যখন একটু একটু কবিযা হাল্কা হইয়া পড়িল তখন যেন তাহার ঘোব কাটিল বলিল, -"সুন্দব, ভাবি সুন্দব।"

নীলিমা এ প্রশংসায আশাতীত সন্তুষ্ট হইল ; হাসিযা কহিল,—"এই-বাব আপনি একটা গান করুন।"

খানিকক্ষণ এড়াইবাব চেষ্টা কবিযা শেষে অমিয গাহিল,—"ললিত ঝঙ্কাবে কি গাহিব গান তো সকলি গিয়াছি ভুলিযে।" করুণস্বরে বুকের ভিতব হইতে বাক্যে পরিস্ফুট হইযা উঠিল ;—শুনিতে মন্দ লাগিল না। তাই বুঝি কবি বলিয়াছেন—"বিষাদেব সুব, বড়ই মধুব শুনিযা পবাণ মোহে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়াই দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখের দহন হইতে চিত্তকে রক্ষা করিতে অমিয় সুবিমলদেব বাড়ীতে হাস্য কৌতুকে মন্দ কাটাইতে ছিল না। বাড়ীর বড় ছোট সকলেই তাহার মধুর স্বচ্ছ ব্যবহাবে তাহার প্রতি একটু বেশী রকমই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। সেদিন যখন কথায় কথায় নীলিমাব মামাতো ছোট ভাইটী তাহাকে একজন ভাল ক্রিকেট খেলোযাড় বলিয়া জানিল তখন বালক মহলে তাহার প্রতিপত্তির আর সীমা রহিল না।

ছেলেটীব নাম পরিতোষ। ব্রাহ্মবযেজে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িত। ক্রিকেট খেলায নূতন দীক্ষিত হইতেছিল। অমিযকে ভাল ক্রিকেটীযাব জানিয়া দু'একটা কসরৎ শিখিয়া লইবাব ইচ্ছাটা তাহার খুবই মনে জাগিতে ছিল। সেদিন চায়ের টেবিলে অমিযকে তাই গ্রেফ্‌তার করিয়া বসিয়া বলিল—"অমিযবাবু আপনি খেলা ছেড়ে দিলেন কেন?"

"ছাড়লাম্ আব কোথায়? এই বছবটাই খেললাম না।" বলিযা তাহাব দিকে ভাল করিয়া চাহিযা অমিয জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বুঝি খুব ভাল খেল?"

পরিতোষ ছেলে মহলে খেলায ইহাব মধ্যেই নাম কিনিযাছিল; কিন্তু বিনযে সে কাহাবও অপেক্ষা খাটো ছিল না, বলিল,—"না, তেমন ভাল নয়।"

তাহার ছোট ভাই প্রিয়তোষ কিন্তু দাদার প্রতিপত্তিটাকে ম্লান হইতে দিল না; বলিল, "না অমিয়বাবু, দাদা খুব ভাল খেলে। সেদিন ডেফ এণ্ড ডাম্ব স্কুলের সঙ্গে খেলায দাদা 56 not out করেছে।" জ্যেষ্ঠের সাফল্য বর্ণনায কনিষ্ঠের মুখ আনন্দ দীপ্ত হইয়া উঠিল।

অমিয হাসিযা বলিল "তাই নাকি? তবে না পরিতোষ বাবু, তুমি চুপ্ করে বসে বল কিছু জানি না।"

পরিতোষ শুধু একটুখানি হাসিল।

অমিয়কে ক্রিকেটীযার আবিষ্কার করিয়াছিল পরিতোষের বন্ধু মেঘেন। সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া চায়ের বাটীতে মনঃসংযোগ করিতেছিলেন। চাটুকু নিঃশেষ পান করিযা বলিল "আপনি তো গত বৎসর সাতখানা সেঞ্চুরী করেছিলেন?

অমিয উত্তর দিল না; পরিতোষ মহা হল্লা করিয়া উঠিল; সকলে মিলিযা অমিয়কে একজন প্রকাণ্ড ক্ষণজন্মা পুরুষ স্থির করিয়া ফেলিল।

এত' গেল ছেলে মহলের কথা। বড় মহলেও অমিয়র স্থান পাইতে দেরি হইল না। দাদামহাশয়টি ছিলেন প্রকাণ্ড একজন "গল্পী," দেশের কথা আলোচনা করিতে পাইলে আর কিছুই চাহিতেন না; দুই দিনেই অমিয়র ভিতরটাও তিনি বুঝিয়া লইলেন। তখন আর অমিয়র উপায় রহিল না, প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া দেশের কথা লইয়া বক্তৃতা চলিতে লাগিল। রিফর্ম্ম্ বিল্‌টা বাজে, ইংরাজ আমাদের আশা দিয়া কতখানি নিবাশ করিয়াছে তিলক, গান্ধী, কেন এত লোকের সম্মানলাভ করিয়াছেন;—বৃদ্ধ সমস্তই অমিয়কে বুঝাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধের জ্ঞানেব গভীরতা অনেক, দেশেব বড বড় খবরেব কাগজ তাঁহার নিত্য পাঠ্য, কোনও ঘটনাই তাহাব চক্ষে না পড়িযা যায না।

এক দিন তিনি অমিযকে বলিলেন—"দেশের লোকের শিক্ষা নেই, উৎসাহ নেই, চেষ্টা নেই। এই ধর আমেরিকাব জন সংখ্যা আট কোটী আটান্ন লক্ষ, তাদেব ১৪০টা ইনিভারসিটী আছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ডের লোক সংখ্যা হচ্ছে ৬ কোটীব কিছু বেশী বিশ্ববিদ্যালয আছে ১৯টা। জার্ম্মানির ৬ কোটী লোক ২১টা ইউনিভারসিটী; ইটালি ও ফ্রান্সের লোক সংখ্যা ৩ কোটী করে তাদেব ২১টা ও ১৫টা ইউনিভাবসিটী। আমেরিকা, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আযার্লণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ও ইটালি সব জড়িযে লোক আছে কিছু বেশী ২৬ কোটী ইউনিভারসিটি আছে ২১৭টা আর আমাদের ৩১ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের জন্য ইউনিভারসিটী আছে ৮টা। এখন একটা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা ধর ৯টা। এই তো দেশের অবস্থা। স্ত্রী শিক্ষার কথা নাইবা বল্লাম। তার পর দেখ দেশের অর্থ সমস্যা। লোক তো দিন দিন গরীব হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই, তার জন্য চেষ্টাও নেই।"

অমিয় হাসিযা বলিল,—"কেন, যুদ্ধের আগে আমবা যাহোক দুমুটো খেতে দুবেলা পেতাম, পরবার কাপড় পেতাম, এখন তাও পাচ্ছি না।"

দাদামহাশয় বড়ই দুঃখেব সহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"ভাববার কথা! এই দেখ জাপান, এরা এত অল্প সমযেব মধ্যে এত বড় হলো কি করে? নিজের চেষ্টায, বাণিজ্যে নয কি? আমাদের দেশেব লোকের চেষ্টা কই? কাপড় বিলেত থেকে না এলে আমাদের উলঙ্গ থাকৃতে হবে। বলে সুতো পাওয়া যায না বলে দেশীমিল চলে না। কিন্তু

যাতে তুলা হয় তা আগে কর্ত্তে হবে। গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যা-লয় স্থাপন কর; নিজের উপর নির্ভর কর্ত্তে চেষ্টা কর, ম্যালেরিয়া তাড়িয়ে নিজেদের ও গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কর। দেশে থেকে ম্যালে-রিয়ায় মরেও বরং যাও তবু এ ব্যবস্থা কর্ত্তে চেষ্টা কর।"

সুবিমল বলিল "ম্যালেরিয়া তাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে দাদামহাশয়!"

"বড় কম ভাই, বড় কম! ওটুকু চেষ্টায় কাজ হবে না। এর জন্যে আরও অনেক চেষ্টা চাই, ঐকান্তিক সাধনা চাই, লক্ষ লক্ষ যুবকের স্বার্থত্যাগ চাই, তা কর্ব্বে?"

অমিয় মনে মনে বলিল সে করিবে! আর তাহা ছাড়া কি-ই বা সে করিবে? অন্য উপায় তাহার আর কি আছে? বিফল জীবনে সফলতা আনিতে তাহার একমাত্র কাজ দেশের কাজ, দশের কাজ, জাতির কাজ। অন্তর তখন তাহার উপরকার শক্তি ভিক্ষা করিল—"হে মা শক্তি-ময়ি, শক্তি দাও।" আর সত্য সত্যই তাহার শূন্য হৃদয় এ প্রার্থনায় যেন ভরাট হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমিযর দিন কাটিতেছিল ভাল যতদিন না শবৎ ফিরিযা আসিল। তাহার পর যেন সমস্ত গোলমাল হইযা গেল। শরতের সঙ্গে দেখা হইল নীলিমাদের বাড়ী। বৈঠকখানায় তখন আর কেহ ছিল না, অমিয বসিযা একখানা ছবিতে রং ফলাইতেছিল, নীলিমা তাহাব পার্শ্বে টেবিলের উপর ভর দিয়া তাহা দেখিতেছিল। তাহার সদ্যঃ স্নান সিক্ত চূর্ণ কুন্তলেব দুই এক গুচ্ছ অমিযর পীঠের উপব গিয়া পড়িযাছিল,শরৎ প্রবেশ করিযাই তাহা দেখিয়া কিছুক্ষণ ঈর্ষা কুটিল দৃষ্টিতে স্থির হইযা তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল;—কতকক্ষণ যে দাড়াইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সুবিমল যখন পিছন হইতে তাহাকে দেখিয়া বলিযা উঠিল, "একি শরৎ বাবু দঁড়িযে রইলেন যে? কখন এলেন?" তখন শরতের চমক ভাঙ্গিল। শরতের নাম শুনিযা অমিয়ও চক্ষু ফিরাইয়া চাহিল। বন্ধুকে দেখিয়া বলিল "কিরে শরৎ কখন এলি?"

শবৎ আর একবার বন্ধুর দিকে চাহিল তাহার পব সুবিমলকে বলিল "এই তো ভোরেব ট্রেণে এলাম। এসেই কিন্তু আপনাদের এখানে ছুটে এসেছি। প্রাণের টান কিনা।" বলিযা একবাব অপাঙ্গে নীলিমার দিকে চাহিল, কিন্তু কোনও উৎসাহ পাইল না। শরতের চক্ষু দুটা আবার হিংস্র শ্বাপদেব মত ধক্ ধক্ করিযা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দিবার কাহারও অবকাশ ছিল না। অমিয় আঁকিতেছিল কাঞ্চন-জঙ্ঘার

একটা দৃশ্য ; রং ফলাইয়া সেটা প্রকৃতই বড় সুন্দর দেখাতেছিল, নীলিমা তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সুবিমল ও ঘরে ঢুকিয়াই তাহাতে মনঃসংযোগ করিল।

কেহই যখন তাহার প্রতি মনোযোগ দিল না, তখন শরৎকে অবশেষে যাচিয়াই কথা কহিতে হইল, বলিল, "নীলিমার সদাব্রতেও আজ বুঝি আমার আশা নেই।" নীলিমা একটু অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"ক্ষমা কর্ব্বেন শরৎবাবু! এখনি দিচ্ছি এনে।" বলিয়া ভিতরে গিয়া খানিক ক্ষণের মধ্যেই চায়ের ডিশ আনিয়া শরতের সম্মুখে হাজীর করিল। শরৎ ও সুবিমল গল্প করিতেছিল, অমিয় যে কাজটা ধরিয়াছিল সেইটা সম্পূর্ণ করিতেই ব্যস্ত রহিল। চা দিয়া নীলিমা পুনরায় অমিয়র পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। শরৎ একবার তাহার দিকে চাহিল তাহার পর চায়ের আরও খানিকটা চিনি মিশাইতে মিশাইতে সুবিমলকে জিজ্ঞাসা করিল "মুখার্জির খবর পেয়েছেন সুবিমল বাবু?"

প্রশ্নটা বোধ হয় সুবিমলের মনঃপূত হইল না, গম্ভীর মুখে কহিল—"না তিনি আর কোনও চিঠিই দেন নি।"

"তিনি বোধ হয় বন্ধুত্বটাকে ভুলতে প্রতিজ্ঞা করেছেন।" বলিয়া শরৎ হাসিয়া উঠিল।

"সে তো ভাল কথা। তাতে বোধ হয় আমাদের কারও কোনও ক্ষতি হবে না।"

"ক্ষতি কত রকমে হ'তে পারে" বলিয়া শরৎ আবার একবার চিত্রাঙ্কনপর যুবক যুবতীর দিকে চাহিল; হিংসাটা যেন বুকের উপর হইতে নামিতে চাহিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁহাকে এই চোখ টাটানি ভোগ

করিতে হইল না, অমিয়র ছবি পাচ মিনিটের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। সেও নীলিমা উভয়েই তখন শরৎ ও সুবিমলের কথা বার্ত্তায় যোগদান করিল। তখন শরৎকে যেন আপ্যায়িত করিতে নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল "রেঙ্গুনের কাজ আপনার শেষ হয়ে গেল শরৎবাবু?" শরতের একটু অভিমান হইয়াছিল, নীলিমার কথায় উত্তর না দিয়া সে সুবিমলকে বলিল "আবার শীঘ্রই বম্বে যাচ্ছি সুবিমল বাবু।"

"এই রেঙ্গুন আবার এর মধ্যেই বম্বে। খুব বেড়াচ্ছেন কিন্তু।" সুবিমলের কথাটা কিন্তু শরতের কানে গেল না। তাহার নিকট হইতে কথার উত্তর না পাইয়াও নীলিমা তাহাতে গ্রাহ্য না করিয়া যে বেশ নিশ্চিন্ত মনে অমিয়র সহিত চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে ইহা দেখিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল। আর থাকিতে না পারিয়া বলিল "অমিয়তো সকাল থেকে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে হাসি তামাসা কচ্ছ, ওদিকে শ্যামলের অবস্থা দেখে বাড়ী শুদ্ধ সকলে যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন সে খবর রাখ কি?"

তাহার কথার ঝাঝে তিনজনেই চমকিয়া উঠিল। ইহার হইল কি? ইহার ভিতর এই ক্রোধ প্রকাশের কি এমন কারণ শরৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া অমিয় বলিল "উদ্বিগ্ন হবার কারণ তো কিছু নেই; আমি তো সকালে ভালই দেখে এসেছি। তুমি কি আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে নাকি?"

"না গিয়ে কি আর অমনিই অন্তর্য্যামী হ'য়ে বলছি? গিয়ে দেখলাম তার জ্বর বেড়েছে, যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ কচ্ছে।"

অমিয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল, "আমি তা'হলে এখন আসি

সুবিমলবাবু।" বলিয়া সুবিমলকে নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

"আমিও এখন যাচ্ছি সুবিমল বাবু" বলিয়া শরৎও অমিয়র অনুগমন করিল, বন্ধুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাড়ী যাচ্ছ না কি ?"

অমিয় উত্তর দিল "হাঁ। শ্যামলের জ্বর সত্যই খুব বেড়েছে শরৎ ?"

"একটু বেড়েছেই তো দেখে এলাম"

"একটু! আর অমন করে ভঙ্গ দেখিয়ে ওঠালে আমায়—বাঁদর!"

শরৎ সে কথায় কোনও উত্তর দিল না। খানিকটা গিয়া সহসা বলিল "তোর সঙ্গে গোটা কতক কথা আছে।"

অমিয় আশ্চর্য্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কি কথা ?"

"চল বল্‌ছি" বলিয়া শরৎ আরও কিছু দূর চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তখন দুই বন্ধুতে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল :—

শবৎ চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"অমিয় তুই নীলিমাকে ভাল বেসে ফেলেছিস না— ?"

অমিয় বিস্ময়ে খানিকটা নির্ব্বাক্ হইয়া তাহাব দিকে চাহিয়া বহিল, তাহাব পব বলিল, "তোব মাথা কি খাবাপ হযে গেল অমিয ?

শবৎ তেমনই কাতব স্ববে জিজ্ঞাসা করিল "বল্ ভাই স্পষ্ট কবে বল, সত্যিই তুই তাকে ভাল বলিস্ কি না ?" অমিয বিবক্ত হইযা বলিল "কি বক্‌ছিস শবৎ ? ভদ্রলোকেব বাড়ীব কুমাবী মেযেদেব বিষযে ওসব আলোচনা কবা কি ভাল ?"

"ভাল বাসিস্ না তাহলে ?"

"আবে না না। ভালবাসা কর্ব্বাব মত মনেব অবস্থা আমাব নেই, সে প্রবৃত্তিও আমাব নেই।"

শবৎ আশ্বস্ত হইয়া একটা প্রকাণ্ড দীঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, তাহাব বুকের উপব হইতে প্রকাণ্ড পাহাড়টাই যেন নামিয়া গেল !

আবাব কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ কবিযা চলিল। শেযে অমিয জিজ্ঞাসা কবিল "কিন্তু তোব এ বোগ ঢুকলো কেন ?"

"কি বোগ ?"

তাহাকে অনভিজ্ঞ সাজিতে দেখিয়া অমিয হাসিয়া ফেলিল, বলিল,

"বুঝি হে বুঝি। ও রোগ লুকুতে পারা যায় না।" বলিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল "তোকে না এলাহাবাদে সেদিন আমি সাবধান করে দিয়াছিলাম।"

পড়া মুখস্থ না করিয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে পরীক্ষা দিতে গেলে ছাত্রদের মুখ ভাব যেমন হয় শরতের মুখখানাও প্রায় সেই রকম হইয়াছিল। সে একটু ঢোক গিলিয়া বলিল "চেষ্টা কি আর করি নি? পার্ল্লাম না যে!"

বন্ধুর মুখ ভাবে অমিয় মনে মনে হাসিতে লাগিল বলিল, "মুখুর্জ্যের সতর্ক চক্ষুর সামনে থেকে তার ফুল বাগানে সিঁধ দিয়ে তুই পার পেয়ে গেলি! সে কিছু বল্লে না?"

"কি আর বল্‌বে? সে বালাই দূর হয়েছে।"

"তার মানে?"

"সে যে রকম কর্ত্তে লাগ্‌লো তাতে সকলেই তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন; শেষে নিজেই সে রাস্তা দেখ্‌লো।"

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে ধর্ম্মতলার একখানা ট্রাম দাঁড়াইয়াছিল উভয়েই তাহাতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীতে মাত্র তিনজন আরোহী ছিলেন, বেশ নিশ্চিন্তে বসিয়া অমিয় বলিল "কাজটা কিন্তু তোর ভাল হচ্ছে না শরৎ!"

শরৎ সোজা হইয়া বসিয়া কহিল "কেন?"

"তোর বাবা মা কেউই নীলিমাকে বিয়ে কর্ত্তে অনুমতি দেবেন না।"

"আমি নিজের ইচ্ছামত কাজ কর্ব্ব।"

অমিয় তখন তাহাকে বুঝাইতে লাগিল "দেখ্ শরৎ একটা কাজ

কর্ম্মো বলা যত সহজ হাতে কলমে কর্ত্তে গিয়ে সেটাকে ততই শক্ত বলে মনে হয়। ও সব খেয়াল ছাড়্ অন্ততঃ আমার অনুরোধ বলেও ছাড়্। ও সব ব্রাহ্মিকার প্রেম তোর আমার মত লোকের পোষায় না। আলাপ রাখা ভাল-ব্যস্—তার বেশী একটুও না।"

অমিয়র বক্তৃতাটা শরতের আদবেই মনঃপুত হইল না, বলিল "থাম হে বক্তা, থাম। একটা সামান্য কথাও কি মনে রাখ্তে পারো না।"

অমিয় আশ্চর্য্যে বলিল "কি ?"

"আগে আপন সামাল কর শেষে পরকে গিয়ে ধর।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ চোখটা আমার কানা হয় নি। আজকে নীলমাদের বাড়ী তোমার ব্যবহার দেখে ও কিছু তোমার সততা বিশ্বাস করে থাক্‌ব তা' ভেবোনা।"

অমিয় রাগিয়া উঠিল—"কি বলছো শরৎ ? স্পষ্ট করে বলনা !"

"স্পষ্ট করে বলবার আবশ্যক তো কিছু দেখি না। মশায়ের যে নীলিমার প্রতি একটু প্রে—"

অমিয় ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "চুপ কর্ শরৎ—চুপ কর ! তুই যে এমন ধারা একটা বেহায়া হয়ে পড়েছিস্ এ আমার ধারণা ছিল না।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে আর কোনও কথা হইল না। শরৎ ভিতরে ভিতরে ঈর্ষায় ফুলিতে লাগিল, অমিয় বন্ধুর উপর অভিমানে তাহার এই মন্দ ব্যবহার ও আরও কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।—কিন্তু শরৎ তাহার আবাল্য সুহৃৎ, দুজনে যে দুজনকে কতখানি ভাল বাসিত তাহার

পরিমাণ দুজনের কেহই জানিত না। ছেলেবেলা হইতে কতবার কত খুঁটি নাটি ধরিয়া যে উভয়ে বিবাদ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বিবাদ করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা অনুতপ্ত হইয়াছে, পরস্পরের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে। একটু একান্তে নিজেকে পাইয়াই তাই শরতের উপর অমিয়র রাগ একটু একটু করিয়া পড়িয়া গেল। সে শরৎকে সাহায্য করিতেই কৃতসংকল্প হইল,—এবং তাহাই মনে করিয়া দ্বিপ্রহরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার বাড়ী গেল। দরজার কাছে, বাহির হইতে বার কতক "শরৎ" "শরৎ" করিয়া ডাকিয়া যখন সাড়া পাইল না, তখন সে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। শরতের ছোট ভাই ঘরে বসিয়া হল্ এ্যাণ্ড্ ষ্টিভেন্সের জিওমেট্রি খানা আড়াল করিয়া "ভীষণ খুনোখুনি নামধেয় একখানা অতীব চিত্তচমকপ্রদ উপন্যাস অখণ্ড মনোযোগ দিয়া গিলিতে ছিল, অমিয়র পদশব্দে চকিতের মধ্যে সেখানা ঢাকিয়া ফেলিয়া সে তেইশ নম্বরের থিওরেমের মধ্যেই যেন নিজেকে ঢালিয়া দিল। অমিয়র চক্ষে কিন্তু তাহার এই প্রযাস সফল হইল না চৌকীর উপর তাহার সন্নিকটে বসিয়া বলিল "কিরে সরোজ! খুব মন দিয়ে লেখা পড়া কচ্ছিস্ যে!"

একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সরোজ কুমার নীরবে মাথা চুলকাইতে লাগিল।

"দাদা কোথায় গেল রে—সরোজ?"

কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে জিওমেট্রের তলা হইতে বাংলা নভেল খানা লইয়া অমিয়কে তাহার পাতা উল্টাইতে দেখিয়া কতকটা লজ্জায়ও কতকটা ভয়ে সরোজকুমারের 'মুখখানা একটু বিকৃত ভাব ধারণ

করিয়াছিল, কথাটায় তাই চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না, একটু জড়িতস্বরে বলিল—"দাদা? 'দাদা ত খেয়ে দেয়ে সেই বারোটার সময়ই কোথায় বেরিয়েছেন?"

শরৎ যে কোথায় গিয়াছে তাহা বুঝিতে অমিয়কে কষ্ট করিতে হইল না আর কিছু বলিয়া সেও বাহির হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পথে বাহির হইয়া অমিয় ভাবিয়া লইল যে সে,শরতের পিছনে পিছনে ধাওয়া করিবে কি না ? তখন তিনটা বাজে, পৌঁছিতে চারিটা বাজিবে। গল্প করিবার সময় তেমন পাওয়া যাইবে না ; তাহা ছাড়া শরৎ হয়তো বিরক্ত হইবে। এই ভাবিয়া প্রথমটা সে না যাওয়াই স্থির করিল ; কিন্তু যাওয়াটা যেন তাহার নেশার মত হইয়া গিয়াছিল ; সুতরাং কিরূপে যে সে শেষে নীলিমাদের বাটীর দরজায় গিয়া পৌঁছিল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না।

বৈঠকখানার ভিতর হইতে হাসির হররা উঠিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গানও চলিতেছিল খুব। নীলিমা গান করিতেছিল, শরৎ তাহার পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া গানের বইয়ের পাতা উল্‌টাইতেছিল। অমিয়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শরতের মুখখানা কালো হইয়া উঠিল। অমিয় তাহা লক্ষ্য করিল, এবং শরতের নিকটে গিয়া পিঠের উপর হাত দিয়া বলিল "তোর বাড়ী গিয়াছিলাম শরৎ !"

"আমার সৌভাগ্য !" বলিয়া শরৎ আরও তৎপরতার সহিত বইখানার পাতা উলটাইয়া যাইতে লাগিল।

ঘরে আরও তিন চারি জন স্ত্রী পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে শরতের নিকট হইতে এইরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়া অমিয় একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু তাহা চাপিয়া রাখিয়া বন্ধুকে বলিল "আসবার সময় ডেকে আন্‌লি না কেন ?"

শরৎ এবার কথাই কহিল না। নীলিমা কিন্তু অমিয়কে রক্ষা করিল, বলিল, "আসুন, অমিয়বাবু। আপনাকে প্রভাসবাবুর সঙ্গে intıoducc (পরিচিত) করে দিই।"

ঘরের কোণে বসিয়া এক যুবক অমিয়র দিকে ভয়ানক তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, সহিত নীলিমা তাহারই অমিয়কে পরিচিত করার কথা বলিতেছিল। যুবকের দিকে চাহিতেই অমিয় চমকিয়া উঠিল, ভাবিল —এ মুখ তো তাহার অপরিচিত নয়! তাহার ভাব দেখিয়া নীলিমা বিস্মিত হইল, বলিল, "অমিয়বাবু বুঝি প্রভাসবাবুকে আগে থেকে জানিতেন?"

কথার জবাব দিল প্রভাস। বলিল "হাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় রেলগাড়ীতে, তার পর কাশীতে আমাদের বেশ জানাশুনা হয়েছে।"

এই নির্ল্লজ্জ যুবকের বেহায়াপনাতে অমিয়র আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল; কিন্তু সে কিছু বলিল না, চুপচাপ ভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল, তাহার পর নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করিল— "সুবিমলবাবু কি নেই নীলিমা?"

নীলিমা জানাইল, তিনি কাজে গিয়াছেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবেন না। তাহার পর অমিয়কে যেন একটু আশ্চর্য্য করিতেই বলিল—"প্রভাসবাবুর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হচ্ছে, জানেন অমিয়বাবু?"

প্রভাসবাবুর সম্বন্ধে অমিয় যে কিছু জানিতে চাহে না, নীলিমা তাহা বুঝিল না, তাই নিজের মনে বলিয়া গেল—"আমাদের সেজদির সহিত প্রভাসবাবুর বিবাহের কথা হইতেছে—"

অমিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে একটু কঠিন স্বরে বলিয়া উঠিল "কি ?" তাহার পর আপন মনে কহিল "জোচ্চোর !"

নীলিমা একবার ভাবী ভগিনীপতির দিকে চাহিল, দেখিল, তাহার মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার সেজদি লীলাও প্রভাসের মুখের উপর চাহিল, তাহার পর অমিয়কে জিজ্ঞাসা করিল "কি ব্যাপার, অমিয়বাবু ?"

"জিজ্ঞাসা করুন ঐ জোচ্চোরকে", বলিয়া, অমিয় অতি কঠোরদৃষ্টিতে আর একবার প্রভাসের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টির সাম্‌নে পড়িয়া প্রভাস সমস্ত পৃথিবীটারই ধ্বংস কামনা করিতে লাগিল। পৃথিবীর কিন্তু ধ্বংস হইল না, কেবল ছয় জোড়া চক্ষু কৌতুহল, ঘৃণা ও বিদ্রূপের দৃষ্টি লইয়া তাহার মুখের উপর সন্নিবিষ্ট হইল।

অমিয় ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছিল। এই প্রভাস তাহার জীবনের সকল সুখ, শান্তি নিজের খেয়ালের বশে কেমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে, তাহা ত সে ভুলিতে পারিবে না। যাহাকে সে প্রাণের চেয়ে, পৃথিবীর সকল জিনিষের চেয়ে ভালবাসে, এই প্রভাসের জন্যই আজ তাহার কি দুর্দ্দশা ! আজ সম্মুখে তাহার এই মহাশত্রুকে পাইয়া অমিয়র মন প্রতিশোধের বাসনায় একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল, তাহাকে ক্ষমা করিতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা হইল না। সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"একটী সরলা বালিকাকে কৌশলে ভুলিয়ে, তার অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে বিয়ে ক'রে, শেষকালে তাকে উন্মাদ ক'রে, এই হতভাগা ছেড়ে দিয়েছে। তার বৃদ্ধ পিতার হৃদয় এতে ভেঙ্গে গিয়েছে, তাঁর আর সেই মেয়ে ছাড়া কেউ নেই। নীরব পল্লীগ্রামে, পশ্চিমের এক নিভৃত প্রান্তে, অপরিচিতদের

মধ্যে শুধু ঐ মেয়েটা নিয়ে তিনি দিন কাটাইতেন, তাও হতভাগাব সহ্য না। সে বালিকা আজ উন্মাদ—একেবাবে উন্মাদ।"

লীলা একবাব প্রভাসেব মুখেব দিকে চাহিল, দেখিল তাহাব চক্ষু দুইটা ক্ষিপ্ত সিংহেব চক্ষুব মত জ্বলিতেছে। অমিয় চুপ্ কবিবাব খানিকটা পবে সে যেন দপ্ কবিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখে জোব কবিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"যা কবেছি, ঠিক কবেছি! তোমাব দর্প যে ভাঙ্গ্‌তে পেবেছি, এই আমার পবমলাভ। তোমাব মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি ব'লে কি তোমাব এত বাগ,—তাই নয় কি?' এই বলিয়া কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলেব মুখেব দিকে চাহিয়া সে উল্কাব মত ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেল।

অমিয় কিছুক্ষণ বজাহতেব ন্যায় দবজাব দিকে চাহিয়া বহিল। তাহাব পব তাহাব পিছনে পিছনে বাহিব হইতেই, নীলিমা আসিয়া তাহাব বাম হাতখানা ধবিয়া ফেলিয়া বলিল "কোথায় যাচ্ছেন অমিয়বাবু?"

"আসছি -এখনি আসছি" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া অমিয় কিন্তু ছুটিয়া বাহিব হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘরের ভিতরটায় কিছুক্ষণ যেন মৃত্যুনিস্তব্ধ হইয়া রহিল। লীলার নিঃশ্বাস বড় জোরে পড়িতেছিল, তাহা স্পষ্টই শুনা যাইতে লাগিল। লীলার বড় বোন তটিনী একটু ভীত স্বরেই বলিল "উঃ! ঐ লোকটা কি ভীষণ প্রকৃতির! ওর সঙ্গে আজ দু-বছরের আলাপ, অথচ আমরা ওর আসল প্রকৃতি কেউ জানিতে পারিনি।"

কথাটার উপর কেহই কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহার সংঘাতটা কয়জনের মনের মধ্যে বেশ চলিতেছিল। লীলা কিন্তু বেশী অভিভূত হইয়া পড়িল। সে বলিতে লাগিল "ওঃ! প্রভাসের স্বরূপ যদি এইরূপে প্রকাশ হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে সে কি করিত? এই ভীষণ প্রকৃতির লোকটাকে লইয়া তাহাকে চিরজীবন জ্বলিতে হইত!—"

শরৎ বলিল—"কিন্তু আমার বন্ধু হ'লে:কি হয়, অমিয়রও আমি প্রশংসা কর্‌তে পাচ্ছি না। আমি এ সন্দেহ আগেই করেছিলাম, এখন প্রভাসবাবুর কথায় সব পরিষ্কার হয়ে গেল।"

নীলিমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শরতের দিকে চাহিয়া ছিল, এইবার বলিল, "কি বল্‌ছেন আপনি?"—

"যে কাজটা অমিয় নিজেই কর্‌তো সে কাজটা প্রভাস করেছে ব'লেই না অমিয়র এত রাগ! ভদ্রলোক মেয়ে নিয়ে কাশী যাইতেছিলেন,

অমিযব সহিত বেলে আলাপ হইল। তাহাব পব তাহাদেব সহিত মেশা-মিশি। মেযেটা সবল, আব তাব বাপও ভালমানুষ, সেই মেযেব সহিত যাহাতে বিবাহ না হয় সেইজন্য আমিই অমিযকে এলাহাবাদে নিযে গেলুম। সেখানেও কি মন বস্‌লো? ও ভদ্রসমাজে মেশাব উপযুক্ত নয়। এতদূব নীচ প্রবৃত্তি ওব—"

নীলিমাব ঠোট দুখানা বেশ নড়িতেছিল, সমস্ত দেহ থব থব কবিযা কাঁপিতেছিল, অনেক চেষ্টায নিজকে সংযত কবতঃ চীৎকাব কবিযা বলিযা উঠিল "মিথ্যা:কথা।" সে চীৎকাবে সকলেই চকিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

"শবৎবাবু। আপনাকে ভদ্রলোক বলেই জানতাম, এখন দেখিতেছি, আপনি লোক ভাল না, অতি নীচ লোক। অমিযবাবু যে কেমন লোক, তা আপনিও যেমন জানেন, আমবাও তেমনই জানি। শুধু গায়েব জ্বালায়ই না আজ তাব নামে এই সব দোষাবোপ কবতে আপনি সাহসী হয়েছেন। আপনি কি ভাবছেন, তাঁব উপব আপনাব এই মহৎ ধাবণা হবাব কাবণ আমি জানি না? ছি ছি এত নীচ আপনি? যান, চ'লে যান—আমাদেব বাডী আব আসবেন না।"—বলিয়া আব কোনও দিকে না চাহিয়া, মহিমান্বিতা বাজ্ঞীব ন্যায, নীলিমা সে কক্ষ হইতে চলিযা গেল।

বিবর্ণ মুখে শবৎ একবাব তাহাব দিকে চাহিযা দেখিল, তাহাব পব ধীবে ধীবে ঘবেব বাহিব হইতে গিযা সুবিমলেব সহিত তাহাব ধাক্কা লাগিয়া গেল।

"শবৎ বাবু? নীলি, লীলা এবা কোথায়?"

শবৎ পশ্চাদ্দিকে অঙ্গুলি দিযা দেখাইয়া নীববে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুবিমল হাঁপাইতেছিল, বাহির ঘরের দরজায় দাড়াইয়া লীলাকে দেখিয়া বলিল "লীলি, নেলি কোথায় ?"

ভ্রাতার কণ্ঠস্বরে নীলিমা বাহিরে আসিয়া দাড়াইল ; তাহাকে দেখিয়া সুবিমল কহিল, "মস্ত একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে নেলি !"

ভীত স্বরে নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে, দাদা ?"

"আমাদের প্রভাসবাবু ভয়ানকরকম আঘাত পাইয়াছেন। একটা ঘোড়া ক্ষেপে ছুটছিল, কেউ তাকে থামাতে পারেনি, তিন চার জন লোককে ঘাল ক'রে শেষে নিজেও প'ড়ে মারা গেল। প্রভাসবাবু অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিলেন, ঘোড়াটা একেবারে হুড়মুড়িয়ে তাঁর ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। মাথায় খুব চোট্ লেগেছে, কোমর তো গাড়ীর চাকায় একেবারে দুখানা হ'য়ে গিয়েছে।"

নীলিমা সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল 'আর—অমিয়বাবু ?"

"তিনি:তো সেখানে ছিলেন, প্রভাসবাবুকে তিনিই হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের অবস্থা serious (সাঙ্ঘাতিক)—যে চোট্ লেগেছে !"—

এই কিছুক্ষণের মধ্যেই কত কাণ্ড হইয়া গেল। লীলা ও নীলিমার বুকের কলকব্জাগুলি যেন বৈদ্যুতিক শক্তিবলে ঘন ঘন সঞ্চালিত হইতে লাগিল। সংসারের দুর্জ্জেয় রহস্যই এই। কখন কি ঘটিবে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহা যে কেহই জানিতে পারে না। সুবিমল অবশ্য এতকথা জানিত না, তাই ভগিনীদের অন্তরের কথা সে অনুভব করিতে পারিল না ; সে বলিল "আমি মেডিকেল কলেজে চল্‌লাম নেলি, অমিয় যদি এর মধ্যে ফিরে আসে তো বস্‌তে বলিস্।" এই বলিয়া লীলার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা দিবার

জন্তু কহিল "তুই ভাবিস না লীলি, আমি প্রভাসবাবুর সম্বন্ধে ভাল খবরই আনছি।" এইরূপ সান্ত্বনা দিতে গিয়া ভগিনীর সান্ত্বনা আনিতে সে যে কতখানি বাধা দিল তাহা জানিতে না পারিয়া সুবিমল তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমিয় যে কি ভাবিযা প্রভাসের পিছনে পিছনে বাহির হইয়া আসিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, অথচ মতলব কিছু না থাকিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে ট্রাম-রাস্তা পর্য্যন্ত চলিয়া আসিল। এই সময় তাহাব চোকের সম্মুখে ঐ দুর্ঘটনাটী ঘটিযা গেল।

বিমূঢ় হইয়া অমিয কতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এত বড় দুর্ঘটনার কথা যে সে স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারে নাই! এই সুন্দর সুপুরুষ যুবক যে শুধু তাহারই জন্য এই বয়সে এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইল সে কেবল ইহাই ভাবিতেছিল। আর তাহার প্রাণের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কেবল এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল "ইহার জন্য সে দোষী কি না? কিন্তু সে আর কি করিতে পারিত? ইহা ছাড়া যে তার উপায় ছিল না— সেও তো মানুষ!"

আহতকে ঘেরিয়া অনেক লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সেই জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া অমিয় অতি কষ্টে প্রভাসের নিকট গিয়া ডাকিল "প্রভাস-বাবু!" সে আহ্বানে প্রভাস তীব্রচক্ষে একবার চাহিয়া ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া বলিল "যাও, চ'লে যাও—যাও!" অমিয় তাহার ভাব দেখিযা ভীত হইল। উত্তেজনায় প্রভাসের ক্ষতমুখে ভয়ানক রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। প্রভাস বলিল, "কে তোমায় ডেকেছিল? আমার জীবনের শনি তুমি! যাও, দূর হ'য়ে যাও—যাও!" সে আর কথা বলিতে পারিল না,

অত্যাধিক উত্তেজনার ফলে সে একেবারে মৃতের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি অমিয়র উপর পড়িল। একজন জিজ্ঞাসা করিল "ইনি কি আপনার আত্মীয়?"

"না, আত্মীয় নয়। তবে জানাশুনা আছে।" বলিয়া অমিয় একবার চারিদিকে চাহিয়া কহিল "কই একে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত তো কিছু দেখ্‌ছি না।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিই উত্তর দিল "হাঁ, এম্বুলেন্স্ কল্ করা হয়েছে।" এই বলিতে বলিতেই এম্বুলেন্স্ মোটর আসিয়া উপস্থিত। তখন কয়েকের জন সাহায্যে প্রভাসকে উঠাইয়া অমিয়ও গাড়ীর সহিত মেডিকেল কলেজে চলিল।

কলেজের কাজ শেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অমিয় ভাবিতে লাগিল, এইজন্য এখন সে কোথায় যাইবে। সুবিমল তাহাকে, কাজ শেষ হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিল, এই জন্য একটু খানি চিন্তা করিয়া শেষে সে সুকিয়া ষ্ট্রীটের দিকেই চলিল। সুবিমলদের বৈঠকখানায় কেহই ছিল না, পাখাটাকে সামান্য খুলিয়া দিয়া টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া, তাহার ভিতর মাথা গুঁজিয়া, অমিয় বসিয়া বসিয়া চিন্তাসূত্রের গ্রন্থি খুলিতে লাগিল। এই কয় ঘণ্টাতেই তাহার শরীর ও মন দুইই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যাত্রিপ্লাবিত ষ্টেসনে গাড়ী আসিলে তাহাতে যদি একখানা খালি কামরা থাকে, তাহার মধ্যে যেমন বহুলোক ভিড় করিয়া ঢুকিতে থাকে, সেইরকমই তখন তাহার মাথার ভিতর বহু ভাবনা হু হু করিয়া প্রবেশ করিতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

. এই সময় নীলিমা সেই কক্ষে :নিঃশব্দে প্রবেশ করিল, এবং অমিয়র নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"অমিয়বাবু!" অমিয় মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—

"অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি ?"

"বেশীক্ষণ নয়, সুবিমলবাবু কি কোথাও বেরিয়েছেন ?"

"হাঁ, তিনি তো মেডিকেল কলেজের দিকেই গিয়েছেন। আপনি এলে বসিয়ে রাখ্‌তে ব'লে গিয়েছেন।"

তা'হলে আসবেন এখুনি বোধ হয় বলিয়া অমিয় পুনরায় পূর্ব্বেকার সেই ধ্যানাবস্থায় নিবিষ্ট হইল।

ঘরখানি নিস্তব্ধ। অমিয় কত কি ভাবিতেছিল। আজ প্রভাসের এই অবস্থায় তাহার মনে জাগিতেছিল—শোভার কথা; আর নীলিমা যে কি ভাবিতেছিল তাহা যিনি সকলকার মনের সন্ধান রাখেন তিনিই জানিতে পারিলেন।

"অমিয়বাবু—কি ভাব্‌ছেন ?"

নীলিমার এই প্রশ্নে অমিয় আবার তাহার দিকে চাহিল, বলিল, "আমার ভাবনা কত কি ? তার কি সীমা আছে ?"

"এত কি ভাবনা আপনার ?"

"এত কি ভাব্‌না আমার! আমার সমস্ত জীবন ভ'রে শুধু হতাশার আগুন জ্বল্‌ছে, ব্যর্থতার দহনে সমস্ত অন্তর পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। আমার ভাবনার কথা ভাষায় তোমায় কি জানাব বল, নীলিমা ?"

নীলিমা নিজের দেহের সমস্ত ভার টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল— "কিসের এত ভাবনা আপনার, অমিয়বাবু? একটু শোক পেয়েছেন

ব'লেই না জীবনকে আপনি এত ব্যর্থ ব'লে মনে করিতেছেন। আপনার লোক কারও চিরদিন থাকে না—তাঁদের বিয়োগে যে শোকটা পাওয়া যায় সেটা সময়স্রোতে গা সহা হ'য়ে যায়ই। তারপর ধরুন, আপনার দাদা আছেন, বউদিদি আছেন, তাঁদের ছেলে মেয়েরা আছে, তাঁরা আপনাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আপনার টাকা আছে, যার জোরে আপনি সহস্র সুখকে টেনে আন্‌তে পারেন। আর—"

বলিয়াই নীলিমা থামিয়া গেল, অমিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিল। নীলিমা সুন্দরী—বেশ সুন্দরী। তার উপর আজ উত্তেজনার দীপ্তি যেন একটু লজ্জার আভায় তাহার মুখ আরও সহস্রগুণে সুন্দর করিয়া দেখাইতেছিল। তবে সৌন্দর্য্য দেখিবার মত মন তখন অমিয়র ছিল না, সে বললি—"কি বল্‌ছিলেন ?"

নীলিমা কিন্তু কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিল, শান্তস্বরে বলিল—"আর তা ছাড়া আপনি ব্যর্থ জীবন বহনই বা কচ্ছেন কোথায় ? শোককে তো আপনি জয় করে ফেলেছেন।"

"জয় করে ফেলেছি ?" অমিয় সাশ্চর্য্যে কহিল, "তা যদি পারতাম, তা'হলে তো আমি মস্ত বড় একটা সাধক হয়ে উঠ্‌তাম। না নীলিমা, শোককে আমি জয় কর্‌তে পারিনি। সময় সময় জোর ক'রে শান্তি পেতে চেষ্টা করিয়া মুখে হাসি আনি বটে, কিন্তু সে চেষ্টায় বুক যে আরও ফেটে যায়, তা কি কেউ বুঝ্‌তে পারে ?"

নীলিমা চুপ্ করিয়া নতমুখে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের নখ দাঁতে কাটিতে লাগিল। অমিয় কোনও উত্তর না পাইয়া বলিল,— "এক এক সময় আমার ভিতরকার দুঃখ তাতো জয় কর্‌বার

আত্মার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখে উপহাস ক'রে ওঠে, তখন মনে হয়, আমি পাগল হয়ে যাবো।"

নীলিমা উত্তর করিল—"আপনি আরও জোর ক'রে, আরও চেষ্টা ক'রে, দুঃখকে জয় করুন।"

অমিয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"পারা যায় না নীলিমা, পারা যায় না।"

"কেন যাবে না? চেষ্টার অসাধ্য কোনও কাজ নেই। আমি আপনাকে উপায় ব'লে দেবো।"

অমিয় অবাক্ হইয়া গেল, অনেকক্ষণ পরে বলিল "তুমি?"

"হাঁ আমি। আপনি কি জানেন না? বুঝতে পাচ্ছেন না?" নীলিমার গলার স্বর কাঁপিতেছিল।

অমিয় বুঝিতে পারিল। তাহার কথায় নয়—তাহার গলার স্বরে, তাহার মুখভাবে তাহার নত দৃষ্টিতে উঠিয়া তারপর কয় পা পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"অসম্ভব! তুমি আমার জীবনের কথা জানো না। আজ তোমায় আমি বল্‌বো। আর কাউকে বলিনি শুধু তোমায় বল্‌বো। কেন জান? তোমায় আমি ভালবাসি, নীলিমা! তোমার রূপ আমাকে মুগ্ধ করেনি; তোমার গুণ, তোমার সারল্য, তোমার কমনীয়তা, তোমার মধুর স্বচ্ছ ব্যবহারই আমায় আকৃষ্ট করেছে। আজ একজন ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের চেয়ে তোমায় আমি ভালবাসি।"

নীলিমা কাঁপিতেছিল—অমিয়র কথায় অর্দ্ধস্বগতভাবে বলিয়া উঠিল "একজন ছাড়া?"

"হাঁ, একজন ছাড়া। কিন্তু এ ভালবাসার কথা শুনে তুমি আশ্চর্য্য

হযো না, প্রতাবিত হযো না। শোন নীলিমা, আমাব বোন নেই, যত্ন কবতে পাবে, ভালবাসা জানাতে পাবে, এমন আমাব একটীও বোন নেই। তোমাব কাছে আমি যত্ন ভালবাসা তুইই পেযেছি,—তাইতেই তোমায ভালবেসেছি। বোনেব মত—কিন্তু বিশ্বাস কব, জগতে খুব অল্প ভাইই সহোদবাকে আমাব মত স্নেহ দিতে পাবে।"

নীলিমা মাথা নীচু কবিয়াই বলিল—"একজন সে কে ?"

"সে শোভা। তাকে আমি ভালবেসেছিলাম, ভালবাসি, ভাল বাস্‌বো। সে পবস্ত্রী—ঐ প্রভাস তাকে জোব ক'বে বিয়ে কবেছে, নযতো সে আমাবই ছিল। আজ সে পবস্ত্রী, তাকে ভালবাসা অবশ্যই আমাব পাপ, তথাপি সে পাপ আমি মাথায় ক'বে লইব। নিজেব হাতে নিজেব হৃদয উপ্‌ড়ে ফেলা আব কাবও পক্ষে সোজা হ'লেও আমাব কাছে নয। যতদিন বাঁচবো, তাকে ভালবাস্‌বো, এ ভালবাসা আমি ভুল্‌তে পাববোনা।" অমিযব স্বব গভীব হইযা আসিল। নীলিমা জিজ্ঞাসা কবিল—

"সে কোথায় ?"

"তাব বাপেব কাছে, কাশীতে। সে পাগল হ'যে গিয়েছে—নীলিমা, ঐ প্রভাসেব অত্যাচাবে সে পাগল হ'যে গিয়েছে।" এইবাব অমিযব কথা অশ্রুসিক্ত হইযা আসিল।

তাহাব পব অনেকক্ষণ তুজনেব কেহই কোন কথা কহিল না। অমিযব শক্তি ছিল, চেষ্টা কবিযা চিত্তকে স্থিব কবিযা বলিল—"নীলিমা, বোনটী আমাব, তুঃখ ক'বো না। সংসাবে কাম্য যা', তা' কেউ পায না। হতাশা মানুষেব জীবনেব প্রধান সঙ্গী, এব হাতে থেকে উদ্ধাব পাওয়া কি কম

সৌভাগ্যের কথা? এইবার আমার কথা ভেবে দেখ, আমার জীবনের ব্যর্থতার কথা তুমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

নীলিমা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বেশ পরিষ্কার স্বরে বলিল "আমার দুঃখু কিছুই হয় নি, অমিয় দা! বরং আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, তোমার মত মহৎ হৃদয় থেকে এতখানি ভালবাসা আমি লাভ কর্‌তে পেরেছি।"

তাহার এই 'দাদা' ও 'তুমি' সম্বোধনে অমিয় সত্যসত্যই বড় প্রীত হইল। মনে মনে তাহারা দুইজনেই তাঁহার পায়ে নমস্কার করিল—যাঁহার অপার করুণায় মহা সঙ্কটেও মানুষ এইরূপে উদ্ধার পাইয়া যায়!

সুবিমল প্রবেশ করিয়াই অমিয়কে দেখিয়া বলিল—"আপনি এখনো ব'সে আছেন, অমিয়বাবু? আমার বড় দেরী হ'য়ে গেল।" তাহার পর একটু গাঢ়স্বরে কহিল—"লোকটা বাঁচ্‌লো না নেলি!"

অমিয় ও নীলিমা যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"মারা গেছে? প্রভাসবাবু?"

"হাঁ। যাক্, কথাটা লিলিকে এখন আর জানান হবে না।"

অমিয় নীলিমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ইঙ্গিত বুঝিয়া নীলিমা ভ্রাতাকে প্রভাসের কথা সংক্ষেপে বলিল। শুনিয়া, সুবিমল কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া পরে কহিল—"আপনার এ ঋণ আমরা শোধ কর্‌তে পার্‌বনা, অমিয়বাবু! আপনি না বল্‌লে লোকটা তো নিজের প্রতারণায় সফলকাম ঠিকই হতো।"

নীলিমা বুঝিল, অমিয় এ কথায় বেদনা পাইতেছে, তাই কথাটা চাপা দিবার বলিল "রাত হ'য়ে উঠ্‌ছে অমিয় দা! বাড়ীতে তোমার জন্যে হয়তো তাঁরা ভাব্‌ছেন।"—

সুবিমল বিস্মিত হইযা নীলিমাব দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া, অমিয হাসিযা বলিল "আশ্চয্য হচ্ছেন কেন সুবিমলবাবু—সুবিমল দাদা?—আপনাদেব সঙ্গে কত বন্ধনেই আমি জডিযে পড়্ছি।"

অমিয়ব প্রতি নীলিমাব আকর্ষণেব কথা সুবিমলেব অজ্ঞাত ছিল না। অমিযকে ভগিনীপতিরূপে লাভ কবিতে পাবিলে সে সুখীই হইত। এখন অমিযব কথায় বুঝিল, দুইজনে ইহাব মধ্যে আলোচনা চলিযাছিল, অবশেষে তাহাবা ঘটনাটাকে এত সহজ কবিয়াও লইযাছে। ইহাতে সে যথার্থ ই আনন্দিত হইল। অমিযকে দুই হাতে জড়াইযা ধবিয়া বলিল, "তোমায তো প্রথম আলাপেই আমি নিজেব ভাইযেব মত ভালবেসে ফেলেছি, অমিয।"

"তা তো ফেলেছেন। এখন উঠ্তে হবেতো" বলিযা অমিয হাস্তে হাস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুবিমল তাহাব হাত ধবিয়া পুনবায বসাইয়া বলিল "বাঃ উঠ্ছো কেন? বসো। যা না নীলিমা, তোব অমিয় দাদাকে কিছু খাওযাবাব বন্দোবস্ত কব না।"

তাহাব প্রায একঘণ্টা পবে বেশ প্রফুল্ল মন লইযা অমিয যখন উঠিল, তখন নযটা বাজিযা গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

অমিয় বাড়ী পৌছিয়া দেখিল, তাহার ঘরে তাহার বিছানার উপর কে যেন শুইয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখিল যে সে শরৎ। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একি, শরৎ!"

"হাঁ, এত দেরী হয়ে গেল যে?"

অমিয় দুর্ঘটনার কথা বলিয়া তাহাকে জানাইল যে, মেডিকেল কলেজ হইতে সুবিমলদের বাড়ীতে গিয়া তাহার দেরী হইয়া গিয়াছে।

"সেখানে তাঁরা আমার বিষয়ে কিছু বল্‌ছিলেন?"

বন্ধুর কথায় সাশ্চর্য্যে অমিয় কহিল, "না, কেন কি হয়েছে কি?"

উত্তরে শরৎ আশ্বস্ত হইল। বৈকালে তাহার অসৎ আচরণটার কথা অমিয় তাহা হইলে জানে না। নীলিমাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমটা তাহার অন্তরে এক বিজাতীয় ঈর্ষাভাব জাগিয়াছিল, কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না;—শীঘ্রই সে অনুতপ্ত হইয়া পড়িল। এবং সেইজন্য অমিয়র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই সে অমিয়দের বাড়ী আসিয়াছিল।

"অমিয়, আমায় মাপ কর্ ভাই!"

অমিয় সাশ্চর্য্যে বলিল, "মাপ! কিসের জন্য মাপ কর্ব্ব?"

"তোমার সঙ্গে এ দুদিন ভাল ব্যবহার করিনি তার জন্য আমি যথার্থই বড় লজ্জিত।"

শরতের হাত দুইটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া অমিয় বলিল, "থাম্ থাম্। শরৎ, তুই তো জানিসই তোর উপর রাগ করে আমি বেশীক্ষণ থাক্‌তে কোনও কালেই পারিনি। আর তাছাড়া লোকে ঝগড়া রাগ অভিমান করে তারই উপর—যা'র উপর তার ভালবাসার জোর থাকে। রাস্তার লোকের উপর কেউ অভিমান করে না।"

এমন বন্ধুর প্রতি শরৎ অন্যায় দোষারোপ করিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে কতখানি লজ্জা যে জমিয়া রহিল তাহা শুধু অন্তর্য্যামির-ই অগোচর রহিল না।

উঠিয়া বসিয়া শরৎ বলিল, "যা খেয়ে আয় অমিয়! বউদি, তোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

"তুই খেয়েছিস্?"

"হাঁ আমার খাওয়া হয়েছে।—তুই যা।"

খাইয়া আসিয়া অমিয় দেখিল, কপালের উপর হাতখানা রাখিয়া অর্দ্ধ-শয়ান ভাবে শরৎ কি চিন্তা করিতেছে। তাহার নিকটে বসিয়া অমিয় বলিল, "পান খা শরৎ।" শরৎ পান দুইটা লইয়া মুখে পুরিয়া দিল।

"আজ আর বাড়ী যাস্ না শরৎ, এখানেই শো।"

অমিয়র প্রস্তাবে শরৎ অসম্মত হইল না। দুই চারিটা গল্প করিতে করিতে দুই বন্ধু আবার পূর্ব্বেকার সেই স্বচ্ছ হৃদয়েই সুখে নিদ্রামগ্ন হইল। বিচ্ছেদের পর মিলনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। দুই বন্ধুতে ইহার পর কোনও কারণেই আর কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই; দুজনে চিরজীবন জোরই একে অপরের সাহায্য করিয়াছিল; একটী দিনের জন্য উভয়ের মধ্যে মতান্তর পর্য্যন্তও হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা উঠিয়া অমিয় দেখিল, শরৎ তাহার পার্শ্বে শুইয়া আছে। দেখিয়া তাহার মন আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পৃথিবীর মধ্যে এই একটী জিনিষও ছিল যাহা সে সহজে ছাড়িতে পারিত না। শরৎ তাহার আবাল্য-সুহৃদ, তাহার সহিত বিচ্ছেদে সত্যই সে বড় ব্যথিত হইত।

এই সময় বাহিরে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, মেডিকেল কলেজের এক পিয়ন। সই করিয়া তাহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া অমিয় পড়িল। চিঠিখানা ইংরাজী—তাহার বাংলা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

"মহাশয়,—

আপনি যাহাকে মুমুর্ষু অবস্থায় এখানে দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি আপনাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন যে—নং···সিকদার বাগানে তাঁহার স্ত্রী ও জ্যেঠাইমা আছেন, তাঁহাদের যথাস্থানে যেন আপনি দয়া করিয়া পৌছিয়া দেন। আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানে আপনাকে এই কথা জানাইলাম। আশা করি আপনি যাহা প্রয়োজন বোধ করেন করিবেন।—

ভবদীয় অনুগত—"

পত্রের শেষে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের নাম সহি করা ছিল।

পত্রখানি লইয়া অমিয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। শোভা তাহা হইলে

এখানেই আছে! প্রভাস কোনরূপে চুরী করিয়া তাহাকে এখানে আনিয়াছে। জামা জুতা পরিয়া শরৎকে উঠাইয়া অমিয় জানাইল, সে এক জায়গায় যাইতেছে; আসিতে একটু দেরী হইবে। তাহার পর আর বাক্যব্যায় না করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

নম্বর দেখিয়া বাড়ীর দরজায় ডাকাডাকি করিতে মাসী দরজা খুলিয়া দিলেন। প্রভাসের মৃত্যু সংবাদটা যে পৌছিয়াছিল তাহা মাসীর চক্ষু দেখিয়াই অমিয় বুঝিতে পারিল। অমিয়কে দেখিয়া বলিলেন, "আর কার জন্যে এসেছ বাছা? যার জন্যে এসেছ সে চলে গিয়েছে।" অমিয় বুঝিল মাসী প্রভাসের কথাই বলিতেছেন।

"দরজাটা খোলা পেয়েছে কি চলে গিয়েছে; পাগলকে আর কত আটকে রাখবো?"

অমিয় বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কার কথা বল্‌ছেন আপনি?"

"শোভার গো শোভার! কাল রাত্রেই তো কোথায় বেরিয়ে চলে গেছে!"

অমিয়র মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই কলিকাতা সহরে এখন সে কোথায় তাহার খোঁজ করিবে? কিন্তু অধীর হইবার তখন সময় নয়, বলিল, "আর আপনার কি হবে?"

মাসীর দুই চক্ষে এবার দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। "আর আমার কে দেখবার আছে বাবা? যে ছিল সে তো আমায় ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোল। বাবা বিশ্বনাথ আমার কপালে যে এত দুঃখ লিখে ছিলেন তা তো জানতাম না।"

এই স্ত্রীলোকটার চেয়ে অধিক অপকার তাহার আর কেহ করে নাই, তবুও আজ ইহার দুঃখে অমিয় ব্যথিত হইল ; বলিল,—

"কি কর্ব্বেন বলুন, সংসারের নিয়মই এই। চিরদিন তো কেউ বেচে থাকে না।" বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিবার পর কহিল, "আপনার আমি কি কর্ব্বো ?"

"তুমি আর কি কর্ব্বে বাবা! এখন বিশ্বনাথ ছাড়া আমার কেউ নেই। আমার দেওরের কাছেই যাব আমি।" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া মাসী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অমিয় দেখিল, ইহার কিছু করিতে তাহাকে হইবে না। তখন নিকটবর্ত্তী থানায় শোভার সম্বন্ধে খবর দিয়া ও পুরস্কারের সম্ভাবনা জানাইয়া অমির বাড়ী ফিরিল। তাহার সকালবেলাকার আনন্দ আবার চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

নিজের ঘরে ঢুকিয়া অমিয় জামা কাপড় ছাড়িল, তাহার পর ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেই দেখিল টেবিলের উপর একখানা টেলিগ্রাম। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, লেখা আছে—"Baboo in death-bed, wants to see you—Deben" (বাবু মৃত্যু শয্যায়। আপনাকে দেখিতে চাহেন।) টেলিগ্রাম আসিয়াছিল, নন্দনপুর হইতে।

জগদীশবাবু মৃত্যু শয্যায়! অমিয় আর দেরী করিল না। বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, আড়াইটার সময় গাড়ী। তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া শরৎকে সংক্ষেপে ঘটনা জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়া অমিয় হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে রওয়ানা হইল।

জগদীশবাবু সত্যই মৃত্যু শয্যায় পড়িয়াছিলেন। অমিয় গিয়া তাঁহার

অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইল। অমিয়কে দেখিয়া জগদীশবাবু ডাকিলেন, "অমিয়।"

অমিয় তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। শীর্ণ হাতখানা অমিয়র মাথার উপর রাখিয়া জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব শুনেছতো অমিয়? কাশী থেকেই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেল—আর বুঝি মাকে আমার দেখ্‌তে পাবো না।"

কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া জগদীশবাবু পুনরায় বলিলেন, "আমায় কাশী নিয়ে যেতে হবে অমিয়। মর্ত্তে তো হবেই,সেখানে নইলে প্রাণটা নিশ্চিন্তে বেরুবে না।"

এ অবস্থায় নাড়ানাড়ি করা ভাল নয় বিবেচনা করিয়া অমিয় প্রথমে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। শেষে দেবেনবাবু ও রণবীর মিশিরের সাহায্যে তাঁহাকে কাশীর বাড়ীতে লইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"কর্ম্মের-সন্ধান"

পরদিন প্রভাতে জগদীশবাবুর অবস্থা একেবারেই খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, সেদিনটা আর কাটিবে না। অমিয়, দেবেনবাবু ও রণবীর মিশির তিন জনে ম্লানমুখে বসিয়াছিলেন। জগদীশবাবু "অমিয়" বলিয়া ডাকিতে, সে উঠিয়া তাঁহার মুখের কাছে গিয়া বসিল।

"ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে শোভার বিয়ে দেবো, কিন্তু—তার ভাগ্য ভাল নয়,আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো না। যাক্, যা হবার নয় তা হলোনা, মানুষের তো হাত নয়!" এইটুকু বলিতেই তিনি হাঁফাইতে লাগিলেন। অমিয় তাঁহার মুখে দুই চামচ বেদানার রস দিয়া বলিল, "কথা কইবেন না আপনি, আবার অসুখ বেশী বাড়্‌বে।"

জগদীশবাবু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর বাড়্‌বে! আজ আমি যাবই বাবা, কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্ব্বে না। আমার উইল দেবেন-বাবুর কাছে রইলো। তোমাকেই সব দিয়ে গেলাম। অস্বীকার করো না; আমার সাধের কাজ তুমি না দেখ্‌লে সম্পূর্ণ হবে না। আর কারোতো তোমার মত হৃদয় দেখ্‌লাম না অমিয়!"

অমিয় অস্বীকার করিল না, কেবল অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি কি পার্ব্ব?"

তাহার মাথায় হাত দিয়াই জগদীশ বাবু বলিলেন, "পার্ব্বে;—আমি

আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তুমি পার্ব্বে। আর সে মেয়েটার খোঁজ করো বাবা, যদি সে এখানে থাকৃতে চায় তাকে রেখো। আমি তোমায় জানি বলেই তোমার ওপর এ ভার দিয়ে গেলাম। প্রেমের সার্থকতা—ভোগে নয় অমিয়, প্রেমের সার্থকতা—ত্যাগে। যাকে ভালবাস, তার কলঙ্ক দেখ্‌লে তুমি খুসী হবে না—সুখী হবে তাকে পবিত্র দেখ্‌লে। বৃদ্ধ আবার চুপ করিলেন। অমিয় পুনরায় এক চামচ বেদানার রস তাঁহার ওষ্ঠপুটে ঢালিয়া দিল।

দেওয়ালে শোভার মায়ের ছবি টাঙানো ছিল। জগদীশ বাবু অমিয়কে সেটা পাড়িতে বলিলেন। অমিয় তাঁহার আদেশ মত ছবি পাড়িয়া তাঁহার হাতে দিল। কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে ছবিখানার দিকে চাহিয়া জগদীশবাবু সেটাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর ডাকিলেন—"দেবেনবাবু?"

দেবেন বাবু ও রণবীর মিশির কাঁদিতেছিলেন। জগদীশবাবুর আহ্বানে চক্ষু মুছিয়া দেবেন বাবু তাঁহার নিকটে গেলেন।

"আপনি আমার অনেক দিনের বন্ধু। আপনার কাছে যে আমি কত প্রকারে ঋণী, তা মুখের কথা বলে আর কি কর্ব্বো, সে ঋণশোধের ক্ষমতা তো নেই! অমিয় রইল, ছেলে মানুষ সে, দেখিয়ে শুনিয়ে নেবেন। জমিদারী আমার যতটা, আপনারও তার চাইতে কিছু কম নয়।"

দেবেন বাবুর চক্ষের জল এবার আর বাধা মানিল না, তিনি কোঁচার খুঁটে চক্ষু চাপিয়া বসিয়া পড়িলেন। অমিয়ও খুব কাঁদিতেছিল। জগদীশ বাবু রণবীর মিশিরকে ডাকিতে সে কাঁদিতে কাঁদিতেই উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। জগদীশবাবু তাহাকে বুঝাইলেন, "কেঁদোনা রণবীর

তোমরা আমার চিরদিনের বন্ধু, আমায় শান্তিতে মরতে দাও। অমিয় রইল—তাকে তোমরা দেখো। আর কার্ত্তিককে—"

দেবেনবাবু জানাইলেন, কার্ত্তিক-পাড়ে বেকসুর খালাস পাইয়াছে। জগদীশবাবু তাহা শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন,—

"জানতামই সে মুক্তি পাবে। তাকে বোল' যে এর জন্য আমি কত সুখী হয়ে যাচ্চি" বলিয়া জগদীশবাবু অমিয়কে পুনরায় ডাকিলেন "অমিয়"

অমিয় তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন জ্যেঠামশাই ?"

"শোভা যদি এখনও একবার পৌছুতো"—

অমিয় হতাশ চক্ষে শুধু একবার চারিদিক চাহিল ; আশা পূর্ণ হইবার কোনও লক্ষণই সে দেখিতে পাইল না। কিন্তু এই পরোপকারী শান্ত নির্ম্মল হৃদয় জীতেন্দ্রিয় ভদ্রলোকের শেষ ইচ্ছাও কি পূর্ণ হইবে না ?

বাহিরে আকুলস্বরে কে চীৎকার করিল, "বাবা—আমার বাবা!" আর একজন কে গম্ভীর স্বরে বলিতেছিল, "ওঃ কম কষ্টে কি এনেছি ! মেয়ে তো উন্মাদ হয়েছিল, কাল তো সবে ওর জ্ঞানের লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেই সময় ওর মুখে এখানকার ঠিকানা শুনে এখানে নিয়ে এলাম।"

জগদীশবাবুর মুখ আনন্দ-উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেবেনবাবু ও রণবীর মিশির বাহিরে যাইতেছিল সেই সময় বিদ্যুতের মত ছুটিয়া আসিয়া শোভা জগদীশবাবুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, "বাবা—বাবা !" শোভার তখন জ্ঞান হইয়াছে।

জগদীশবাবু অনেকক্ষণ শোভার মাথাটাকে নিজের বুকের উপর চাপিয়া রাখিলেন, তাহার পর ডাকিলেন, "শোভা—মা !"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল। জগদীশবাবু বলিলেন, "অমিয়র কথামত চলিস্ মা। ওই-ই তোর দেবতা। ওকে কোনও দিনই বেদনা দিস্‌নি, তাহ'লে ইহকাল তো তোর গিয়েছেই, পরকালও তোর নষ্ট হয়ে যাবে।"

আর একবার তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া ভদ্রলোক চির-দিনের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

শোভা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "অমিয়-দা, বাবা—আমার বাবার কি হোলো!"

"বাবা আমাদের ফেলে স্বর্গে চলে গিয়েছেন শোভা। সকলেই সেখানে যাবে, দুঃখ করোনা। আমরাও শীঘ্রই তাঁর কাছে যাবো। যতদিন এখানে থাক্‌বো, ততদিন তাঁর দেওয়া কাজ করে যাবো—স্বর্গ থেকে ত' দেখে তিনি সুখী হবেন। যারা নিরুপায়—যাদের অন্য অবলম্বন কেউ নেই—তাদের সাহায্য কর্ত্তে,দেশের গরীব ছোটদের মধ্যে থেকে তাদেরই একজন হয়ে দেশের সেবা কর্ত্তে, তিনি আমাদের আদেশ দিয়ে গেছেন, আমরা তাই কর্ব্বো। যাতে তিনি খুসী হন, তাই আমাদের করা উচিত। ওঠ।—"

বলিয়া অমিয় শোভার হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিল। দেবেন্দ্রবাবু ও রণবীর মিশির দেখিলেন, অমিয় ও শোভার মুখ স্বর্গের আভায় দীপ্তিময়। এই যে এক দেশের যথার্থ সুসন্তান নীরব কর্ম্মী ভদ্রলোক দেহত্যাগ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গেলেন, তাঁহারই নির্ম্মল চরিত্রের অক্ষয় প্রভাব যেন ইহাদিগকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।